# গ্রামের কথা।



শ্রীপ্রভাসচন্দ্র মিত্র।

১০নং এম রোড—M. Road. No. 10.

জামশেদপুর

নিবাস—গ্রাম ব্রাহ্মণপাড়া

পোষ্ট শক্তিগড়।

জেলা বর্দ্ধমান।

লিখিত—

১লা বৈশাখ, ১৩৩৩।

১৪ই এপ্রিল, ১৯২৬।

মূল্য ১॥০ দেড় টাকা।



# In Patrika-August 23, '27.

"GRAMER KATHA," a Bengali novel written by Sj. Pravash Mitra of Jamshedpur. The author has avoided the beaten track for novel writing and has chalked out a way of his own. The author has in this book depicted a picture as to how rural reconstruction may be possible by a band of selfless workers. Men like Bama Charan, Shama Charan, Satyendra and Pandit Digambar Chowdhuri may not be very often met with in villages but the author has skilfully shown how a model village can be set up by men of this type. The picture may not be realistic but in this progressive age many ideals are going to be realised. The author has enunciated the principles of trade-unionism through Gani Mia in a very lucid manner. Many burning topics of the day like Suddhi, Sangathan, Hindu-Moslem Unity, untouchability etc. have been ably discussed. There are flashes of humour also in the book. Nityananda and Rajlakshmi have been ably painted and do credit to an author making a debut in the field of literature. On the whole, the book is ably written and will be relished by the Bengali knowing public and will also be of considerable help to those engaged in rural reconstruction.

---

এই পুস্তকখানিতে অনেক ভুল থাকিয়া গেল; প্রার্থনা করি সহৃদয় পাঠক পাঠিকা এই ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন। স্বদেশ-বাসীর অনুগ্রহে ও করুণাময়ের করুণায় যদি দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপাইতে হয় তবে দোষগুলি যথাসাধ্য সংশোধন করিব।

যে ভুল গুলি দ্বারা ভিন্নার্থ প্রকাশ পাইবার সম্ভাবনা মনে হয় মাত্র সে গুলির তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল।

| পৃষ্ঠা | ছত্র | অশুদ্ধ | শুদ্ধ |
|---|---|---|---|
| ২ | ৩ | খেতে | ক্ষেতে |
| ৫ | ১৪ | খেত্ | ক্ষেৎ |
| ১৩ | ২১ | বিষম্বাদে | বিসংবাদে |
| ৫৮ | ১৪ | ব্রাহ্মণ্য | ব্রহ্মণ্য |
| ৬৫ | ৭ | সাম্রাজ্যের | স্বরাজ্যের |
| ১০১ | ১৫ | বাদগীর | বাগদীর |
| ১০৩ | ১৯ | লক্ষ্মা | লক্ষ্মী |
| ১৩১ | ৮ | সজ্ঞা | সংজ্ঞা |
| ১৫১ | ৯ | ২০৲ | ২০০৲ |

Printed by PARIKSHITCHARAN GUPTA.
KAMALA PRINTING WORKS,
3, Kasi Mitra Ghat Street, Calcutta.

# গ্রামের কথা

## প্রথম পরিচ্ছেদ

বাঙ্গালার ধানের ক্ষেত্র ; ধান সব পাকিয়াছে ; যে দিকে চাও কেবলই সুবর্ণশীর্ষ পাকা ধানের গাছ ; তাহার উপর দিয়া সুশীতল বাতাস বহিয়া যাইতেছে ; ক্ষেত্রের উপর দিয়া যেন সোণার ঢেউ খেলিয়া যাইতেছে।

ক্ষেত্রের মধ্যস্থ আলে দাঁড়াইয়া দেখিলে অতি দূরে দূরে বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ সমষ্টি দূরস্থ গ্রামের অস্তিত্ব জানাইয়া দেয়।

যে সময়ে ধান পাকিয়া থাকে, সে সময়ের বাঙ্গালার ধানের ক্ষেত্রের শোভা কে বর্ণিতে পারে ? মহাকবি যাঁহারা আছেন তাঁহারা সেখানে গিয়া, সে শোভা দেখিয়া, তাহা বর্ণনা করিবার চেষ্টা করুণ ; আমাদের সে ক্ষমতা নাই।

সুবর্ণপুরের অন্তর্ব্বর্ত্তী এইরূপ ধানের ক্ষেত্রের মধ্যস্থ আলের উপর দিয়া দুইজন কৃষক একটা অতি বৃহৎ বাঁশ লইয়া ধান গাছ শোয়াইতে যাইতেছেন। পথে এইরূপ আর দুইজন কৃষকের সহিত তাঁহাদের সাক্ষাত হইল ; প্রথম কথিত কৃষকদ্বয় যে আল দিয়া যাইবেন, সেই আল দিয়াই ইঁহাদিগকে অন্য ক্ষেত্রে যাইতে হইবে। তাহাদের মধ্যে একজন, নাম হরি, প্রথম কৃষকদ্বয়কে দেখিয়া তন্মধ্যস্থ একজনকে বলিল—

হরি।—প্রণাম, শ্যামবাবু! কোথায় সকাল গদীতে ব'সে ব'সে আরাম ক'রে তামাক খাবেন—না—ভোরে উঠে বাঁশ কাঁধে ক'রে আমাদের মত খেতে খাটতে চলেছেন কেন বাবু? আপনাদের ত চাকর বাকরের অভাব নেই, মা লক্ষ্মী আপনাদের ঘরে বাঁধা।

শ্যামবাবু।—আমার নাম শ্যাম—আর তোমার ঐ ভাইয়েরও নাম শ্যাম, এক শ্যাম যদি খেটে খে'তে পারে, ত—অপর শ্যাম কেন কুঁড়ের মত ব'সে খাবে?

শ্যামচাষী।—বাবু! আপনার নাম শ্যাম বাবু, আর আমার নাম শ্যামা চাষা, আপনাতে আমাতে যে স্বর্গ মর্ত্ত তফাৎ। আমি না খাটলে খেতে পাব না: আমার গোষ্ঠির সকলকেই আজন্ম খেটেই যেতে হবে; নতুবা খিদেয় মরতে হবে। আর, বাবু,—আপনারা পায়ের উপর পা দিয়ে তিন পুরুষ ব'সে খেতে পারেন—আপনার সঙ্গে কি আমার তুলনা?

শ্যামবাবু।—বেশ ভাই শ্যাম, কথাগুলো ঠিক বলেচ; কিন্তু, ভাই, বলতে পার কি—তোমার ও আমার রক্তে বা মাংসে বা হাড়ের আকার প্রকারের কিছু প্রভেদ আছে কি? আমার রক্তটা লাল আর তোমার টা কাল কি? তুমি যেমন ভাবে মা'র পেট থেকে প'ড়েচ, আমি সে রকম না প'ড়ে অন্য রকম প'ড়েছিলাম কি? তুমি ম'লে যেমন ভস্ম হবে—আমি কি তেমনই ভস্মই হব' না?

হরিচাষী।—তা' ত ঠিক, বাবু! কিন্তু আপনাদের মত আমরা ব'সে ব'সে খে'তে পাই কৈ? আমরা যে খেটে মরেও পেট ভ'রে খে'তে পাই না!

শ্যামবাবু।—ঐ ত—ভাই। ঐটাই ত আসল কথা—ঐটা ভাবনা কেন? ভাব দেখি—তোমরা খেটে মর্‌বে, অথচ খেতে পাবে না, আর, য়া'রা খাটুবে না, তা'দের এত খাবার যে তা' বিদেশে বি-ভুঁইয়ে পাঠিয়ে দিয়ে টাকার হুণ্ডি করবে—এটা কি অন্যায় নয়?

শ্যামচাষী।—বাবু, আপনি যে গুলিয়ে দিচ্ছেন। যা'দের ব'সে খাবার আছে তা'রা খাটবে কেন? আর যা'দের বেশী হয় তা'রা বেচবে না ত কর্‌বে কি?

শ্যামবাবু।—যে খাটুবে না তা'র খাবার হক্ কি ক'রে হয়? যা'রা তা'র হ'য়ে খেটে শস্য উৎপাদন ক'রবে তা'দি'কে বেশ ভ'র্‌পূর খে'তে দিয়ে যদি উদ্বৃত্ত থাকে তবে তা স্বদেশে বেচ্‌তে পারে। কেবলই হুণ্ডি বাঁধা উদ্দেশ্য না হ'য়ে সকলকে খাইয়ে অবশিষ্ট বেশীটুকু হ'তে জমা করা উচিত যা'তে অসময়ে নিজেদের ও দেশের পাঁচ জনের কাজে লাগে। হুণ্ডি বাঁধা উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হ'য়ে শস্য বিদেশে রপ্তানি করার দরুণই ত এদেশ হ'তে দুর্ভিক্ষ যাচ্চে না।

হরিচাষী।—বাবু যা' বলচেন, কথা গুলি ঠিক কিন্তু তা' হয় কৈ?

শ্যামবাবু।—"হয় কৈ" বললে ত কখনই কিছুই হবে না। যেটা ঠিক সেটা হওয়াবার চেষ্টা ত ক'রতে হবে। যেটা অন্যায় সেটা চিরদিনই সহ্য করলে, চিরদিনই চল্‌তে থাকবে। তা'র বিরুদ্ধে মাথা তোলা, চেষ্টায় সেটাকে বন্ধ করাই মনুষ্যোচিত; যে তা' না করে সে কর্ত্তব্য পূরণ করে না।

শ্যাম চাষী।—বাবু যদি মাপ করেন ত একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—কথাটা মনে হ'চ্চে—হয় ত আমার অন্যায়—কিন্তু সন্দেহটা ভেঙ্গে লওয়াই ভাল; যদি মাপ করেন ত বলি।

শ্যাম বাবু।—না ব'ললে আমি বড়ই দুঃখিত হবো—ব'ললে জানবো তুমি আমায় বিশ্বাস কর।

শ্যাম চাষী।—বাবু! আপনার কথায় বোঝা যাচ্চে—আপনি খেটে খাওয়া লোকদি'কে খাওয়াতে চান। তা'ই যদি—তবে আপনি নিজে জন-মজুরের মত খেটে একটা জনের অন্ন মার্‌চেন কেন? আপনি নিজে যদি বাঁশ কাঁধে ক'রে না খাটতে বেরুতেন ত' সেই জায়গায় আর একটা জন কাজ পেতো আর খেতে পেতো।

শ্যাম বাবু।—ভ্যালা মোর ভাই রে! আমি বড় খুসী হ'লাম যে তুমি মন খুলে তোমার মনের সন্দেহটা আমার কাছে ব্যক্ত ক'র্‌লে; নইলে তোমার মনে সন্দেহ থেকে যেত'; আর তুমি আমাকে ভণ্ড মনে ক'র্‌তে।

কথা হ'চ্ছে এই—যে কাজ আমি নিজে ক'রতে পারি সে কাজের জন্য আমি পর-প্রত্যাশী হবো কেন? আমি যখন চাষ ক'রেই খাই তখন যতটুকু পারি ততটুকু স্বহস্তে ক'রে ধন্য হব না কেন? যতগুলি লোকের প্রয়োজন তা'র বেশী লোক রেখে অপব্যয় না ক'রে প্রয়োজন মত লোক রেখে তা'দি'কে যথোচিত সন্তুষ্ট রাখাই আমার কর্ত্তব্য নয় কি? আর মজুরদের সঙ্গে সমান কাজ-

ক'রলেই ত তাদের দুঃখ কষ্ট অভাবাদি সম্যক বুঝতে সক্ষম হবো।

এইরূপ কথা কহিতে কহিতে দুই দলই আলের উপর দিয়া যাইতেছিল। এখন প্রথম ও দ্বিতীয় দল পৃথক হইয়া ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রের দিকে গেল—

আপন ক্ষেত্রে গিয়া শ্যামবাবু ও রাম দুইজনে দুইধার হইতে ধানের উপর দিয়া বাঁশ টানিয়া ধানগাছ শোয়াইতে লাগিলেন। তাঁহাদের কথাবার্ত্তাও চলিতে লাগিল—

শ্যামবাবু।—ভাই, রাম।—ক্রমে আমার অভ্যাস হ'য়ে আসচে; কাল পুরো আধ বেলা টেনেচি—আর দুদিন এমনই আধবেলা টেনে, পরে অল্প অল্প ক'রে বাড়া'ব।—

রাম।—কাজটা কিন্তু কম হ'চ্চে; নিতাইকে সেই ঘরে বসিয়ে বেতন দিতেই হ'চ্চে; নিতাই টান্‌লে খুব কম আর দুখান খেত টানা হ'ত।

শ্যামবাবু।—নিতাই ত কাজ করচে; বাগানটা কেমন তক্‌তকে ক'রে দিয়েচে।—আর আমি মানুষ হ'য়ে যাচ্চি; শরীরটা শক্ত হ'চ্চে, পরিশ্রমী হ'চ্চি।—

রাম। কি, বাবু, ভাল নয়। কেমন ননীর মত হাতগুলি ছিল, কড়া প'ড়ে যাচ্চে।—

শ্যাম। দূর্ বোকা—পুরুষ মানুষের হাত শক্ত হওয়াই ঠিক; পুরুষ মানুষ ক্ষমতাপন্ন, পরিশ্রমী, সহিষ্ণু হওয়াই ত উচিত। পরিশ্রম না ক'রে বাঙ্গালীরা যেন মেয়ে মানুষ

হ'য়ে পড়্‌চে, হীনবীর্য্যদের যে সে অপমান কর্‌তে সাহস করে।—

রাম।—তা কি পারে? বাবু, পয়সা যা'র আছে তা'কে অপমান করে কে? ঐ ত যজ্ঞেশ্বর বাবুর ছেলে ললিত উকিলের গায়ের ওপর ট্রেনে কোন্ একটা সাহেব ঠ্যাং চাপিয়ে দিয়েছিল; ললিত বাবু নালিস ক'রে তা'কে নাকানি চোবানী খাইয়ে দিলেন; সাহেবের পো কত ক'রে মাপ চেয়ে তবে অব্যাহতি পেলে।—

শ্যাম।—আর ললিতবাবু যদি যজ্ঞেশ্বর বাবুর ছেলে না হ'য়ে, উকিল না হ'য়ে, কোনও একটা গরীব কেরানী হ'তেন, তা হ'লে ত কেরানী বাবু ননীর পুঁতুল হ'লে, লাথিটা তাঁ'কে বিনা আপত্যতে হজম ক'রতে হ'ত; বেচারীর হ'য়ে কেই বা সাক্ষ্য দিতে সাহস ক'রত? আর মোকর্দ্দমার খরচই বা বেচারী কোথায় পেতেন?

গায়ে যা'র শক্তি থাকে তা'কে ঘাঁটাতে বড় কেউ সাহস পায় না। আর গায়ে শক্তি না থাকলে নিজের সাহসও অনেক ক্ষেত্রে আসে না।—তা' ছাড়া গায়ে শক্তি থাকলে প্রয়োজনের সময় পরের উপকারেও তা' লাগে।—

রাম।—নিজের গায়ে শক্তি থাকা যে ভারি দরকারী তা আর কে না বল্‌বে?—

এইরূপ কথাবার্ত্তা করিতে করিতে রাম ও শ্যামবাবু ধানগাছ শোয়াইতে লাগিলেন।—

নয়টার সময় তাঁহাদের খাবার আসিল। একই পোঁটলার মধ্যে দুইজনের খাবার ও একই পাত্রে দুইজনের জল আসিল। অবশ্য খাইবার পাত্র দুইজনের পৃথক পৃথক আসিয়াছিল।—

শ্যামবাবুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামচরণ বাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রভাকরকে খাবার আনিতে দেখিয়া, কাহার জন্য কি আনিতেছে দেখিবার জন্য অদূরস্থ ক্ষেত্রের চাষীদিগের কৌতুহল জন্মিয়াছিল, কারণ তাহারা বামাচরণ বাবুদের বাটীর চাকরদের সুখের সম্বন্ধে নানাবিধ সংবাদ শুনিতে পাইত। তাই অদূরস্থ ক্ষেত্র হইতে যজ্ঞেশ্বর দত্তের চাকর তাহা দেখিতে আসিল।—

খাবার আসিবামাত্র শ্যামবাবু রামকে বলিলেন "রাম, একটু জিরিয়ে লই এস, জিরিয়ে, খাবার খেয়ে, আবার একটু জিরিয়ে, ফের কাজ আরম্ভ ক'রবো।"—

রাম।—আঃ! আর জিরুতে হবে না, নি'ন, আমাকে দিন।—

শ্যাম।—শরীর পালনের নিয়ম খা'বার আগে ও পরে কিঞ্চিৎ বিশ্রাম প্রয়োজনীয়।—

( শ্যামচাষীকে ) শ্যাঙ্গাৎ তোমাদের জলখাওয়া হয়েচে—?

শ্যাম।—হ'য়েচে।—

শ্যামবাবু।—এখন বুঝি জিরুচ্চো?

শ্যামা মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল "আজ্ঞে না— হ্যাঁ—এই একটুকু রামার কাছে তামাক চাইতে এসেছিনু—" শ্যামা দেখিল প্রভাকর পুঁটুলী হইতে মুড়ী, খেজুরে গুড়,

মর্ত্তমান কলা আর নারিকেল লাড়ু বাহির করিয়া মুড়ী গুড় অধিক পরিমাণে রামকে দিল আর কলা ও লাড়ু সমান ভাগ করিয়া কাকামহাশয়কে ও রামকে দিল।—

রাম তখন তামাক সাজিতেছিল, বাবুর ইঙ্গিত অনুসারে সেই অম্বুরী তামাক হইতে কিছু শ্যামাকে দিল।—

প্রকৃত পক্ষে শ্যামা তামাক চাহিতে আসে নাই, রাম কি খাইতে পায় তাহাই দেখিতে আসিয়াছিল।

শ্যামবাবু লাড়ু দেখিয়া ভ্রাতুষ্পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন "প্রভা,—এটা কি বাবা?"

প্রভা।—বল্‌তে ভুলে গিয়েছিলাম, কাকাম'শায়, আজ সকালে শ্যামলীর বকনা বাছুর হ'য়েচে। অনেক গাঁজলা হ'য়েচে, তা'তে নারকেল মিশিয়ে মা নাড়ু ক'রে সকলকে দিয়েছেন।

শ্যামবাবু।—তা, বেশ্—

শ্যাম—রামা! বেশ মনিব পেয়েছিস ভাই; আমি এমন ঘর পেলে কম বেতনেও কাজ করতে রাজি—

কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই তাঁহারা দেখিলেন যজ্ঞেশ্বর বাবুর সেজ ছেলে যোগেশ পার্শ্বের আলের উপর দিয়া যাইতেছে। তাহাকে দেখিয়াই শ্যামা ভীত হইয়া উঠিল; সে শ্যামাকে জিজ্ঞাসা করিল "শ্যামা! তুই এখানে কি করছিস রে?"

শ্যামা। আজ্ঞে, না—কিছু না—এই একটু তামাক চাইতে এসেছিনু—

যোগেশ। তামাক চাইতে এসেছিলি !—ব্যাটা, ফাঁকিবাজ, সকালে এক ন্যাদা তামাক নিয়ে—আবার—তামাক চাইতে এসেছিনু—ব্যাটা কেবল ফাঁকী দেবে—যা—আপনার কাজে যা—

শ্যামা তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল।—

যোগেশ শ্যামবাবুকে রাগতঃ বলিল "কি? অম্বুরী তামাকের লোভ দেখিয়ে আমাদের চাকর ভাঙ্গান হ'চ্ছিল?"

অকারণ কলহ করিতে অনিচ্ছুক শ্যামবাবু কোনও উত্তর করিলেন না।—যোগেশ গজ গজ করিতে করিতে চলিয়া গেল।

দ্বিপ্রহরে নিতাই আসিয়া শ্যামবাবুর স্থানে কার্য্য করিতে লাগিল; শ্যামবাবু বাটী গেলেন।—

---

# দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সুবর্ণপুর গ্রামটী বর্দ্ধমান জেলায় একটী বেশ বড় গ্রাম। অনেক ধনী ও সম্ভ্রান্ত লোকের বাস; গ্রামের লোকের মধ্যে উকিল, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, জজও আছেন, তাঁহারা বিদেশে কার্য্য করেন; গ্রামেরই একটী লোক, জ্ঞানেন্দ্র নাথ দে, কলিকাতার মেডিক্যাল কলেজ হইতে এম্, বি, পাস করিয়া গ্রামেই ডাক্তারী করেন; গ্রামে স্কুল আছে, একটী ছোট দাতব্য চিকিৎসালয়ও আছে, তাহাতে একজন এল্ এম্ এস্ পাস করা ভিন্ন জেলার মুসলমান ডাক্তার আছেন।

যজ্ঞেশ্বর দত্ত এই গ্রামের একজন ধনী, প্রতিপত্তিশালী ব্যাক্তি। তাঁহার পাঁচ ছয় খানি গ্রাম জমিদারী আছে, কিছু বেশী দুই শত বিঘা জমীতে ধান চাষ হয়, প্রায় ৬০ বিঘার একটী কলা বাগান আছে, তাহা ছাড়া বিস্তর তরকারীর চাষ, আখ চাষ, ইত্যাদি বিবিধ চাষ নিজ জোতে আছে; আম, কাঁঠাল, লিচু ইত্যাদি বিবধ ফলের বড় বড় বাগান আছে। বড় বড় পুষ্করিণী আছে। তেজারতীও করেন।

তাঁহার প্রথম পুত্র মোহিত মোহন বঙ্গদেশের বঙ্গভাষা-ভাষী যে সকল অংশ বিহারের অন্তর্গত করা হইয়াছে তাহারই কোনও সহরের কাছারীতে পেশকারী করেন, আর দ্বিতীয় ললিত মোহন ওকালতী করেন, সেজ যোগেশ ও ছোট রমেশ

চাষ-বাস-জমী-যায়গার তত্ত্বাবধান করিয়া পিতাকে সাহায্য করেন।—

যজ্ঞেশ্বর বাবুর গৃহিণী রাজলক্ষ্মী কলিকাতার বনিয়াদি বড় ঘরের কন্যা, তিনি শিক্ষিতা, সদাশয়া ও দয়াময়ী। যজ্ঞেশ্বর বাবুর প্রথমা কন্যা তারার এক বড় জমীদার ঘরে বিবাহ হইয়াছে; লোক-লৌকিকতায় মনান্তর ঘটায় তারার শ্বশুর মহাশয় আর তাহাকে পিত্রালয়ে আসিতে দেন নাই। সেই জন্য, ও জামাতা বিপরীত প্রকৃতির লোক বলিয়া যজ্ঞেশ্বর বাবুর প্রথমা কন্যা তারা সুখী হইতে পারেন নাই। যজ্ঞেশ্বর বাবুর গৃহিণীর এই জন্য বড়ই মনকষ্ট। তাঁহার দ্বিতীয়া কন্যার নাম কালী। স্বামিকে অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া গৃহিণী রাজলক্ষ্মী দ্বিতীয়া কন্যা কালীকে পাঠের জন্য তাহার মাতুলালয়ে রাখিয়াছেন।

মেয়েদের বিদ্যা শিক্ষা বিষয়ে, বিশেষ আধুনিক প্রথার শিক্ষার—যাহাতে গান বাজনাও শেখান হয়—যজ্ঞেশ্বর বাবু পক্ষপাতী ছিলেন না, বরং বিপক্ষপাতী ছিলেন। তবে আজকালকার ছেলেরা—বিশেষ সম্ভ্রান্ত বংশের ও শিক্ষিত ছেলেরা—শিক্ষিতা পাত্রী খোঁজে বলিয়া কেবল বিবাহ দিবার সুবিধার জন্য যজ্ঞেশ্বর বাবু নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও কন্যাকে শিক্ষা দিতে সম্মত হইয়াছিলেন।

যজ্ঞেশ্বর বাবুর সংসারের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই।

বামাচরণ মিত্ররা তিন ভাই, বামাচরণ, শ্যামাচরণ ও কালীচরণ। বামাচরণ ও শ্যামাচরণ ই, আই, রেল অফিসে

কার্য্য করিতেন; দুইজনই দুইস্থানে হেড ক্লার্ক ছিলেন। ধর্ম্মঘটের সময়ে দুইজনই ধর্ম্মঘট করিয়াছিলেন; সেই কারণে কর্ম্মচ্যুত হইয়া এবং সেই অবধি চাকুরীতে বীতশ্রদ্ধ হইয়া চাষ-বাসে মন দিয়াছেন। কালীচরণ কলিকাতায় বি, এস্, সি পড়ে; ছেলেটী লেখা পড়ায় শ্রেষ্ঠ, চরিত্রবান, পরোপকারী, আবার গাইয়ে-বাজিয়ে ও।

বামাচরণ বাবুর এক পুত্র, শ্যামাচরণের এক কন্যা। পুত্রটীর নাম, পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, প্রভাকর; কন্যাটীর নাম প্রতিভা।

বামাচরণ বি এ ফেল, শ্যামাচরণ এফ্ এ পাস করা। তাঁহারা বাটীতেই পুত্র কন্যা দিগকে রীতিমত বিদ্যা শিক্ষা দেন।

প্রতিভার বয়ঃক্রম দ্বাদশ, প্রভাকরের চতুর্দ্দশ।

বামাচরণ বাবুর একশত বিঘার উপর ধানী জমী আছে; তাহা ছাড়া কলা, আখ, তরকারী ইত্যাদির যথেষ্ট চাষ হয়; আম, কাঁঠাল ইত্যাদি ফলেরও বাগান আছে, বড় বড় পুষ্করিণীও আছে। তাঁহাদের পিতার সঞ্চিত প্রায় অর্দ্ধ লক্ষ টাকা ব্যাঙ্কে ছিল, তাহা এখন চাষের ফল হইতে আরও বর্দ্ধিত হইয়াছে। তাঁহাদের পিতা খুব নামী উকিল ছিলেন।

যে লোকটী জজের কার্য্য করেন তিনি ব্রাহ্মণ, গ্রামে ক্বচিৎ আসেন। তবে বাটীতে গোমস্তা রাখিয়াছেন, তিনিই ঘর, বাড়ী, বিষয়-আশয় বজায় রাখেন, জমীতে চাষও বেশ হয়। ধান কাটিবার সময় বৎসর বৎসর একবার করিয়া জজ গৃহিণী

আসেন ; সমস্ত দেখিয়া, শুনিয়া, কায়দা করিয়া রাখিয়া যান। ধানের দর চড়িলে আসিয়া ধান বেচিয়া যান। জমীর উৎপন্ন তরি-তরকারী, ফল মূল গোমস্তা জজ মহাশয়কে মধ্যে মধ্যে পাঠাইয়া থাকেন ; কন্যাদের বিবাহের পূর্ব্বে জজ গৃহিণা আসিয়া বেশী পরিমাণে ধান বিক্রয় করিয়া যান, আর গোমস্তা সেই সময়ে পুকুর হইতে মাছ তুলাইয়া পাঠাইয়া দেন ; বিবাহ অবশ্য সেই বিদেশেই হয়। জজ-গৃহিনী গোমস্তার পত্নী, কন্যা ও বধুদিগকে মাঝে মাঝে গহণাও দেন।

ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মহাশয় মাঝে মাঝে সপরিবারে গ্রামে আসেন। বহুসংখ্যক সোডার বোতল আনেন, গ্রামের জল খান না। ডেপুটী-ম্যাজিষ্ট্রেট গৃহিণী ও তাঁহার বধু গ্রাম ভালবাসেন ; আসিলে নিজেই ছোট ঘড়া কক্ষে করিয়া পুকুর হইতে জল আনিয়া রন্ধন করেন। যখনই আসেন সম্ভ্রান্ত সকলের বাটীতে গিয়া দেখা করেন। তাঁহারা কায়স্থ।

গ্রামের যে সকল অল্প-বিষয়-সম্পত্তি সম্পন্ন ব্যক্তি বাধ্য হইয়া বিদেশে সামান্য বেতনের চাকুরী করেন তাঁহাদের বিষয় তাঁহাদের ভ্রাতা বা পুরোহিত বা তাঁহারা যাঁহাদের উপর তত্ত্বাবধানের ভার দিয়া যান তাঁহারা ও সেই বিদেশ প্রবাসী ব্যক্তির ভ্রাতৃবৃন্দ, জ্ঞাতিগণ, প্রতিবেশীরা এবং গ্রামের অপরাপর পঞ্চভূতে যে যাহা পারেন লুণ্ঠন, ভক্ষণ বা বে-দখল করেন।

বরোয়ারী উপলক্ষে—বিবাহে, বিবাদ-বিষম্বাদে, বা লোকে পাপ কর্ম্মে ধৃত হইলে, ও আপদ-বিপদের সময়ে সুবিধামত চাঁদা

আদায় করিয়া লওয়া হইত ও তাহা হইতে কখন কখন যাত্রা, চব্বিশপ্রহরা কবির-লড়াই ইত্যাদি উপলক্ষে খরচ করা হইত; অবশ্য সে টাকার হিসাব বা গরহিসাব কোষাধ্যক্ষ ভিন্ন আর কেহ জানিতে পাইতেন না।

সজ্জন যাঁহারা গ্রামে ছিলেন, তাঁহারা কাহারও সহিত বড় মিশিতেন না; নিজ নিজ কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিতেন।

গ্রামের যে সকল লোক বিদেশে কার্য্য করেন বা পূর্ব্বে করিতেন, তাঁহারা অনেকেই সদাশয়; কিন্তু যাঁহারা চিরদিনই গ্রামের মধ্যে থাকেন তাঁহাদের মধ্যে সেরূপ উচ্চাশয়ের সংখ্যা বিরল।—

প্রতিষ্ঠিত গ্রাম্য-দেবতার নাম সুবর্ণেশ্বর। গ্রামের বারোয়ারী সুবর্ণেশ্বরের তলাতেই হয়।

---

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বেলা প্রায় চারিটা। যজ্ঞেশ্বর বাবুর বিস্তৃত বৈঠকখানায় গ্রামস্থ কতকগুলি ভদ্রব্যক্তি বসিয়া আছেন। তামাক চলিতেছে। বৈঠকখানার বাম পার্শ্বের ঘরে আমলারা বসিয়া জমীদারীর কার্য্য করিতেছেন। দক্ষিণ পার্শ্বের ঘরটী চাবি বন্ধ।

যজ্ঞেশ্বর বাবুর কনিষ্ঠ পুত্র রমেশ আসিয়া হাটে তরকারী বিক্রীর হিসাবের ফর্দ্দ দিল। ফর্দ্দ পড়িয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "মোচার দাম এত কম হ'ল কি করে রে? সাড়ে ছয় গণ্ডা মোচার দাম চার আনা?"

রমেশ।—বাবা, আমি মোট পাঁচ গণ্ডা মোচা পেয়েছিলাম; তা'র মধ্যে আটটা ছোট ছিল।

যজ্ঞেশ্বর।—ছয়টা বড় বড় মোচা কি হ'ল? ফ'করেকে ডাক ত—

পুত্র গিয়া ফকির মালীকে ডাকিয়া আনিল।

যজ্ঞেশ্বর।—ফক্‌রে! কয়টা মোচা হাটে পাঠিয়েছিলি?

ফকির।—ছয়টা মোচা যে গিন্নি মা রান্না ক'রতে নিয়ে ছিলেন।

যজ্ঞেশ্বর।—আমি তোকে ব'লে দিই নি যে আমি না ব'ললে কোনও জিনিষ কা'কেও দিবি না।

ফকির।—আজ্ঞে সে কথা গিন্নিমাকে ব'ললেই ভাল হয়; তিনি চাইলে আমরা কি ক'রে না দিয়ে থাকি?

যজ্ঞেশ্বর।—বেটা পাজি, আমার হুকুম মান্‌তে রাজি নও ?

ফকির। আজ্ঞে, আপনার চাকুরী করি আপনার হুকুম মানতে রাজি না হ'লে চল্‌বে কেন ? তবে গিন্নিমা চাইলেন—আমি কি করবো ? তাঁকে ব'লে দেবেন তিনি যেন আমাদের ঠেঁয়ে না চান।

যজ্ঞেশ্বর।—আবার কথার উপর কথা ? ছয়টা মোচার দাম নিয়ে আয় ; নইলে ছয় ঘা বেত খাবি।

ফকির।—আজ্ঞে, আমি কেন বেতই বা খাব—দামই বা দোবো ; গিন্নিমা চাইলেন তবে ত আমি দিলাম ; আমি ত অন্য কা'কেও দিই নি বা বেচে খাই নি।

যজ্ঞেশ্বর।—সমস্ত বছরের বেতন আগাম দিয়ে চাকর রাখ্‌বো আর বেটারা লোকসান ক'রে দেবে।

ফকির।—তা আমার কি দোষ বাবু ? গিন্নিমা চাইলেন কেন ? লোকসানই বা কি ক'রে হ'ল, আপনারাই ত খেয়েচেন ?

যজ্ঞেশ্বর।—ফের,বেটা, চোব্‌ড়া ? নিয়ে আয় ত বেতগাছা—

শ্যামা এই সময়ে আসিয়া ছয়টা পয়সা দিয়া বলিল—"বাবু ! ওর হ'য়ে মোচা ছয়টার দাম আমি দিচ্চি।" যজ্ঞেশ্বর বাবুর তৃতীয় পুত্র যোগেশ এই সময়ে আসিল। যজ্ঞেশ্বর বাবু শ্যামাকে বলিলেন "তো-বেটার যে বড় তেল হ'য়েচে দেখচি।"

যোগেশ।—বাবা ! ধান কাটবার আগে একদিন আমি যখন আখ দেখতে যাচ্ছিলাম দেখলাম শ্যামা সেই শ্যাম মিত্রের ক্ষেতে আড্ডা দিচ্চে।

যজ্ঞেশ্বর।—হ্যাঁ-রে ?

শ্যামা।—একবার মাত্র তামাক চাইতে গিয়েছিনু।

যোগেশ্।—একটু অম্বুরী তামাক পেয়ে—শ্যাম মিত্রকে ব’লচে ‘আপনার ঘরে কম বেতনেও চাকুরী ক’রতে রাজি’।

যজ্ঞেশ্বর।—বেইমান বেটা—

শ্যামা।—বেইমান কিসে ? আপনার বেতন খাই, কাজ দিই ; বেইমান ফেইমান ব’লবেন না।

যজ্ঞেশ্বর।—আগাম বেতন নিয়ে আমার কাজে ফাঁকি দিস, আর এখন পরের বাড়ী চাকরী করতে চাস্ ?

শ্যামা।—আপনার কাজ পুরো ক’রে দিই ; কা’র কাছে কি ক’রতে যাই বা কা’র সঙ্গে কি কথা বলি তাতে আপনার ত কোনও দখল নেই। কাজ অপর পাঁচ মজুরের চেয়ে কম করি ত বলতে পারেন—তা ছাড়া নয়।

হরিধন ভট্টাচার্য্য।—শ্যাম মিত্র জন মজুর গুলোকে অম্বুরি তামাক খাওয়ায় নাকি ? লোকটা রেট বিগড়ে দিলে দেখ্‌চি ; এ—তো—ভাল কথা নয়।

যজ্ঞেশ্বর বাবু চাকরদিগকে যাইতে আদেশ দিলেন। তাহারা যাইলে পর—

রামনিধি চক্রবর্ত্তী। বাস্তবিক লোকটা ভীষণ অত্যাচার আরম্ভ ক’রেচে ; সব মাটী ক’রে দিলে, ছোট লোক গুলোকে মাথায় তুলে দিলে, মান ইজ্জৎ আর রইল না।—কিষাণগুলো চিরকাল আপনার থালা মড়াইতলায় রেখে আসচে, পুকুর

থেকে জল নিয়ে এসে উঠানে ব'সে খেয়ে আসচে; আর ঐ বামাচরণ মিত্র মজুর গুলোকে দাওয়ার উপর বসিয়ে খাওয়ায়, কুয়া থেকে তোলা জলকে ফুটিয়ে ঠাণ্ডা ক'রে সেই জল তা' দি'কে খেতে দেয়, আর তাদের থালাগুলো দরদালানে রাখ্‌তে দেয়।—

যোগেশ।—আমি দেখলাম শ্যাম মিত্র যা' খাচ্চে তা'র চাকর রামাও তাই খাচ্চে—মুড়ীর সঙ্গে খেজুরে গুড়, বড় বড় মর্ত্তমান কলা, নারিকেল নাড়ু—

রামনিধি।—সর্ব্বনাশ!—বল দেখি এ রেট বেগ্‌ড়ান নয়? আমরা খেজুরে গুড় কলার মুখ দেখতে পাইনা—তাতে আবার নারকেল নাড়ু! এ সব সাধারণ গরীব লোক কোথায় পা'বে? এই রেট হ'য়ে গেলে গরীব ভদ্রলোক যারা চাষ করিয়ে খায় তা'রা তো মারা যাবে!—

হারাধন ঘোষাল।—বটে—বটে—এর—প্রতিবিধান করা চাই।

নিত্যানন্দ তর্কলঙ্কার। রাধা,—রাধা—মতলব আছে,—রাধাকান্ত—গৌর হে—ও মতলব ক'রেচে—শ্রীগৌরাঙ্গ—এ রকমে গরীব ভদ্রলোকেরা—রাধে!—আর চাষ ক'রতে না পেরে—নিতাই—বিষয় বিক্রী ক'রবে—গৌরাঙ্গ হে—প্রভু—আর ও সব কিনে নেবে।—

হারান সরকার।—ওঃ! কি কুচক্রে! কি হিংসুকে! গরীবরা ক'রে খাচ্চে—আর ওর প্রাণে তা' সহ্য হ'চ্চে না!

হরিধন ভট্টাচার্য্য।—উচ্ছন্ন যাবে—নির্ব্বংশ হবে।—

হারাধন।—বামা মিত্রকে ডেকে পাঠান ত; তা'কে কড়্কে দেওয়া যাক্, না যদি শোনে শীঘ্রই তা'র প্রতিবিধান করা যাবে।

হারান। নিশ্চয়ই; আমাদের সকলকেই ও পেটে পুর্তে চায়।—এত স্পর্দ্ধা।

যজ্ঞেশ্বর।—এর প্রতিবিধান আপনারা কি ক'রতে চান?—

হারাণ।—আপনি প্রতিপত্তিশালী, আপনি জমীদার—আপনি ত ইচ্ছা ক'রলে ওকে আচ্ছা জব্দ ক'রতে পারেন। আপনার ছেলে উকিল, তাঁ'র পরামর্শই সব চেয়ে ঠিক হবে।—উকিল ছেলের পরামর্শ আর জমীদার বাপের শক্তি—বাস্—বামা আর ক'দিন টিক্তে পারবে?

ভট্টাচার্য্য।—আর আমরা ত আছিই; আপনারই আজ্ঞাধীন, যা' ব'লবেন তা'ই ক'রবো—সাক্ষী—হাজির—তা'র ওপর—এ সব ব্রাহ্মণের ব্রহ্মশাপ।

যজ্ঞেশ্বর। তবু আপনাদের পরামর্শ কি?—

নিত্যানন্দ। গৌর নিতাই—বৃন্দাবন বিহারি—আপনি আমাদের গ্রামের সকলের শ্রেষ্ঠ, বিজ্ঞ, প্রাজ্ঞ, মান্য, ধন্য—রাধাকান্ত—তোমারি ইচ্ছা—আমরা ক্ষুদ্রবুদ্ধি লোক আপনাকে কি পরামর্শ দিতে পারি? রাধামাধব—আপনি যা' ক'রবেন তা'তেই আমরা আছি—শ্রীরাধে—কেমন হে চক্রবর্ত্তী?—

রামনিধি।—তা' আর বল্তে!—আমারা ত অনুগত—আশ্রিত; আপনি বল্লেন—আমরা সাক্ষী দিয়ে কেমন তত বড়

সাহেব বেটাকে জব্দ ক'রে দিলাম—আর এ বামা ত কোন্ ছার।

হারাধন। তা'—আর ব'লতে।

হরিধন। এখন না হয় ভাবুন, ভেবে চিন্তে ঠিক করুন, আমরা হুজুরে হাজির : যা' বল্‌বেন—তা'ই': কেমন হে?—

হারান।— ঠিক ঠিক—উকিলেরও পরামর্শ নিন, যা'তে কোনও রকমে ফাঁসাতে না পারে।—

নিত্যানন্দ।—শ্রীরাধে—গৌর নিতাই—ক্ষতি আপনারই বেশী—লোক জন, চাকর বাকর, জন মজুর, চাষী কিষান, সবই ত আপনার বেশী,—রাধারমন,গোবর্দ্ধন—রেট বেশী হ'লে খরচ ত আপনারই সব চেয়ে বেশী—গৌরাঙ্গ, মদনমোহন—আপনাকেই সারবে—প্রভু! নিতাই হে—

হারাধন। ওঁকে খাবায় জন্যই ত এসব চাল।—

হরিধন। টাকাটা ত কম করে নি। দু ভাইই রেলের বড় বাবু ছিল, দুহাতে টাকা লুটেচে—কাঁড়ী বেঁধেচে—এখন তা' হ'তেই এঁর বিষয় কেনবার লোভ ক'রচে—

হারাণ।—সে টী হ'চ্চে না।—আমাদের জমীদার শ্রীযজ্ঞেশ্বর দত্ত বড় কঠিন পাত্র—এইসা চাল্ চেলে দেবেন যে বাছাধনের ভিটে মাটী উচ্ছন্ন যাবে।

এইরূপ আবার যজ্ঞেশ্বর বাবুকে বামাচরণের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া সকলে স্ব স্ব গৃহে প্রস্থান করিলেন।—

---

# চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বামাচরণ মিত্রের বাটী।—সন্ধ্যার সময় তাঁহার বাহির বাটীর উঠানে কতকগুলি লোক আলোক যন্ত্র লইয়া ব্যস্ততা সহকারে তাহা পরীক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে সুবর্ণ-পুর গ্রামের স্কুলের হেড মাষ্টার ইন্দুভূষণ সেন, প্রথম শ্রেণীর কতকগুলি ছাত্র; আরও কতকগুলি বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন।

হরিধন ভট্টাচার্য্য মহাশয় প্রবেশ করিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন "কি মিত্রজ, কি হ'চ্চে ?"

বামাচরণ। ভট্টাচার্য্য মহাশয় যে! আসুন, আসুন—।

ভট্টাচার্য্য।—এ আবার কি ?

বামাচরণ।—নিরক্ষর লোকদি'কে শিক্ষা দেবার জন্য একটা যন্ত্র এনেচি, সেই টা—

ভট্টাচার্য্য। অ্যাঁ!—লোককে শিক্ষা দেবার যন্ত্র!—সাবাশ ইংরাজ বাহাদুর! এমন কল ক'রলে যে চালালেই মুর্খ বিদ্বান হ'য়ে যাবে! কিন্তু—

ছাত্রবর্গ হাস্য করিয়া উঠিল—আর ইন্দুবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন "কিন্তু—কি ভট্টাচার্য্য মহাশয় ?"

ভট্টাচার্য্য।—ওতে যে দেশটা উচ্ছন্ন যাবে; ছোট লোক গুলো লেখাপড়া শিখ্‌লে কি আর রক্ষ্যা আছে ?

ছাত্ররা আবার খুব হাসিয়া উঠিল।

ভট্টাচার্য্য। না—না—তাও কি হয়? কল দিয়ে কি আবার লেখাপাড়া শেখান হয়?—মিত্রজ ঠাট্টা করেছে বুঝি?

বামাচরণ। না, ভট্টাচার্য্য মহাশয়—আপনি আমার বাপের চেয়েও বড়, আপনার সঙ্গে কি ঠাট্টা ক'রতে পারি? সত্যই এই যন্ত্রের সাহায্যে নিরক্ষরদি'কে অনেক শিক্ষা দেওয়া যায়।—লোকের অজ্ঞতা হ'তে দেশের অনেক অনিষ্ট হয়—সেই অজ্ঞতা কতক পরিমানে দূর করবার চেষ্টা করা যা'বে।

ভট্টাচার্য্য।—তোমার বাপের চেয়ে আমি ঢের ছোট ছিলাম হে—তবে ব্রাহ্মণ ব'লে তিনি আমায় ভক্তি কর'তেন—প্রণাম করতেন—পায়ের ধুলো নিতেন—বয়স বেশী ব'লে নয়—বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ ব'লে।—

একজন ছাত্র।—ভট্টাচার্য্য ম'শায় ত সে দিনকার ছেলে এই সবে মাত্র সে দিন চতুর্থ পক্ষে বিয়ে ক'রেছেন।

দ্বিতীয় ছাত্র। তা' কি ক'রবেন বল? নাতির জন্য কনে দেখতে গেলেন, ষোড়শী কনে, মোটে বিংশতি বয়সের নাতিকে কি বলে বিয়ে দেন? তাই নিজেই বিয়ে ক'রে তাঁ'র বাপকে কন্যাদায় হ'তে উদ্ধার ক'রলেন।—

সেন মাষ্টার। এঃ—তোরা চুপ কর।

ভট্টাচার্য্য।—আজকালকার ছোঁড়া গুলো, কি ফাজিল্—লজ্জার লেশ মাত্র নেই।

বামাচরণ।—ভট্টাচার্য্য ম'শায়! বিশেষ কিছু আজ্ঞা আছে কি?

ভট্টাচার্য্য।—তেমন কিছু নয়—এই যজ্ঞেশ্বর দত্তর বাড়ী হ'তে যাচ্ছিলাম—তাই মনে করলাম মিত্রজকে একবার আশীর্ব্বাদ ক'রে যাই।

বামাচরণবাবু হাত জোড় করিয়া নত হইলেন।

কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করিয়া যখন দেখিলেন যে বামাচরণবাবু যজ্ঞেশ্বরবাবু বা তাঁহার বাটীর সম্বন্ধে কোনও প্রশ্ন করিলেন না তখন আবার ভট্টাচার্য্য মহাশয় বামাচরণের কাছে গিয়া মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তা, মিত্রজ, যজ্ঞেশ্বর বাবুর সঙ্গে তোমার কি কিছু মনান্তর হ'য়েচে?"

বামাচরণ। আদৌ নয়।

আরও খানিকক্ষণ অপেক্ষা করিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় বামাচরণের কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া বলিলেন "যজ্ঞেশ্বরের তবে তোমার উপর অত রাগ কেন?—বল্‌ছে দেখে ল'ব সে কেমন মিত্র কায়েৎ"

বামাচরণ। আমি তা জানি না।

কিয়ৎপরে সেন মাষ্টার বলিয়া উঠিলেন "ঠিক আছে, কোনও দোষ নেই, নূতন বটে, সব ঠিক।

বামাচরণ। তবে আর কি; কৃষ্ণপক্ষেয় আরম্ভ করা যাক্।

যন্ত্রটী তুলিয়া লইয়া সকলে বৈঠকখানায় উঠিলেন। সেখানে মাদুর পাতা ছিল, তাহার উপরে সকলে উপবিষ্ট হইলেন।—হেডমাষ্টার ছাত্রদিগকে বাটী যাইতে বলিলেন।—

তাহারা সকলে চলিয়া গেলে ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন—"আপদ গেল—আজকালকার ছোঁড়াগুলো কি বেয়াড়া।"

সেন। না, ভট্টাচার্য্য মহাশয়—আজকাল ছেলেদের মধ্যে অনেক পরোপকারী দেশ সেবক জন্মাচ্ছে; ছেলেদের কি দোষ? তা'দিকে যেমন শেখান হবে, তা'রা যেমন দেখ্‌বে'—শুনবে,—তেমনই হবে।

এই বলিয়া তিনি Modern Review (মডার্ন রিভিউ) এ মন নিবেশ করিলেন।

বামাচরণ। সামন্তভায়া। খবরের কাগজ আরম্ভ কর ত। দেখ ত, ভয়কমের সত্যাগ্রহ কেমন চলচে?

মণীন্দ্র সামন্ত। বেশ চলচে।—

সেন। মহাত্মা সি, এফ, অ্যানড্রুজ ((Mr. C. F, Andrews) দক্ষিণ ভারতের ব্রাহ্মণদিগের তথাকথিত ইতর জাতীর প্রতি এই যে ঘৃণা ইহা দক্ষিণ আফ্রিকার শেতচর্ম্ম-বিশিষ্টদিগের কৃষ্ণচর্ম্মদের প্রতি ঘৃণার সহিত তুলনা ক'রেছেন; তা'র উদাহরণও দিয়েছেন ও এ বিষয়ে নিজের অভিমতও প্রকাশ ক'রেছেন।—

বামাচরণ। উদাহরণটী শুনান ত।—

সেন ......................On board s,s. Clement Hill, while crossing Lake Victoria Nyanza. They saw me take the baby of a Sikh non-commisioned officer in my arms in order to nurse it. Quite

unknowingly and to my great amazement, I had committed a serious offence, according to their code of racial ethics. For one of the officers in Government employ in Kenya Colony, who was on the same boat, came up to me and said "when we, white men, saw you take that black man's baby in your arms, we felt inclined to murder you and pitch you into the Lake......

মণীন্দ্র সামন্ত। বটে! এত!

বামাচরণ। আশ্চর্য্য কি যে আমরা, ভারতবাসীরা, পৃথিবীর সর্ব্বত্রই অত ঘৃণিত, আমরা আমাদেরই দেশবাসীকে যখন এত ঘৃণা করি! তিনি শেষে কি অভিমত প্রকাশ করেছেন?—

সেন। I have been wondering to myself all the while which is worse,—The account I have given of the incident on Lake Victoria Nyanza together with the indignation expressed in Nairobi over a white criminal taken along the street hand cuffed, or the horror of caste community in South India, because the dead body of a fellow human being was carried along the centre of cert-in Brahmin and non-Brahmin 'caste' streets. The only opinion I have reached is, that

**the one is just as bad as the other, and there is not a pin to choose between them.........**

ভট্টাচার্য্য। তবে মিত্রজ আমি চল্‌লাম।—

বামাচরণ। আজ্ঞে, আসুন—

ভট্টাচার্য্য।—তবে—কি বল—যাই—তবে ?—

বামাচরণ।—খবরের কাগজ শুনবেন, বসুন না—ও হে সামন্ত, বসুমতীই আরম্ভ কর—

ভট্টাচার্য্য। নাঃ, তবে যাই—

বামাচরণ। আচ্ছা, তবে আসুন।—

ভট্টাচার্য্য মহাশয় চলিয়া গেলেন।—

সামন্ত। উনি বুঝি যজ্ঞেশ্বর বাবুতে আর আপনাতে ঝগড়া পাকাবার মতলবে এসেছিলেন ?

বামাচরণ। সেই রকমই ত বোধ হ'চ্ছে।—

সামন্ত মহাশয় কাগজ রাখিয়া বলিলেন "এখন আমাদের কার্য্য প্রণালিটা ঠিক ক'রে লওয়া যাক্।—"

বামাচরণ।—বসু কাকা—আপনার কি মত ? কোন বিষয়টা আগে ধ'রবেন ?—

ইন্দু সেন। সর্ব্বাগ্রে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়াই উচিত। স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় আচার ব্যবহার আমাদের দেশের লোক জানে না।—এ বিষয়ের অজ্ঞতা নাশ করাই সর্ব্বপ্রথম প্রয়োজন।—

পণ্ডিত দিগম্বর চৌধুরী।—আমি বলি সেটা পরে হ'বে। এখন সে বিষয় আরম্ভ ক'রলে—তা'র সঙ্গে সঙ্গে যে সব সমস্যা

উত্থিত হবে তা'তে লোক একটু বিচলিত হ'তে পারে।—

ইন্দু।—সে কি পণ্ডিত মহাশয়? স্বাস্থ্য বিষয় এখন থাকবে! এ বিষয়ে অজ্ঞতায় দেশ যে গেল!—আমাদের এই বাঙ্গালাতেই বৎসর বৎসর প্রায়—

২, ৫০, ০০০ লোক কলেরায় আক্রান্ত হ'য়ে যাতনা পায়—আর প্রতিবৎসর গড়ে মরে প্রায়—

| | | |
|---|---|---|
| ৭২, ৫৪৪ | জন | কলেরায় |
| ১৭, ০০৫ | ” | বসন্তরোগে |
| ১০, ৯৯, ৫০২ | ” | জ্বরে |
| ২৫, ৪২৫ | ” | আমাশয় রোগে |
| ২৫, ১৭০ | ” | শ্বাস প্রশ্বাসের রোগে |
| ৪, ৫০০ | ” | স্ত্রী সূতিকা রোগে |
| ২, ৭৭, ৮৯০ | শিশু | জন্মাবার একবৎসরের মধ্যে |

জন্ম অপেক্ষা মৃত্যুর সংখ্যা যে সর্ব্বত্রই বেশী—

—প্রতি হাজারে—

| জেলা | জন্ম | মৃত্যু | মৃত্যুর সংখ্যা বেশী— |
|---|---|---|---|
| বর্দ্ধমান | ২১-২ | ৫০-০ | ২৮ ৮ |
| বীরভূম | ২৩-৭ | ৬৩-৩ | ৩৯-৬ |
| বাঁকুড়া | ২৫ | ৩৬-৫ | ১১-৫ |
| মেদিনীপুর | ২৪-২ | ৪০-১ | ১৫-৯ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| হুগলী | ২১-১ | ৩৬-১ | ১৫-০ |
| ২৪ পর্গনা | ২২-৫ | ৩৩-৪ | ১০-৯ |
| নদীয়া | ২৫-৬ | ৪৩ | ১৭-৪ |
| মুর্শীদাবাদ | ২৮-৯ | ৪৭-৩ | ১৮-৪ |

ভারতের প্রায় সর্ব্বত্রেই এইরূপ—

আর দেখুন—

| | জন্ম | মৃত্যু | জন্মের সংখ্যা বেশী |
|---|---|---|---|
| জাপানে | ২৪-১ | ১৫-৩ | ৮.৮ |
| আমেরিকায় | ২২-৮ | ৮-৮ | ১৪- |
| ইংলণ্ডে | ২৯-২ | ৯-৮ | ১৯-৪ |

দেশ বাসীর অজ্ঞতা যে এই সকল নিবার্য্য রোগ ও মৃত্যুর কারণ তা ত আপনি জানেন—তবে কেন এ বিষয়ই সর্ব্বপেক্ষা বিশেষ প্রয়োজনীয় নয় মনে ক'রচেন ?

পণ্ডিত দিগম্বর চৌধুরী। আমি কি বলছি, ভাই, এটা কম প্রয়োজন ? আমি বলচি এই বিষয়টা আরম্ভের সময়ে না ধ'রে অপর কোনও বিষয় ধর ; কারণ সাধারণ লোকের পক্ষে প্রথম প্রথম এটা রুচি জনক বোধ হবে না—শুক্‌নো ঠেক্‌বে। আর এর সঙ্গে সঙ্গে পুকুরে স্নান করা, কাপড় কাচা, পুকুর-পাড়ে মলমূত্র ত্যাগ করা এ সব বিষয়ের যে কথা উঠ্‌বে—তা'তে লোকগুলো না বুঝে তা'দের সুবিধা নষ্ট হবে ব'লে বিচলিত হ'য়ে উঠ্‌তে পারে ; তাই বলি—প্রথম প্রথম এমন বিষয় ধর

যা'তে কেউ কোনও প্রকারে আশঙ্কিত না হয়। এটা যথা সময়ে ধরা যাবে।—

বামাচরণ। পণ্ডিত মহাশয় যা বলেচেন তা' ঠিক। আচ্ছা, এর মধ্যে সুতিকা বিষয়টা ত ধরতে পারা যায়—

পণ্ডিত দিগম্বর চৌধুরী। যায়—

সেন। আর

সামন্ত। Temperance ( মিতাচার )—

পণ্ডিত।—উত্তম।—

সত্যেন্দ্র। সমাজ সম্বন্ধে ধ'রবেন না ?

বামাচরণ। ওর নামটী এখন নয়। তা হলে আর এ কাজ চালাতে হবে না—চারিদিক থেকে খেউ খেউ ক'রে বন্ধ ক'রে দেবে।

সত্যেন্দ্র। তা হ'তেই বা ক্ষতি কম কি ?

সামন্ত।—জানি, তা'র অঙ্ক দেখলে শিহরে উঠতে হয়—আর তিন চার শত বৎসরে হিন্দুর নাম পৃথিবী থেকে লোপ পেয়ে যাবে—কিন্তু এই আরম্ভের সময় ও বিষয় ধ'রলে আমাদি'কে "দেশটাকে ব্রাহ্ম ক'রতে চায়" ইত্যাদি কত কি বদনাম দেবে—কাজ আদৌ এগুতে দেবে না। যথা সময়ে সে বিষয়ে অল্প অল্প ক'রে হাত দেওয়া যাবে।—

বামাচরণ। তা হ'লে প্রথম সুতিকা আর Temperance বিষয় ধরা যাক্ ?

সত্যেন্দ্র।—তাই হ'ক্।

পণ্ডিত।—সঙ্গে সঙ্গে ধ্রুব চরিত্র ধ'রতে পার—

বামাচরণ।—এখন তা'র Film নেই।—

পণ্ডিত।—তবে ঐ হ'ক; রামায়ণ, মহাভারতের বিষয়ের Film ক্রমে আনাতে হবে।—

বামাচরণ।—কে কোন্ বিষয়ে শিক্ষা দেবার ভার লবেন?

পণ্ডিত।—আমি মিতাচার সম্বন্ধে বলবো।—

সত্যেন্দ্র। আমি সুতিকা সম্বন্ধে।—

সামন্ত। বেশ—

বামাচরণ।—স্থান?—.

পণ্ডিত। গ্রামের দেবতা সুবর্ণেশ্বরের তলা—

বামাচরণ। তবে তাই ঠিক রইল।—

পণ্ডিত দিগম্বর চৌধুরী। বামাচরণ! তুমি আমাদের এ কাজের সংবাদ জজবাবুকে, ডেপুটীবাবুকে লেখ—; আর তাঁদের মত জিজ্ঞাসা কর গ্রামের স্বাস্থ্যের উন্নতি সম্বন্ধে কি করা যেতে পারে? পুষ্করিণীর জল কলুষিত করা কি ক'রে বন্ধ করা যেতে পারে? স্পষ্ট ক'রে লিখিবে—পাড়ে মলমুত্র ত্যাগ করা কি উপায়ে বন্ধ করা যেতে পারে? খাবার জন্য বিশুদ্ধ জলের কি ব্যবস্থা করা যেতে পারে? আর আর কোন্ বিষয়ে তাঁদের কি উপদেশ তা' প্রার্থনা ক'রবে।—

বামাচরণ। যে আজ্ঞে।—

পণ্ডিত। আর কাল গ্রামের ডাক্তার দুজনকেই আহ্বান ক'রবে। তা'দের কা'র কি প্রস্তাব তাও জানা যাবে।—

বামাচরণ। বেশ। উপদেশ দিয়ে যে পুকুর পাড়ে মলমুত্র ত্যাগ করা অভ্যাস লোকের ছাড়াতে পারবেন তা বোধ হয়—হবে না। তা'তে বিরোধ ঘট্‌বে। আমার বিবেচনায় একই মাত্র উপায় আছে যা'তে ইহা বন্ধ হ'তে পারে। পাড় পরিষ্কার ক'রে তা'তে কলা তরকারী ইত্যাদির বাগান করা; তা'তে মালিকের আয় ও বাড়বে; আর কেহ তা'র ভিতরে যেতেও পার্‌বে না; বাহ্যে প্রস্রাব করা আপনা হ'তে বন্ধ হ'য়ে প'ড়বে।—

সামন্ত। খুব ভাল প্রস্তাব; কিন্তু যে পুকুরের মালিক দেশে নেই বা যাঁদের পাড় পরিষ্কার ক'রে বাগান করবার ক্ষমতা নেই, সে স্থলে কি ক'রবেন?

সত্যেন্দ্র।—যে স্থলে মালিক দেশে নেই সে স্থলে পত্রের দ্বারাই কাজ হ'তে পারে; সমস্ত বিষয় খুলে লিখলে—প্রবাসী বাঙ্গালীরা সাধারনতঃ উদার চেতা হন—তাঁ'রা এ মহৎ প্রস্তাবে সহজেই রাজি হ'বেন।—আমরা সকলে মিলে তাঁ'র বাগান তত্ত্বাবধানের ভার লব। আর যাঁদের পাড় পরিষ্কার করবার ক্ষমতা নেই, তাঁদের পাড় বারোয়ারীর টাকা থেকে পরিষ্কার করা যেতে পারে; আর ফসল হ'তে সেটা তুলে লওয়া হ'বে—পরে তাঁ'র একটা তৈয়ারী বাগান লাভ হবে।—

সেন। বারোয়ারীর কত টাকা আছে?—

বামাচরণ।—তা' ত জানি না। সে টাকা যে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের হাতে।—

পণ্ডিত।—ভট্টাচার্য্যকে এখন ঘাঁটিয়ে কাজ নেই।—কিছু কাজ করে, কতক পরিমানে সর্ব্ব সাধারণের আগ্রহ বর্দ্ধন ক'রে—তবে ওসব বিষয়ে হাত দেওয়া যাবে।—

বামাচরণ। আমাদের একটা পৃথক চাঁদা তোলা চাই।—

সামন্ত।—আচ্ছা—আমি পাঁচশত টাকা দোবো।—

সত্যেন্দ্র।—সাবাশ!—এমন না হ'লে কি পল্লীর উন্নতি হয়?

পণ্ডিত।—বামাচরণ! তুমি জজ ও ডেপুটী বাবুকে ইহাও লিখো যে কার্য্য আরম্ভ করবার জন্য তুমি নিজের টাকায় আলোক ও চিত্র (Magic lantern and film) আনিয়েছ আর সামন্ত ৫০০৲ টাকা দিতেছে।—আমার নাম দিয়ে লিখো।—

বামাচরণ। যে আজ্ঞে।—

সেন।—আচ্ছা; খাবার জলের জন্য একটা Tube well করালে হয় না? তাহ'লে একটা নূতন জিনিস হ'য়েছে দেখে সকলেই তা' থেকে জল নিয়ে যাবে।—সেই সঙ্গে জল পরিষ্কার রাখা সম্বন্ধে শিক্ষা দিলে লোক তা' শুনবে; তা'র পর পুকুর পাড়ে হাত দিলেই হবে—তখন পুকুর পাড় পরিষ্কার করা ও তাতে বাগান করার প্রস্তাব লোকে শুনবে।—

সকলে। ঠিক, ঠিক।—

সত্যেন্দ্র। ঐ পাঁচশত টাকা Tube well এ লাগান্। এরকম করলে টাকা আপনিই আসতে থাকবে।—

পণ্ডিত।—আচ্ছা, তবে কাল।—

সকলে চলিয়া গেলেন।—

---

# পঞ্চম পরিচ্ছেদ

পরদিন সন্ধ্যার সময়ে সকলে বামাচরণ বাবুর বাটীতে উপস্থিত হইলেন। ডাক্তার দুইজনও আসিলেন।—

বামাচরণ।—আজ যে রকম দুর্য্যোগ তাতে আমি মনে ক'রেছিলাম কেহই আসতে পারবেন না।—সকলেই এসেচেন—

পণ্ডিত দিগম্বর চৌধুরী।—ডাক্তার বাবুরা! বাড়ীতে খবর দিয়ে এসেচ ত যে এখানে এসেচ?—নইলে যদি কোনও ব্যক্তি বিপদাপন্ন হ'য়ে আসে বাড়ীর লোক বলতে পার্‌বে না কোথায় গেছ, রোগীর রোগ বৃদ্ধি হবার সম্ভবনা হবে—কা'র কি বিপদ হঠাৎ ঘটে কে ব'লতে পারে?

ডাক্তার জ্ঞানেন্দ্র নাথ দে।—ব'লে এসেচি।—

ডাক্তার সৈয়দ আবদুল রসূল।—আমি ত বাড়ীতে বলিনি।—

বামাচরণ বাবু "শরৎ" বলিয়া চীৎকার করিয়া ডাকিলেন।

শরৎ আসিলে বলিলেন "যা, বাবা, হস্‌পিট্যালে ডাক্তার বাবুর বাড়ীতে বলে আয়—ইনি আমাদের বাড়ীতে আছেন— আমার ছাতাটা নিয়ে যা।"—

শরৎ দ্রুত চলিয়া গেল।—

পণ্ডিত। ডাক্তার বাবুরা—গ্রামের স্বাস্থ্যোন্নতি কিসে হয় এই বিষয়ে তোমাদের পরামর্শ ল'বার জন্য আজ তোমাদি'কে বিশেষ ক'রে অহ্বান করা হ'য়েছে।—

আমরা আলোক ও চিত্রের সাহায্যে লোক শিক্ষা দেবার জন্য যন্ত্র আনিয়েছি। কিন্তু স্বাস্থ্য সম্বন্ধে শিক্ষা আরম্ভ ক'রলে পুষ্করিণীর দুর্ব্ব্যবহার সম্বন্ধে যে প্রশ্ন উঠবে, তা'তে লোক কিছু উল্টো না ভাবে, কোনও বিঘ্ন না হয়, সেই বিষয়ে তোমরা কি পরামর্শ দাও ? আমরা মনে করচি গ্রামে দু একটা **Tube well** ও করবো ! তোমরা এ সব বিষয়ে কি কি প্রস্তাব কর ? কি কি সাহায্য ক'রতে পার—আমরা জানতে চাই।—

সৈয়দ আবদুল রসূল। আমি শুনে বড় সুখী হলাম। বাস্তবিকই আমাদের দেশের লোক স্বাস্থ্য নিয়ম সম্বন্ধে বড় অজ্ঞ। আমাকে যা' আদেশ ক'রবেন, আমি তা'ই ক'রতে প্রস্তুত।

জ্ঞানেন্দ্র।—আপনারা এ বিষয়ে যখন আরম্ভ ক'রেছেন তখন অবশ্য অনেক ভেবেছেন; ভাবচেনও; বোধ হয় আমার ততটা ভাববার অবসর হবে না; আপনাদের চেয়ে যে আমি ভাল বুঝি তাও নয়। যা' আমায় আদেশ ক'রবেন আমি তা'ই ক'রতে বাধ্য।—

পণ্ডিত। যে যে দিন আমরা আলোক চিত্র দেখাবো, সেই সেই দিন তোমরা তথায় উপস্থিত থাকবে। তোমাদের প্রতিপত্তি এ কার্য্যে নিয়োজিত ক'রবে।

সত্যেন্দ্র। কিছু কিছু চাঁদাও দিতে হবে। সামন্ত ৫০০৲ টাকা দিয়েছে। খরচ বিনা কোনও অনুষ্ঠান হয় না, এ কাজে খরচ অনেক।

আবদুল রসূল। আমি ৫০৲ টাকা দোবো।—

সামন্ত। জ্ঞানেন্দ্র! তুমি গাঁয়ের ছেলে। তোমার ঘরে খাবার আছে, আবার ডাক্তারীও এ চকটায় খুব চলে। তোমাকে মাসে মাসে উপযুক্ত রকম কিছু কিছু দিতে হবে।—

এই সময়ে যজ্ঞেশ্বর বাবুর রাখাল সিদু আসিয়া বামচরণ বাবুকে বলিল—"প্রণাম, আমাদের বাবু আপনাকে একবার যেতে বলেচেন।"—

বামাচরণ।—কেন—বলতে পার ?—

সিদু। তা কিছু ব'লে দেন নি—

বামাচরণ বাবু সকলকে বলিলেন "আপনারা বসুন—যখন এত দুর্য্যোগে তিনি ডেকে পাঠিয়েছেন,—তখন, বোধ হয়, বিশেষ প্রয়োজনই আছে—আমি আসি।—

ছাতা ও লণ্ঠন লইয়া বামাচরণ বাবু সিদুর সঙ্গে দ্রুত চলিলেন।

ঘোর অন্ধকার, দুই এক ফোঁটা বৃষ্টি পড়িতে লাগিল, ঝড়ও বহিতে লাগিল।—

যজ্ঞেশ্বর বাবুর বৈঠকখানায় পৌঁছিয়া বামাচরণবাবু যজ্ঞেশ্বরবাবুকে বলিলেন "কাকাবাবু! আপনি আমায় স্মরণ ক'রেছেন ?"

যজ্ঞেশ্বর। হুঁ।—

বামাচরণ। আজ্ঞে করুণ—

যজ্ঞেশ্বর। এত তাড়াতাড়ি কেন ? এ জলঝড়ে ত আর ক্ষেতের কোন কাজ করতে পারবে না।

হারাধন ঘোষাল। বাবা! আকাশের ডাক্ দেখচ?

হারাণ সরকার। আজ দুনিয়া ভাসিয়ে দেবে।

হরিধন ভট্টাচার্য্য। দিগ, দিগ, পাপ বড় বেড়েচে, সব রসাতলে যাওয়াই উচিত।

বামাচরণ। আমার বাসায় অনেকগুলি ভদ্রলোক ব'সে আছেন—কি আজ্ঞা বলুন।

যজ্ঞেশ্বর। আর এখানেই বা কোন কম ভদ্র লোকগুলি বসে আছেন? অল্পক্ষণ পরে বলিলেন "তবে বলি, তুমি কায়স্থের ছেলে—লেখা পড়া শিখেছ—তা' অমন লোকের সর্ব্বনাশ ক'রতে বসেচ কেন?

বামাচরণ। বলুন কি সে?

যজ্ঞেশ্বর। কত গরীব—কত বিধবা—চাষ বাস করিয়ে খাচ্ছে—তুমি যে রকম জনমজুরদের রেট বিগড়ে দিচ্ছ, তা'তে ত আর গরীব লোকের চাষ করান চলবে না। গরীবে চাকরকে কলা দুধ, দিতে কোথায় পাবে? তা'দের ত আর চাকর বাকর জন মজুর জুটবে না।

হারাধন। এলো ঝমাঝম্।

একটী ভদ্রবেশধারী প্রৌঢ় মুসলমান বেগে আসিয়া বলিলেন "বাবু! সেলাম্, বাবু বড় বিপদ, রক্ষা করুন, নইলে সর্ব্বনাশ হয়।"

হরিধন ভট্টাচার্য্য।—এঃ হেঃ—মোচনমান্টা একেবারে দাওয়ায় ওঠে যে—রাম—রাম—

নিত্যানন্দ। গৌর নিতাই—তোমারই ইচ্ছা—সব ভ্রষ্ট হয়ে গেল—

মুসলমান।—বাবু।—রক্ষ্যা করুণ, চল্লিশটী টাকা দিন—নইলে সর্ব্বনাশ হয়—

যজ্ঞেশ্বর।—বাঃ বেশ!—চল্লিশটী টাকা—খুব কম—টপ্ ক'রে দিয়ে ফেল্‌ুন!

মুসলমান। বাবু—একজোড়া সোনার অনন্ত এনেচি—বিষম বিপদ—আমার বৌমার কাল থেকে ব্যাথা হ'চ্চে—ছেলে হচ্চে না—মা যায় যায়—ডাক্তার দেখাতে হবে—বাবু শীঘ্র দিন—নইলে—

তিনজন লোক হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া বলিলেন—"মশায় একটু স্থান দেবেন? বড় দুর্য্যোগ—পথে মারা যাব'—আজ রাতটার জন্য স্থান দেন ত বড়ই উপকার হয়"—

হরিধন ভট্টাচার্য্য। বাড়ী কোথায়—?—

আগন্তুক।—আমরা বর্দ্ধমান যা'ব—

হারাধন।—আরে! বাড়ী কোথায়? না—বর্দ্ধমান যাব'—!

আগন্তুক।—আমরা অতিথি—পথিক—

রামনিধি।—বাড়ী নেই? বাড়ী বল্‌তে পার না?—এত কথা বল্‌তে পার্‌লে—বাড়ীটী বল্‌তে পার না?

আগন্তুক।—বাড়ী বহু দুর

হারান।—এই! তবু বল্‌বে?

আগন্তুক।—ভিজে মলুম্—আমার বাড়ী কলকাতায়—এঁর বাড়ী পাঞ্জাব।

রামনিধি।—আর একটা লোক র'য়েচে যে—

আগন্তুক।—ও আমাদের মুটে—ওর বাড়ী জানি না।

যজ্ঞেশ্বর। একজন কলকাতার—আর একজন পাঞ্জাবের—যেখানে আমার বাপ চৌদ্দপুরুষ ও কেউ কখন যায় নি—আর একজনকার বাড়ী জানিনা। এ ত্র্যহস্পর্শ মন্দ নয়—। না—বাবা—সরে পড়, এখানে আর দয়া কর্‌তে হবে না।

আগন্তুক।—অতিথিকে এ দুর্যোগে আশ্রয় দেবেন না?

হরিধন।—অজ্ঞাতকুলশীলস্য বাসো দেয়ো ন কস্যচিৎ।

আগন্তুক।—আমরা বাস করতে আসি নাই—সুদ্ধ আজ রাতটুকুর জন্য—

নিত্যানন্দ।—শ্রীরাধে—চোরের রাত্রি বাসই লাভ—

যজ্ঞেশ্বর।—যাও' যাও, কে জানে জোচ্চোর না ডাকাত—

আগন্তুকের মধ্যে একজন বলিলেন "আসেন্ আসেন্ এ বাংলা দেশের গাঁও এর্ লোক গুলো এমনই বটে—আসেন্—ভিক্ষু, ভিক্ষু্কে যাইব।"

অপর জন "তাই তো। বড়ই মুস্কিলে পড়লুম যে। এ মানুষ গুলো কেমন মানুষ!" বলিয়া তিন জনই চলিয়া গেলেন।

মুশলমান।—দিন, বাবু, শাগ্র করুণ, দিন্ দিন্—

যজ্ঞেশ্বর।—জ্বালা প্যান্ প্যান্ আরম্ভ ক'রে দিলে—টাকা গুলো গাছের ফল পেড়ে দিলেই হ'চ্চে—

হরিধন।—কেন? মোল্লারা কেউ দিলে না?

বামাচরণ। গানি মিঞা—আসুন—ডাক্তার দুজনই আমাদের বাড়ীতে আছেন, সব বন্দোবস্ত হয়ে যাবে—আসুন—

গানি মিঞা। আজ্ঞে,—আজ্ঞে,—চলুন।

বামাচরণবাবু ও তাঁহার সঙ্গে গানি মিঞা দ্রুত প্রস্থান করিলেন।

যজ্ঞেশ্বর বাবু চীৎকার করিয়া উঠিলেন "আমার বাড়ীতে এসে আমার খাতক ভাঙ্গিয়ে নিয়ে যাওয়া! এত বড় স্পর্দ্ধা! আচ্ছা—"

বামাচরণ বাবুর কানে একথাগুলি কতক কতক গেল। তিনি অতিদ্রুত চলিতে চলিতে গানি মিঞাকে বলিলেন "মিঞা! আপনি আমার বাড়ীতে যান, ডাক্তাররা সেখানে আছেন, সেই অতিথিগুলিকে ডেকে লয়ে আমি এখনই যাচ্ছি।" এই বলিয়া তিনি "ও ম'শায়রা দাঁড়ান দাঁড়ান—আমার বাসায় থাকবেন" বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে ছুটিলেন। অল্পক্ষণ মধ্যে তিনি অতিথিদিগকে পাইলেন।—

বামাচরণ।—আসুন—আমার বাড়ী পবিত্র ক'রবেন।—

আগন্তুক।—এই যে—মানুষও আছে দেখচি!—

বামাচরণ। "আসুন আসুন—বলিয়া তিনি মুটের মোটের উপর ছাতা বাড়াইয়া ধরিলেন।—

আগন্তুক।—আপনি যে নিজে ভিজ্‌চেন।—

বামাচরণ :—আমি বাড়ী গিয়েই কাপড় ছেড়ে ফেলবো—আপনাদের বিছানাপত্রগুলি যে ভিজে যাবে।—

অবিলম্বে তাঁহারা সকলে বাটীতে পৌঁছিলেন।—

গানি মিঞাও সেই মাত্র পৌঁছিয়াছিলেন।—

বামাচরণ বাবু ডাক্তারদ্বয়কে বলিলেন "আপনাদের বিষম কাজ পড়েচে—এই মিঞাসাহেবের পুত্রবধু কাল হ'তে ব্যাথা খাচ্ছেন—প্রসব হয় নি—যায় যায় অবস্থা—

জ্ঞানেন্দ্র নাথ উঠিয়া রসূল ডাক্তারকে বলিলেন "আমরা দুজনে ওঁর বাড়ীতে মিলবো—আমি ওঁর বাড়ী চিনি—বাড়ীথেকে ঔষধ যন্ত্রপাতি ল'য়ে যেতে হবে।—

রসূল ডাক্তারও তখনি উঠিয়া হস্‌পিট্যাল চলিলেন বলিলেন "আমি বাড়ী চিনি না—তাই মিঞাকে আমার সঙ্গে যেতে হবে—আর বাক্স ল'বার একটা লোক হ'লে ভাল হ'ত।—

বামাচরণ বাবু তাঁহার ভ্রাতা শ্যামাচরণকে ও শরৎকে রসূল ডাক্তারের সঙ্গে পাঠাইয়া গানি মিঞাকে শীঘ্র শীঘ্র স্বীয় বাটীতে যাইতে বলিলেন।

সত্যেন্দ্র বসু মহাশয় জ্ঞানেন্দ্রের সঙ্গে বাক্স লইয়া যাইবার জন্য উঠিলে—বামাচরণ বাবু আর একজন চাকরকে ডাকিয়া জ্ঞানেন্দ্র বাবুর বাক্স লইয়া যাইতে পাঠাইলেন।—

গানি মিঞা এই আশাতীত সৌজন্য ও তড়িত-দ্রুত কার্য্য-কলাপ দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন—তাঁহার আর বাক্য নিঃসরণ হইল না।

পণ্ডিত ম। যাও, গানি! যাও,—এরা এখনি পোঁছিবে।—

গানি। কি এর টাকাটা যে—

বামাচরন।—সে ঠিক হ'য়ে যাবে—আপনার তা'র জন্য এখন চিন্তা নেই—আপনি যান—আশ্বাস দিন গে—

পণ্ডিত ম।—যাও, গানি, আল্লার নাম স্মরণ করতে করতে যাও—তাঁ'র কৃপায় নির্ব্বিঘ্নে প্রসব হবে, শিশুও সুস্থ থাকবে—যাও কোনও চিন্তা নেই—অল্লার নামে সকল বিপদই কেটে যাবে—

গানি মিঞা চলিয়া গেলেন।—

আগন্তুক লোকগুলিকে বসিতে বলিয়া বামাচরণ বাবু ভিতরে গিয়া তাঁহাদের জন্য কাপড় ও গামছা আনিয়া দিলেন।—

প্রথম আ। হরি—হরি—আপনাদের গ্রামে এসে দু রকমেরই—চরম দেখলুম—বাঃ!—ভগবানের সৃষ্টি কি বিচিত্র! কি অদ্ভুত!

দ্বিতীয় আ। বাংলার গাঁওমেও মানুষও আছেন্—সব রকম্ হি আছেন।

পণ্ডিত ম।—আপনাদের বড়ই কষ্ট হয়েচে?

২য় আ।—কুছু কোষ্টো নাই, থোড়া রকম্ ভিজেছে,—কিছু, কোষ্টো নাই।

বামাচরণ।—আপনাদের খাওয়া দাওয়ার কি ব্যবস্থা করবো? আপনারা কি ইচ্ছা করেন? নিরামিষ্য আহারী

না মাছ খান ? জান্‌তে পারলে সেই রকমই ব্যবস্থা করতে পারি।

১ আ। ইনি মাছ মাংস খান না, আমি আপনাদেরই মত বাঙ্গালী;—এঁর রুটী হলেই ভাল হয়।

২ আ। নাহি, নাহি, আপনার যেমন সুবিস্তা হয়, আমি ভাতও খাতে পারে।

বামাচরণবাবু আগন্তুক মুটেকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি ভাত খাবে ? না রুটী খাবে ? মাছ খাও কি ?"

মুটে।—ববু রুটীটাই ভাল লাগে—বংলাদেশে থেকে মাছ খেতে শিখ গিয়া।

বামাচরণ বাবু তাঁহাদের ইচ্ছামত খাবারের বন্দোবস্ত করিতে বাটীর ভিতরে গেলেন।

পণ্ডিত ম। যদি আপত্য না থাকে জিজ্ঞাসা করতে পারি কি আপনারা কোথায় যাবেন ?

১ম আ। আমি কলিকাতায় থাকি। ইনি পাঞ্জাব থেকে বাংলাদেশে হিন্দু সংগঠন কার্য্যে এসেচেন; সেই উদ্দেশ্যে বাংলার স্থানে স্থানে ঘুরচেন।

২ আগন্তুক।—বাংলাদেশে—সংগঠন কার্য্য কিছু হ'চ্চে না, বাংলায় তেমন আগ্রহ দেখ্‌চে না।

দিগম্বর চৌধুরী।—তা'র কারণ আছে; তা'তে বাংলার তত দোষ নেই; বরং গুণই ব'লতে হবে—

২ আ।—শুন কেমন করে? পশ্চিমে যেমন সংগঠন খুব ঠিক্‌সে হচ্ছে, বাংলায় তেমন কিছু না। পশ্চিমে মুসলমান যেমন এক, হিন্দুও তেমন্‌ এক হ'তে চেষ্টা ক'রছে, হচ্ছেও ; কিন্তু বাংলা নাহি।

পণ্ডিত।—পশ্চিমে বহু শতাব্দি যাবৎ হিন্দু ও মুসলমান দুটীতে পার্থক্য ভাবাপন্ন থেকে এসেছেন; বাঙ্গলায় এতকাল হিন্দু মুসলমান দুটীতে মিলে এক ছিলেন, দুটীর মধ্যে পার্থক্য থাকে নি। প্রতাপাদিত্যের নেতৃত্বে বাঙ্গালী হিন্দু-মুসলমান মিলিত হ'য়ে যে ভারতে বাঙ্গালীর সাম্রাজ্য স্থাপন করতে উদ্যত হয়েছিলেন; সরল স্বভাব সীরাজের সময়ে বাঙ্গালী হিন্দু-মুসলমান মিলিত হ'য়ে যেমন একদিকে রাজদ্রোহ ও দেশদ্রোহ ক'রেছিল সেইরূপই অপর দিকে বাঙ্গালী হিন্দু ও মুসলমান সেনাপতিদ্বয় তাঁর জন্য প্রাণপণে যুদ্ধ ক'রেছিলেন। বাঙ্গলা এতদিন একমাত্র বাঙ্গালীরই সংগঠন চেয়েছিল ; বাঙ্গলা এ পৃথক করা সর্ব্বনেশে সংগঠন চায় নি। এই সবে মাত্র পশ্চিমের ঐ পার্থক্য বালাই বাঙ্গলায় আমদানী হওয়ায় আত্মরক্ষার জন্য বাঙ্গালী হিন্দুর পৃথক সংগঠন প্রয়োজন হ'য়েছে।

২ আ।—আমি দেখ্‌চে বাংলায় মুসলমানের অত্যাচার আছে, উত্তর বঙ্গে মুসলমান হিন্দু রমণীর ধরম্‌ নষ্ট্‌ করে; বাংলায় অনেক মুসলমান লাল টোপ্‌ মাথায় দেয়। আপনি জানে—লাল টোপ্‌ মানে কি আছে? লাল টোপ্‌ মানে "আমি মুসল্‌মান-আছে, ভারতবাসী নাহি, আমার জনমস্থান তুরকী আছে, আমি তোমাদের হ'তে জুদা আছে।" তুর্কেরা এখন লাল টোপ্‌ ফেঁক্‌

দিয়ে হ্যাট লাগাচ্ছে, আর ভারতের মুসলমানরা তাই মাথায় তুলে গর্ব্ব-ভরে জানাচ্ছে "আমি মুসলমান, তুর্কীদের জাত"; তুর্ক দেশের মঙ্গলের জন্য পুরাতন খালিফকে তাড়িয়ে দিয়ে প্রজাতন্ত্র স্থাপন করলে; আর ভারতের মুসলমানেরা খেলাফতের জন্য সব করতে প্রস্তুত কিন্তু স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য সামান্য সাম্প্রদায়িকতা ত্যাগ করতে তাঁরা রাজি নাহি।

পণ্ডিত।—তুর্ক স্বদেশ-ভক্ত, দেশের উন্নতির জন্য তুর্কবাসী সততই সচেষ্ট; স্বদেশ-প্রাণ তুর্ক দেশকে সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চাসনে বসিয়েছেন ব'লে—তাঁ'রা এত মহৎ হ'তে পেরেছেন; তাঁদের নেতারা কুসংস্কারের বেড়াজাল কাটিয়ে উঠেচেন; কোরাণসম্মত আইনের সংস্কার করেছেন, স্ত্রীস্বাধীনতা দিয়েছেন, একাধিক পত্নী বিবাহ বন্ধ করেছেন; সর্ব্বতোভাবে দেশ ও সমাজকে উন্নতির পথে চালিয়ে চলেচেন।—আমাদের দেশের মুসলমানদের মধ্যে সে মহানুভব নেতা কয়জন যিনি সাম্প্রদায়িক পার্থক্যতার বিরোধী? যাঁর স্বদেশ-প্রেম সর্ব্ববিজয়ী? আমাদের দেশের মুসলমান নেতা চান মুসলমানদের জন্য শিক্ষার ভিন্ন ব্যবস্থা; মুসলমানদের জন্য বিশেষ সুবিধা, তিনি ব্যস্ত শিক্ষা দিতে—মসজিদে হিন্দুর বাদ্য শুনা যাইলে মসজিদের অপমাননা করা হয়; হিন্দুরা হিন্দু-ধর্ম্ম-ভ্রষ্ট বা তাহাদের সন্ততিদিগকে পুনঃ হিন্দু ধর্ম্মে আনিলে মুসলমানের প্রতি ঘোর অত্যাচার করা হয়; এইরূপ সাম্প্রদায়িক পার্থক্য ও বৈরীতা প্রচারে তিনি ব্যস্ত।—আর এক কথা এই সাম্প্রদায়িক বৈরীভাব বৃদ্ধির জন্য

রাজনীতিও দোষী ; ঔরঙ্গজেব যেমন তাঁর রাজনীতি দোষে এই বৈরীভাব জাগিয়ে ও উত্তেজিত ক'রে গেছেন, এখনকার রাজনীতিতে মুসলমানদের পৃথক সাম্প্রদায়িক ভোটাধিকার তেমনই এই ভেদ-বিদ্বেষের পরিপোষকতা করছে।—আমাদের এই বিদেশী গভর্ণমেণ্ট ফলতঃ বিদ্বেষ-বৃদ্ধিকারক এই বিভিন্ন ভোটাধিকারের ব্যবস্থা যদি না করতেন, তাহলে হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে সমদর্শীদের আদর বৃদ্ধি হত, সমদর্শীদের বেশী ভোট সংগ্রহ হ'ত ; ফলে হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে এই বিদ্বেষ হ্রাস পেতে থাকত ; হিন্দু-মুসলমান মিলে এক মহা-জাতি "ভারতবাসীতে" আশু পরিণত হতে থাকত। সাম্প্রদায়িক নেতাদিগকে মন্ত্রাত্বে আহ্বান করণ কি সাম্প্রদাকিতার পোষকতা করা নয় ? আর যে বললেন উত্তর বঙ্গে মুসলমান হিন্দু রমনীর ধর্ম্মনষ্ট করে—এই রমণীর ধর্ম্ম নাশ ব্যাপারেও আমি শাসন নীতির দোষ দেখতে পাই ; তা না হ'লে—এ সংবাদ এত শোনা যেত'না ; আর ওখানে রমণার ধর্ম্মনষ্ট হয় ব'লে আমি উত্তর বঙ্গের সমগ্র মুসলমান জাতির উপর তাহার দোষারোপ করা যুক্তিযুক্ত মনে করি না। 'মুসলমান' রমণীর ধর্ম্মনষ্ট করে না ; দুর্দ্দান্ত বজ্জাত লোচ্চারা রমনীর ধর্ম্মনষ্ট করতে যায় ; আপনি কোথাও দেখতে পাবেন না ;—ধার্ম্মিক ঈশ্বরপরায়ণ সৎস্বভাব মুসলমান হিন্দু রমণীর ধর্ম্মনষ্ট করবার চেষ্টা ক'রেছে ; যারা একাজে প্রবৃত্ত হয়, তারা "আমি মুসলমান—অমুক হিন্দু—সুতরাং ওর ধর্ম্মনষ্ট করা চাই" এরূপ ভেবে ধর্ম্মনষ্ট করতে

উত্থত হয় না। মাতৃজাতির ধর্ম্মনষ্ট যারা করে তা'রা মুসলমানও নয়, হিন্দুও নয়, তা'দের কোনও ধর্ম্ম নেই।

লঙ্কেশ্বর রাবণ যা'র ভয়ে ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুনাদি দেবগণও ভীত থাকতেন, সে একটী সহায়-সম্পত্তি-বিহীন দেশত্যাগী বনবাসী হিন্দুর নারি অপহরণ করেছিল বলে যে জাতির পুরুষ-সিংহ সমস্ত লঙ্কা দগ্ধ করিয়ে সবংশে তাকে নিধন করে সে মহিলার উদ্ধার ক'রেছিলেন, রাজ্য বৈভব সম্পন্ন দুঃশাসন স্ত্রীর অপমান করেছিল ব'লে যে জাতির পুরুষ তা'র বক্ষবিদারণ করে রক্তপান ক'রেছিলেন, যে জাতির নারী অপমানকারীর বুকের রক্ত বিনা বেনী বাঁধেন নি, আজ সেই জাতির নারীর মর্য্যাদাহানি করতে সামান্য লোকে সাহস পায় কেন? যাদের বেদে—

ত্বং তস্য দ্বয়াবিনোঽঘশংসস্য কস্যচিত্।
পদাভি তিষ্ঠ তপুষিং॥

"যে কেহ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ হরণ করে এবং অনিষ্ট সাধন ইচ্ছা করে তাহার পরসন্তাপক দেহ তোমার পদের দ্বারা বিদলিত করিয়া অবস্থান কর" ইত্যাদি শিক্ষা, যাঁরা তেজের উপাসক, শক্তির উপাসনা যাঁদের মধ্যে প্রচলিত; তাঁদের ধর্ম্মের প্রতি আক্রোশ প্রকাশ করতে অপরে সাহস পায় কেন? সে কেবল আমাদের ইদানিং দুর্ব্বলতার জন্য, আমাদের পুরুষত্ববিহীনতার জন্য, আমাদের অপমানে ঘৃণাহীনতার জন্য, আমরা একের অপমানে অন্যে অপমান অনুভব করি না ব'লে।

অহিংসার অবতার মহাত্মা গান্ধীও বলেন—

Dharma enables me to say that where choice lies between running away to the neglect of one's charge and killing the would-be ravisher, it is one's duty to kill and be killed; never to desert the post of duty. In a society of brave men evidence of completed rape should be almost impossible. Not a man should be alive to report such a crime.

যদি আমরা আমাদের সমবেদনা অনুভবতা জাগিয়ে তুলি, আবার দেহ মনে শক্তির সঞ্চার করি, হিন্দু নর-নারীকে আত্মমর্য্যাদা ও ব্যায়ামাদি শিক্ষা দিয়ে আবার সিংহ সিংহিনীর মত ক'রে তুলি, তা' হ'লে কে তা'দের প্রকুপিত করতে সাহস পাবে? রমনীর ধর্ম্মনাশের আশঙ্কা নিবারনের জন্য আত্মমর্য্যাদা জাগান চাই, সমবেদনা অনুভব-শক্তি জাগান চাই, ব্যায়াম দ্বারা শরীর শক্ত করা চাই, আর রমণীদিগকেও আত্মরক্ষা করতে শিক্ষা দেওয়া চাই।—

সত্যেন্দ্র বসু।—মহাশয়,—আপনারা হিন্দু সংগঠন করছেন, আর হিন্দু যে নাশ হ'য়ে যাচ্ছে—তা'র প্রতিবিধান করবার কি করছেন? জানেন ত প্রতি দশ হাজার ভারতবাসীর মধ্যে— হিন্দু—

| খৃষ্টাব্দ | সংখ্যা |
|---|---|
| ১৮৮১ | ৭ ৪৩২ |
| ১৮৯১ | ৭,২৩১ |
| ১৯০১ | ৭,০৩৪ |
| ১৯১১ | ৬,৯৩১ |
| ১৯২১ | ৬,৮৪১ |

খৃষ্টাব্দ ১৯১১ তে হিন্দুছিল ২১,৭৩,৩৭,৯৪৩; খৃষ্টাব্দ ১৯২১ তে কমিয়া হইয়াছে—২১,৬২,৬০,৬২০—অর্থাৎ দশবৎসরে ১০,৭৭, ৩২৩ জন সংখ্যায়ই কমিয়া গিয়াছে।—আর মুসলমান ইতিহাস লেখক ফেরিস্তা বলিয়া গিয়াছেন—মুসলমানদের আগমনের পূর্ব্বে ভারতে হিন্দুর সংখ্যা ছিল ৬০ কোটী—; ৬০ কোটী হইতে প্রায় সাড়ে ২১ কোটীতে দাঁড়িয়েছে! এ মৃত্যু রোগের কি উপায় করছেন?

২য় আ।—শুদ্ধি করচে।

বন্ধু।—শুদ্ধিতেই কি সব হবে?—বহিস্কারের অসংখ্য দ্বার খোলা থাকতে মাত্র শুদ্ধিতেই বা কি হবে?—আর দাদা! "শুদ্ধি" নামটা তেমন উদারতা জ্ঞাপক নয়; নামটা "সনাতন ধর্ম্মে প্রত্যাবর্ত্তন" বা "সনাতন ধর্ম্ম গ্রহণ" হলেই ভাল হত; তাতে অন্য ধর্ম্ম যে অশুদ্ধ তা জানাত না; আমাদের এ উদার হিন্দু ধর্ম্মকে "শুদ্ধি" কথাটা যেন "অনুদার"তা দোষ দিচ্ছে।—

উপস্থিত কালের অনুপযোগী এই জাতিভেদটা যদি আমরা তুলে দিতে পারি, তা হ'লে আমাদের অনেক তোলা ভাই,

পুনঃ ঘরে ফিরে আসেন, পুনঃ হিন্দু ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। আমাদের মধ্যে জাতিভেদ থাকায়, প্রত্যাবর্ত্তন করলে এ বিপুল হিন্দু সমাজ কর্ত্তৃক সমাদৃত হ'তে পাবেন না ভেবে, অনেক ভাই ফিরে আসেন না। জাতিভেদ উঠে গেলে, সকল হিন্দুর মধ্যে সমাদৃত হ'লে ভোলা ভাইদের ফিরে আসবার কোনও বাধাই থাকে না।

তাই বলি এখনকার দিনে জাতিভেদের অসারতা ও অপকারিতা প্রচার নিতান্ত দরকার; যদি দিগিন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের "জাতিভেদ" ঘরে ঘরে পঠিত ও প্রচারিত হয়, ঐ রূপ শত সহস্র পুস্তক, পুস্তিকা, পত্র, পত্রিকা সর্ব্বভাষায় সর্ব্বত্র প্রকাশিত হয়, তবে বড় উপকার হয়। হিন্দু-মহা-সভারও এ বিষয় হাতে লয়ে, লোক মত পরিবর্ত্তন ক'রে জাতিভেদ উঠিয়ে দেবায় বিশেষ চেষ্টা করা উচিত।

আর, মহাশয়! ভাবলে বুক ফেটে যায়—আমাদের হিন্দুর মধ্যে :—

| বিধবার সংখ্যা,— | ১৯১১ খৃষ্টাব্দে | ১৯২১ |
|---|---|---|
| ১০ বৎসর পর্যন্ত বয়সের | ৯২,৩৬০ | ৯৬,৯২৯ |
| ১৫ „ „ „ | ২,৭৩,৮৬৭ | ৩,২৯,০৭৬ |
| ২০ „ „ „ | ৬,৩৬,৮৩৩ | ৭,২৫,২৪৮ |
| ২৫ „ „ „ | ১৩,৩৮,৮৪৬ | ১৪,৬৮,০৬৮ |
| ২৫ „ „ „ | ৪০,৮২,২৯৩ | ৪৪,৫০,১৫১ |
| মোট | ২,০০,১৯,০৫১ | ২,০২,১৮,৭৮০ |

যে সব ল জাতির বিধবাদের পুনর্বিবাহ প্রথা প্রচলিত নাই তাদের ঠিক পাওয়া যায় না, তবে এটা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে এই সংখ্যার বেশী অংশই সেই সব জাতির বিধবা ; এঁদের মধ্যে কত যে নিতান্ত বালিকা বয়সেই বিধবা হ'য়েছিলেন তাই বা কে বলতে পারে ?—যাঁ'দের মধ্যে জনন-শক্তি সম্পন্ন বিধবার সংখ্যা এত অথচ তাঁদের পুনর্বিবাহ হ'তে পারে না—সে জাতির লোপ যে অবশ্যম্ভাবী।—আর এক ক্ষয়রোগ—আমাদের জাতিভেদ পার্থক্য জনিত ঘৃণা।—হিন্দু ম'রলে—হিন্দু তা'র সৎকার করে না যদি তা'র কুলশীল জানা না থাকে আর তা'র স্বজাতি ও সেই প্রদেশ ও শ্রেণীর লোক কেহ না থাকে। হিন্দুর সম্মুখে—মৃত হিন্দু শিবকে মৃত কুকুর বেড়ালের মত মিউনিসিপ্যাল ময়লা পরিষ্কারক আবর্জ্জনার মত ফেলে দিয়ে আসে। এ কি কম অধঃপতনের কথা!—তা'রপর—বিবাহে পণ প্রথা প্রচলিত থাকায় কত হিন্দু মনমত পতি পত্নীর অভাবে ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীর সহিত পরিণীত হ'য়ে বিধর্ম্মী হয়ে যাচ্ছে, আবার কত হিন্দু—হিন্দু অথচ ভিন্ন জাতির সহিত পরিণীত হওয়ায় জাতি হ'তে বহিস্কৃত হ'য়ে বিধর্ম্মী হয়ে পড়ছে—। ১৯১১ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বের কয় বৎসরে কেবল এক প্যাঞ্জাব হ'তেই ৪০,০০০ হিন্দু মুসলমান হয়েছে আর তা'র প্রায় তিনগুণ অর্থাৎ ১,২০,০০০ হিন্দু খৃষ্টান হ'য়েছে।—কে জানে এদের কতগুলি বিধবাদের পুনর্বিবাহ না হওয়ার কারণ সমুদ্ভূত আর কতগুলি নীচ জাতি বলে ঘৃণার জন্য

বা পূর্বোক্ত দুই কারণে ভিন্ন ধর্ম গ্রহণে বাধ্য হয়েছে।
দাদা। ক্ষয়রোগের প্রতিকার করুন, মূলের কীট নষ্ট করুন, তবেই হিন্দু বাঁচবে, নতুবা হিন্দুর লোপ হ'ল,-বেশী দেরী নেই।

২য় আ। আপনাদেরই বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবা বিবাহ চালাবার বহুৎ চেষ্টা করেছিলো কৈ তা চালাতে পারলে ?

বন্ধু। তাঁর চেষ্টা বিফল যায়নি : অনেকে এখন বুঝেছেন ; এখন যদি মালব্য, দীনদয়াল, দ্বারবঙ্গরাজ প্রভৃতি হিন্দু সমাজ নেতাগন ও হিন্দুমহাসভা এ বিষয়ে উঠে পড়ে লাগেন, কর্ম্মী সংগ্রহ করে, সর্ব্বত্র এ বিষয়ে লোক শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করেন ও নেতারা নিজ পরিবার মধ্যে বিধবা-বিবাহ দিয়ে ও করিয়ে তা'র আদর্শ দেখান ; আর যদি সংবাদ পত্র সমূহ লোক মত পরিবর্ত্তনে সচেষ্ট হয়, তা হ'লে সদ্য না হয়, ২ পুরুষের মধ্যে যে ইহা কতক পরিমানে প্রচলন হ'য়ে যাবে আমাদের এ ভরসা হয়। নিশ্চেষ্ট হলে কিছুই হবে না, লেগে পড়লেই হবে।—

২য় আ।—আমাদের পঞ্জাব দেশে বিধবা-বিবাহ সহায়ক সমিতি কাজ করচে ; আপনাদের বাঙ্গালী বিধবারও বিবাহ দিছে।—

বন্ধু।—আমরা কিন্তু মাত্র ঐ'তে সন্তুষ্ট নই। সহায়ক সমিতিতে কতটাই বা কার্য্য করতে পারে ? আমরা আরও চাই বিধবা-বিবাহ-প্রচারক সমিতির কাজ ; কিন্তু এরূপ নামধেয় সমিতি চাই না। চাই—এরূপ কোনও নাম না ল'য়ে এক সুবিস্তৃত সমিতি কাজ করবে যা'র ফলে বিধবা-বিবাহের প্রয়োজন

ও উপকারিতা গ্রামে গ্রামে পল্লীতে পল্লীতে নব নব উপায়ে অবিরাম প্রচার হ'তে থাকবে। প্রকৃতপক্ষে বুকে হাত দিয়ে বলুন দেখি এত বালবিধবা থাকতে বিপত্নীকদের কি কুমারী বিয়ে করা উচিত? যে কুমারীর বিপত্নীকের সঙ্গে বিয়ে হয় তা'র মনের কোনে কি দুঃখ থাকে না? বিপত্নীক-পতি তাকে ভালবাসলেও প্রকৃত প্রণয় যে তাদের হয় এটা ত আমার মনে হয় না। মানি; গরীবদের পক্ষে এ বিষয়ে স্ব-মতে কাজ করা উপস্থিত সমাজে দুঃসাধ্য, কারণ কোনও গরীব হিন্দু বিপত্নীক বিধবা বিবাহ করলে হয় ত সমাজচ্যুত হ'য়ে থাকবেন বা তাঁর সন্তান সন্ততির মনমত বিবাহ দেওয়া, বিশেষ এ পণ-প্রথা-প্রচলিত-দেশে কন্যার বিবাহ দেওয়া, কষ্টকর হবে; কিন্তু ধনী বিপত্নীকরা ত বিধবা বিবাহ করতে পারেন; তাঁদের জীবন ত তজ্জন্য দুর্বিসহ হবার সম্ভাবনা নাই; সন্তানদের বিবাহ দেওয়াও তাঁদের পক্ষে এত দুঃসাধ্য হবার নয়।—তাঁরা এ বিষয়ে পথপ্রদর্শক হ'লে গরীবরা সাহস ও সুবিধা দুই-ই পায়; বিধবা বিবাহ প্রচলিত হ'য়ে যায়।

২য় আ। আপনি যা বলচে তা ঠিক বটে, পরন্তু মুরদা হিন্দু সমঝতা নাহি; সমঝলেও করতা নাহি।—হিন্দু সমাজে যদি জান থাকতো তা হ'লে এ নিয়ম করতে পারা যাতো যে বিপত্নীককে বিধবাই সাদি করতে হোবে; আর কুমারই কুমারী সাদী করতে পাবে।—উল্টা পাল্টা হবে না, করণ ইহাই বিচার সঙ্গত।—কিন্তু হিন্দু সমাজ মর গিয়া, বিচার শক্তি তার নাই, ন্যায় সে জানে না। যে বিচারক্ষম সমাজ তাঁর হাত পা বাঁধ রাক্ষা।

বসু। দুঃখের বিষয়।—আর এই ছুঁয়াছুত্, তথা কথিত নীচ জাতির প্রতি ঘৃণা; জাতি জাতিতে পার্থক্য; ভিন্ন জাতির সহিত, আবার এক প্রদেশবাসীর সহিত অপর প্রদেশবাসীর, তথা এক জাতি ও প্রদেশবাসী হ'লেও বিভিন্ন শ্রেণীর সহিত, পরিণয় আদি নিষেধ—এ যে কি সর্ব্বনাশী প্রথা তা'রও প্রচার খুবই হওয়া চাই; আর গ্রামে গ্রামে মহল্লায় মহল্লায় মৃত-সৎকার কারিণী সমিতির সংগঠন।

২য় আ। আমাদের আর্য্য সমাজে ছুয়াঁ-ছুঁত নাহি, আমরা সব হিন্দু কো মড়াই সৎকার করে। আপনি বেশ আর্য্যসমাজী হবে।

বসু।—আমি নাম পরিবর্ত্তন চাই না; আমার মনে হয় যদি আর্য্যসমাজী ও ব্রাহ্মসমাজীগণ, আপনাদের নাম পরিবর্ত্তন করে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি না করে, আপনাদি'কে হিন্দু বলে অভিহিত ক'রেই, যেমন কাজ ক'রেচেন, সেই মত কাজ ক'রে যেতেন, ত দেশ ও সমাজের আরও মঙ্গল হত।

২য় আ। আমরা আর্য্যসমাজীরা আপনাদি'কে হিন্দুই ত বলে।—আমরা ত হিন্দুই আছে।

বসু।—তা জানি কিন্তু ব্রাহ্মরা ও শীখেরা আপনাদি'কে হিন্দু বলেন না, তাঁরাও একটু পাথক্যভাবাপন্ন হয়েছেন—আপনারা আপনাদি'কে হিন্দু ব'লে, হিন্দুদের মধ্যে মিশে থেকে, হিন্দুদের অনেক উপকার করচেন—অথচ আপনাদের বিশিষ্টতা বজায় রেখেচেন; শীখেরা ও ব্রাহ্মরা এরূপ ক'রলে

জনসাধারণের আরও উপকার হ'ত ; অথচ আপনাদের যেমন কোনও ক্ষতি হয় নি, তেমনই তাঁদেরও কোনও ক্ষতি হত না।—যাক্ সে কথা—আর একটা ভীষণ সর্ব্বনেশে রোগ আমাদের ধর্ম্মজীবনে প্রবেশ ক'রে আমাদের সর্ব্বনাশ কর্‌চে।

ভেবে দেখুন মুসলমানদের যে একতা তা'র উৎপত্তিস্থান কোথায়? তা'র উৎপত্তিস্থান তাঁদের ধর্ম্মমন্দির—মস্‌জিদে; সেখানে প্রত্যহ সকল মুসলমান একত্রিত হয়ে নেমাজ পড়েন, ঈশ্বরের উপাসনা করেন; ধর্ম্মমস্‌জিদে ঈশ্বরোপাসনা কার্য্যে তাঁরা এক হন ব'লে তাঁদের এত একতা; খৃষ্টানদেরও এই কারণেই একতা; সনাতন ধর্ম্মী অপেক্ষা যে শীখ্, ব্রাহ্ম ও আর্য্য সমাজীদের একতা দেখা যায় তা'রও কারণ এই; আর আমরা সনাতন ধর্ম্মীরা মনি অর্ডার দ্বারা, মোকতারের মার্ফৎ ঈশ্বরোপাসনা করিয়ে লই; আমাদের বেদে, আমাদের গায়ত্রীতে বহুবচনান্ত "নঃ" আদি শব্দের বহুল ব্যবহার হতে স্পষ্ট প্রমাণ করে দিচ্চে যে সে উন্নতির দিনে—আমরা একত্র হ'য়ে উপাসনা করতাম।—ঋগ্বেদের শেষ মণ্ডলে শেষ সূক্তে বিশেষরূপে আদেশ করা আছে।

সং গচ্ছধ্বং সং বদধ্বং
সং বো মনাংসি জানতাং।
দেবা ভাগং যথা পূর্ব্বে
সংজানানা উপাসতে॥

তোমরা সকলে একত্র মিলিত হও, একত্র কথা উচ্চারণ কর, তোমাদিগের মন একত্রিত ও একমত হউক। প্রাচীন দেবগণ এইরূপে একমত হইয়া যজ্ঞভাগ গ্রহণ করিতেন।

সমানো মংত্রঃ সমিতিঃ সমানী
সমানং মনঃ সহ চিত্তমেষাং।
সমানং মংত্রমভি মংত্রয়ে বঃ
সমানেন বো হবিষা জুহোমি ॥

ইঁহাদিগের মন্ত্র এক হউক, সমিতি এক হউক, মন এক হউক, চিত্ত এক হউক। আমি তোমাদিগকে একই মন্ত্রে মন্ত্রিত করিতেছি এবং হবিঃ দ্বারা হোম করিতেছি।

সমানী ব আকূতিঃ
সমানা হৃদয়ানি বঃ।
সমানমস্তু বো মনো
যথা বঃ সুসহাসতি ॥

তোমাদিগের অভিপ্রায় এক হউক, হৃদয় এক হউক, তোমাদিগের মন এক হউক, তোমরা যেন সর্ব্বাংশে সম্পূর্ণরূপে ঐক্য লাভ কর।

আমাদের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মগ্রন্থে এমন স্পষ্ট আদেশ থাকতেও আমরা আমাদের দেবালয়ে একত্রিত হ'য়ে পূজা পাঠ মন্ত্রোচ্চারণ কিছুই করি না; অর্থদ্বারা পরের দ্বারা কার্য্য সমাধা করিয়ে লই, সময়ে সময়ে ধনি অভাব দ্বারাও তা' সেরে লই।

হা মূঢ় হিন্দুজনগণ !—কি ছলনাতেই তোমরা ভুলে রয়েছ !—তোমাদেরই স্বোপার্জ্জিত দত্ত-অর্থে-নির্ম্মিত দেবমন্দিরে, তোমাদের স্ব-হস্তে নির্ম্মিত, নিজ প্রতিষ্ঠিত দেবতাকে তোমরা স্বয়ং পূজা করবার অধিকারে বঞ্চিত !—হায় রে !—ভগবানের পূজা ক'রতে আবার উকিল-মোক্তার বিভাষী-সম পূজারীর প্রয়োজন হয় ? বুঝতে পারচ্ছো না যে এ পৌরহিত্য, এ সব তন্ত্র মন্ত্র তোমাদি'কে ঠকিয়ে তোমাদের অর্থ, অন্ন, মিষ্টান্ন ফলাদি লবার ফিকির মাত্র। অন্তর্য্যামি যে তোমাদের প্রাণের আবেগ, মনের ভক্তি, হৃদয়ের কথা উদয়মাত্রেই জানতে পারেন; তবে ও পরকে দিয়ে বিড়্‌বিড়ানি কেন ?—তাঁর মহিমা কীর্ত্তনই যে তাঁর পূজার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মন্ত্র !—আরে আরে মোহাচ্ছন্ন। বন্ধু-বান্ধব, পিতা মাতা, পুত্র-কন্যা, কলত্রাদি সকলকার চেয়েও যে তিনি তোমার আপনার, তিনি তোমার আশে পাশে, উপরে নীচের, হৃদয়াভ্যন্তরে সর্ব্বদাই বিরাজমান, তাঁর চেয়ে তোমার আর আপনার কে আছে ? তাঁ'কে পূজা কর'তে পরের প্রয়োজন কি ? তুমি যা ভেবে ঐ পেশাদার পুরোহিতকে মধ্যস্থ ক'রেছ, ফল তা'র বিপরীত হচ্ছে ; ও পূজারীর মন লোভ-দুষ্ট; ওঁর কৃত পূজা যে ভগবানের অগ্রাহ্য ; ভক্ত তুমি, তোমারই পূজা ভক্ত-বৎসল ভগবানের কাছে পৌঁছিবার ; শ্রীভগবান ব'লেছেন,—

সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু
ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।

যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা
ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্ ॥
পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং
যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতম্
অশ্নামি প্রযতাত্মনঃ ॥

বুঝতে পারছনা যে ঐ পূজারী যে তোমার হিতৈষী সেজে তোমার হ'য়ে তোমার ও ভগবানের মধ্যে মোক্তারী করতে বসেচে, সে অব্যক্ত ভাবে তোমায় ব'লে দিচ্ছে—"রে শূদ্র! তুই নীচ, ভগবৎপূজার অযোগ্য"—এ নীচ আখ্যায় এ ঘৃণার চাপে, তোমার অন্তরস্থ ব্রহ্ম নিষ্পেষিত হ'য়ে যাচ্ছে, এতে যে ক্রমেই তোমার অজ্ঞাতসারে উত্তরোত্তর তোমার নৈতিক অবনতি হ'চ্ছে, আত্মার অধোগতি হচ্ছে, তা' তুমি

---

* শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা নবমোঽধ্যায়ঃ—২৯ ও ২৬—

২৯। আমি সর্ব্বভূতে সমভাবে বিদ্যমান
আমার দ্বেষ্য বা প্রিয় কেহও নাই
যে আমায় ভক্তি সহকারে ভজনা করে,
সে আমায় পায়, আমিও তাহাতে থাকি।

২৬। পত্র, পুষ্প, ফল, জল,
যে আমাকে ভক্তিভরে দেয়
নিষ্কাম-ভক্তের ভক্তি-মাখা সেই (যৎকিঞ্চিৎ)
প্রীতি সহকারে আমি গ্রহণ করি।

বুঝছ না ? ভগবানের সন্তান তুমি, কেন তুমি নীচ হ'তে যাবে ? তোমার মধ্যেও যে সেই পরমেশ্বরের জ্যোতীঃ বিরাজমান, তোমার আত্মা যে সেই পরমাত্মার অংশ—

অগ্নির্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো
রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।
একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা
রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ ॥ —

হে সচ্চিদানন্দের অমৃতখণ্ড। পরমপিতার সন্তান। পিতা হ'তে কেন দূরে থাকবে তুমি ? তিনি যে দয়াময়, কৃপাময়, করুণার আধার, প্রেমের প্রস্রবন ; তুমি তাঁর, তিনি তোমার ; তাঁকে পূজা করবার সম্বে তোমার স্বাধীনতা নেই, এও কি হ'তে পারে ? কি বিষম চাতুরীতেই তোমায় ভুলিয়েছে। ঐ স্বার্থ-পর, লোলুপ, জাতিয়তা-জ্ঞান-হীন, স্বদেশ-প্রেম-বিবর্জ্জিত, সাম্য-বিরোধী, হামবড়া, শুক-বৎ-আবৃত্তি-বিদ্যা-সর্ব্বস্ব, ব্রহ্ম-জ্ঞান-হীন, ব্রাহ্মণ্য-শক্তি-ভ্রষ্ট, স্ব অভিহিত ব্রাহ্মণ তোমার মত শতকরা ৯৪ জনকে, দেশের গণ-সর্ব্বস্বকে, এই ভাবে পরাধীনতা-বিষে জর্জ্জরিত ক'রে

---

* কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদীয় কঠোপনিষৎ—পঞ্চমী বল্লী মং ১—
দ্বিতীয়াধ্যায়ে দ্বিতীয় বল্লী ৯—

যেমন একই অগ্নি ভুবনে প্রবিষ্ট হইয়া ভিন্ন ভিন্ন পদার্থে ভিন্ন ভিন্ন আখ্যা লাভ করেন সেরূপ সর্ব্বভূতান্তর্গত একই আত্মা ভিন্ন ভিন্ন পদার্থে ভিন্ন ভিন্ন আখ্যা প্রাপ্ত হয়েন ; কিন্তু বিকারশূন্য তিনি সর্ব্বভূতের বাহিরেও আশ্রয়ভাবে বিদ্যমান রহিয়াছেন—

সমগ্র দেশটাকে অন্তরে-অন্তরে চির-পরাধীন ক'রে ফেলেছে— অ তুমি বুঝতে পারছ না? আর কেন আপন স্বাধীনতা ছেড়ে থাক? আর এমন ভাবে মন-প্রাণ-আত্মাকে নীচ-পরাধীন হ'তে দিও না; তোমার অন্তরস্থ নর-নারায়ণকে জাগরিত কর, নিজে নারায়ণের পূজায় প্রবৃত্ত হও; সমস্ত হিন্দু মিলিত হ'য়ে শ্রীভগবানের শ্রীপাদপদ্মে ভক্তি-অর্ঘ দান ক'রে সমস্বরে তাঁ'র মহিমা-কীর্ত্তন পূজা করুক। আর প্রতারিত হ'য়ো না।—অতিথি মহাশয়! মনের আবেগে কতকগুলো কথা বেরিয়ে পড়লো—ক্ষমা করবেন—।

এই প্রতারণার ফলে আমাদের দেশের মন্দিরগুলির বেশী ভাগই পেশাদার অর্থ শোষকদের যেন নিজস্ব সম্পত্তি হয়ে গেছে। ভেবে দেখুন দেখি আমাদের তীর্থ সমূহ কি অবস্থায় পরিণত হয়েছে! হায় হায়! আমরা আমাদের সনাতন ধর্ম্মের গর্ব্ব করি—আর আমাদের প্রায় সকল তীর্থ স্থানের মন্দিরগুলিই অর্থ-শোষক, যাত্রী-পীড়ক, ধর্ম্ম-নাশক, বিলাসীদিগের নিজস্ব সম্পত্তি হয়েচে,—যেখানে ব্যভিচার পরায়ণের দল বাসনা চরিতার্থ করতে যায়। কেন? আমরা কি এ সবের সংশোধন করতে পারি না? শিখজাতি যাঁদের সংখ্যা মাত্র ৩২,৩৮,৮০৩ তাঁরা অপ্রতিম বিপুল রাজশক্তির বাধা সত্বেও নিখিল ভারতবর্ষের সকল গুরুদ্বারা জনসাধারণের করতলগত করতে পারলো, সে গুলিতে সুপ্রবন্ধ করতে পারলো, সমস্ত তীর্থগুলি আবার পুণ্যক্ষেত্র ক'রে তুলতে

পারলো, আর ২১,৬২,৬০,৬২০ হিন্দু মাত্র একটীও মন্দিরে সম্যকরূপে সুপ্রবন্ধ করতে পারলাম না? হায়! আমরা কি সকলেই মরে গিয়েছি? হিন্দুদের মধ্যে কি সবাই প্রাণহীন? ধর্ম্মের জন্যও জীবন দিতে আমরা কাতর? এ সমগ্র ভারতের মধ্যে কি এমন একজনও মহাপ্রাণ বীর ধার্ম্মিক হিন্দু নেই যাঁর নেতৃত্বে হিন্দুদের প্রাণ স্পন্দিত হয়ে উঠে?

মহাশয়! আসুন দেখি আমরা এই সবের সংশোধন আরম্ভ করে দিই; সকল হিন্দু ছুঁয়াছুত ভুলে গিয়ে মিলিত হ'য়ে সন্ধ্যায় সন্ধ্যায় মন্দিরে মন্দিরে ঈশ্বরের গুণ কীর্ত্তন করতে আরম্ভ করে দিই,—তীর্থসমূহ উদ্ধার করে পাপ মুক্ত করে সেগুলিতে সুবন্দবস্ত করে দিই; আবার পুণ্যক্ষেত্র সব পুণ্যময় হ'য়ে উঠুক,—মন্দিরদ্বার উম্মুক্ত করে দিই; অবাধে ভক্তবৃন্দ গিয়ে সে সব মহিমাময় ক'রে তুলুক। আসুন দেখি কুসংস্কার সমূহ দূরীভূত ক'রে ফেলি। আসুন,—সংশোধন কার্য্য আরম্ভ করুণ, দেখবেন এই সংশোধনে প্রকৃত ও স্থায়ী সংগঠন আপনিই হ'য়ে যাবে। আমরা সংশোধন আরম্ভ করলে, মুসলমানদেরও চক্ষু খুলবে, তাই দেখে মুসলমানরাও সংশোধন আরম্ভ করবে। এই প্রক্রিয়ায় হিন্দু মুসলমানের মিলনও বেড়ে যাবে; এই সংশোধনে আমাদের জাতীয় জীবন গঠিত হ'য়ে যাবে। সংশোধন আরম্ভ করুন; হিন্দু মুসলমানের বিরোধ উভয়ের অন্ধতা ও কুসংস্কার হতেই উৎপন্ন; হিন্দু মুসলমান উভয়ের সংশোধন আরম্ভ হ'লে, সেই

সঙ্গে এমন একটা জাতীয়তা গঠিত হ'বে, যাতে আমাদের সকলের সমস্ত দোষ-পাপ-গ্লানি-আবর্জ্জনার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের এই পরাধীনতাও ভেসে যাবে।—নতুবা হিন্দু মুসলমানের সমস্যা কখনই মেটবার নয়, দেশোন্নতি হ'বার নয়; দুর্ব্বলের সহিত প্রবলের প্রীতি কোথায় কখন হ'য়েছে? সংগঠিতে কাছে অসংলগ্ন চিরদিনই বিধ্বস্ত।—ইহা স্বভাবের নিয়ম। একতা শক্তি সম্পন্ন না হ'লে মুসলমান হস্তে হিন্দুর নির্য্যাতন প্রাকৃতিক। একতা বলে বলীয়ান হ'য়ে সমকক্ষ না হ'লে হিন্দুর সহিত মুসলমানের প্রীতি কল্পনামাত্র সার, এবং হিন্দু-মুসলমানের প্রীতি ব্যতীত দেশোদ্ধার কল্পনাও বিড়ম্বনা মাত্র।—আবার হিন্দুর ধর্ম্ম-সমাজ দেহে এ সকল মহাব্যাধি বর্ত্তমান থাকতে স্থায়ী ও প্রকৃত একতা তাঁদের মধ্যে হওয়া অসম্ভব; রক্তদুষ্ট রোগীর রক্ত পরিষ্কারের ব্যবস্থা না করে স্ফোটকে বাহ্যিক অনুলেপন প্রয়োগে তাহার সম্পূর্ণ স্থায়ী আরোগ্যের আশা করাও যেমন, ধর্ম্মসমাজের সংশোধন ব্যতীত হিন্দুর প্রকৃত ও স্থায়ী সংগঠন আশা করাও তেমনই।

ধর্ম্ম-জীবনের, সমাজ দেহের ব্যাধি দূর করুণ, সকল ব্যাধিই দূর হবে. ধর্ম্ম-সমাজের সংশোধন করুণ,—ধর্ম্মের আকর-ভূমি আমাদের এ দেশে ধর্ম্মের সঙ্গে জড়িত না করলে অন্য কোনও উপায়ে এদেশ উদ্ধার হবে না।—অবশ্য একার্য্য সহজ সাধ্য হ'বে না; এতে সর্ব্বাপেক্ষা বাধা বিঘ্ন ব্রাহ্মণাদি অভিজাত সম্প্রদায়, যাঁদের স্বার্থে আঘাত পড়'বে, দর্প-দম্ভ খুন্ন হ'য়ে যাবে, তাঁরাই

দেবেন ; কিন্তু সে সবে ভ্রূক্ষেপ না করে জনসাধারণকে জাগিয়ে এ মহাকার্য্য সমাধা করতে হ'বে।—

২ অ। আপনার কথায় যুক্তি আছে। আমি চিন্তা করবো।

১ অ। ঠিক বটে—উভয় সম্প্রদায়ের এই যে বিরোধ এ উভয় সম্প্রদায়ের অন্ধতা ও কুসংস্কার হ'তেই বটে ,— মুসলমান সমাজের মধ্যেও অনেক দোষ ঢুকেছে, আমাদের ব্রাহ্মণ পূজারীদের মত মুসলমানদের মধ্যেও মোল্লা, মৌলবী, মৌলানারা পৌরহিত্য বিস্তার করচেন, এঁদের অনেকে আমাদের সমাজপতিদের মত নাসিকাগ্রের অধিক দূর দেখিতে অক্ষম, সুদূর ভবিষ্যত চিন্তায় অপটু, দেশের হিত চিন্তায় অনভ্যস্ত ; পৃথিবীর সাময়িক পরিবর্ত্তনের খোঁজ খবর রাখেন না ; ধর্ম্মগ্রন্থের প্রকৃত মর্ম্ম জানেন না ; এঁরা ধর্ম্মের নামে বিশ্বাসী মুসলমান জন-সঙ্ঘকে সামান্য বা অযৌক্তিক কারণে প্রতিবেশী হিন্দুর বিরুদ্ধে উত্তেজিত ক'রে দেশব্যাপা বিদ্বেষ বহ্নী বিস্তার করতে পারচেন ; এঁদের জন্য যেখানে হিন্দু-মুসলমান চিরদিন ভাইয়ের মত বাস ক'রে শান্তি-সুখ ভোগ ক'রে এসেচে এখন সেখানে বৈরীভাব ও অশান্তি দেখা যাচ্ছে, এদের জন্য পরস্পরের-স্বার্থে বিজড়ীত-শ্রমজীবি-সঙ্ঘ-সমুহেরও কাজ চালান দূরূহ হ'য়ে উঠছে, যা'র ফলে এঁদের নাম বাড়চে বটে—কিন্তু দেশের পরাধীনতা আরও সুদৃঢ় হ'য়ে পড়চে ; জনসাধারনের সর্ব্বনাশ হ'চ্ছে।— মুসলমানদের মধ্যে দোষ না ঢুকলে কি এঁদের মধ্যে কাহারও

পক্ষে হিন্দুর জল অনাচরণীয় হয়—অথচ হারামখোর সাহেবের বাবুর্চীর কাজ করা দোষনীয় না হয় ?

খৃষ্টানদের ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক যিশু প্যালেষ্টাইনের হ'লেও তাঁরা নিজ নিজ দেশের ভাষাকে মাতৃভাষা মেনে লয়েছেন, প্যালেষ্টাইনের প্রচলিত অক্ষরকে বা তাহা মিশ্রিত কোনও ভাষাকে স্বদেশে চালাতে চেষ্টামাত্রও করেন নি ; স্বদেশের মাতৃভাষায় স্বীয় ধর্ম্মগ্রন্থ বাইবেল লিখে লয়েছেন, আর নিজ নিজ জন্মভূমীর গৌরবে আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করেন ; কিন্তু হায় ! ভারতের অনেক মুসলমান ( যদিও তাঁদের পনের আনার পূর্ব্বপুরুষেরা চিরদিন ভারতবাসীই ছিলেন ) ভারতের গৌরবের আলোচনায় আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করেন না, তাঁরা আরব, পারস্য ও তুর্ক দেশের অতীত ইতিহাসে আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করেন ! বাঙ্গলা, হিন্দি ইত্যাদি মাতৃভাষা অপেক্ষা তাঁরা উর্দ্দূ প্রচলনে বিশেষ চেষ্টান্বিত ; এই সব সামাজিক ও শিক্ষার দোষের ফলে এঁরা এ জন্মভূমিকে স্বদেশ বলে মনে করেন না ; স্বদেশ অপেক্ষা আরব, পারস্য, তুর্কীকে আপনার মনে করেন ; তাই যখন গ্রীস তুর্কী আক্রমণ করে ও ইংলণ্ড গ্রীসের সহানুভূতি দেখায় তখন এঁরা যেমন দেশব্যাপী আন্দোলন আরম্ভ ক'রে দিয়েছিলেন ও সেই আন্দোলন ফলকারী করবার জন্য হিন্দুর সঙ্গে মিলিত হ'তে আগ্রহ দেখিয়েছিলেন, স্বদেশের জন্য তা'র কনামাত্রও এঁরা আর কখন দেখান না ; তুর্কীর বিপদ কেটে যাবার সঙ্গে সঙ্গে এঁদের আন্দোলনের অবসান হ'লো,

স্বদেশবাসী-প্রীতিরও তিরোভাব হ'ল। মুসলমানদের মধ্যে সংস্কার ও সংশোধন প্রয়োজন হ'য়েচে—আমাদের ত কথাই নেই ; হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের সংশোধনেই উভয়ের ও দেশের মঙ্গল। যতদিন ৩১,৮৯,৪২,৪৮০ ভারতবাসীর মধ্যে ৬,৮৭,৩৫,২৩৩ মুসলমান পার্থক্য ভাবাপন্ন থাকবেন, আর ২১,৬৭,৩১,৫১৬ হিন্দু ছিন্ন ভিন্ন সহস্রধা বিদীর্ণ হ'য়ে থাকবেন—ততদিন দেশের কাহারও কিছুরই মঙ্গল নেই। হায়! কোনও কোনও মৌলবী, মৌলানা ভাবেন হিন্দুদের এ পার্থক্যে তাঁদের মঙ্গল, কারণ এতে হিন্দুদের ক্ষয় হবে ও তাঁদের বৃদ্ধি হবে।—

তাঁদের কেহ কেহ এমনও ভাবেন যে হিন্দু শেষ না হ'লে বা ভারতে কখন হিন্দুরাজ্য পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হ'লে মুসলমানদের বিপদের আশঙ্কা আছে ; পার্থক্য ভাবাপন্ন থাকায় তাঁরা হিন্দুদের অবস্থা সম্যক উপলব্ধি ক'রতে পারেন না ; বোঝেন না যে পুনঃ হিন্দুরাজ্যের প্রতিষ্ঠা, পুনঃ ব্রাহ্মণ প্রাধান্যে ক্ষত্রিয়ের রাজ্য পরিচালন, পুনঃ হিন্দুর প্রচলিত শাস্ত্রানুশাসন হিন্দুজনগণের বাঞ্ছনীয় নয় ; বহুসহস্রাব্দি যাবৎ অপমানিত, লাঞ্ছিত, ঘৃণিত নিপীড়িত, নির্য্যাতিত, শিক্ষা-দীক্ষা-দেবার্চ্চনা হ'তে চিরবঞ্চিত, দাসাদি-নীচ-সংজ্ঞায় অভিহিত, অমানুষিক অত্যাচারে জর্জ্জরিত দেবমন্দির হ'তে দূরীকৃত, জন-পদ মধ্য হ'তে বিদূরিত, দলিত, মথিত হ'য়ে হিন্দুজনগণ হিন্দুরাজ্যের মহিমা বেশ বুঝেছে ; এখন উন্মীলিত চক্ষু, আত্ম-সম্মান-জ্ঞানোদ্দীপ্ত হিন্দুজনগণ বুঝেছে—যা' ঐ সব মিঞাসাহেবেরা এখনও বুঝে উঠ্তে পারেন

নি—যে এ আর্য্যাবর্ত্তের উপস্থিত ও ভবিষ্যত জন-সাধারণ হিন্দু-মুসলমান-শিখ-খৃষ্টান-অনার্য্যাদি সর্ব্ব-জাতি-ধর্ম্মাবলম্বীর উদারনীতি-সমূহের সমষ্ঠি সম্পন্ন রাজনীতি ব্যতীত অন্য কোনও নীতি অনুসারে শাসন লোক-হিতকর হ'তে পারে না, এখন—অসাম্প্রদায়িক-ভাবে সর্ববজাতির সর্ববধর্ম্মাবলম্বীর ধনী দরিদ্র নির্ব্বিশেষে বয়প্রাপ্ত সর্ব্ব নরনারীর নির্ব্বাচিত সাম্য-বাদী প্রতিনিধি-পারিসদ পরিচালিত সাম্রাজ্যের কমে ভারতবাসী আর কিছুতেই পরিতুষ্ট হতে পারে না। চিন্তা না করায় এ সত্য তাঁরা বুঝে উঠ্তে পারেন না।—আর এটাও তাঁরা ভাবেন না যে ২১,৬৭,৩৪,৫৮৬ হিন্দু ক্ষয় রোগে কাল-কবলিত হ'তে (ঈশ্বর না করুক—যদি হয়) যে সময় লাগবে ততকালে এ উন্নতিশীল সুচতুর সাম্রাজ্যবাদী বিদেশীর শাসন প্রভাবে দেশ কি অবস্থায় গিয়ে পড়্বে কে বলতে পারে? কে স্থির বিশ্বাস দিতে পারে যে এ অর্দ্ধভুক্ত কঙ্কালসারগণের যুগ তখন অপেক্ষাকৃত সুখৈশ্বর্য্যের যুগ বলে গণ্য হবে না? মিঞাসাহেবরা বোঝেন না যে হিন্দু ক্ষয় হ'তে হ'তে মুসলমান অপেক্ষা খৃষ্টান ও মিশ্রিত জাতি (অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানের) সংখ্যা অনেক বেশী হ'তে থাকবে,—শান্ত-স্বভাব হিন্দু অপেক্ষা তাঁরা বাঞ্ছনীয় প্রতিবেশী হবেন কি? তাঁরা বোঝেন না যে হিন্দুর মঙ্গলের সঙ্গে তাঁদের মঙ্গল জড়িত আছে; হিন্দু মুসলমান উভয়ের ঐক্যতে ও শক্তিতে দেশের সকলের হিত।—সত্যই এখনই আমাদের উভয়ের সংস্কার ও সংশোধন অতীব প্রয়োজন

হয়েছে। বুঝেছি, বেশ বুঝেছি—কথাগুলি ঠিক। সংশোধনই প্রয়োজন—যদিও এ কার্য্য কঠিন। কঠোর সাধনা বিনা দেশ উদ্ধার সম্ভবপরও নয় যে।—

শ্যামাচরণ ও চাকররা ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিল গনি-মিঞার নাতি হইয়াছে, পোয়াতিও ভাল আছেন, ডাক্তার একটী বড়ী খাওয়াইতেই অল্পক্ষণ মধ্যেই প্রসব হইল।

সকলে আপন গৃহে গেলেন।

বামাচরণবাবু অতিথিদের সেবায় নিযুক্ত হইলেন।



# ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

গ্রীষ্মের ছুটী হওয়ায় যজ্ঞেশ্বর বাবুর কনিষ্ঠ কন্যা কালী পিত্রালয়ে আসিয়াছে। আসিয়াই গ্রামস্থ সমবয়সী বালিকাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেল। প্রথমেই বামাচরণ বাবুর বাটী গিয়া তাঁহার মাতাকে প্রণাম করিল, ভক্তিভরে তাঁহার পদধুলি লইয়া মাথায় দিল ও তাঁহার পদপ্রান্তে বসিয়া সহপাঠীদের কথা, কলিকাতার কথা ইত্যাদি নানাবিধ কথা কহিতে লাগিল। বামাচরণ বাবুর মাতা তাহাকে নিজ কন্যার মত স্নেহ করিতেন; বামাচরণ ও শ্যামা চরণ বাবুর পত্নীরা তাহাকে অতিশয় ভাল বাসিতেন।

প্রতিভা আসিয়া কালীর সঙ্গে জুটিল। আপনাদের পাঠের কথা, গ্রামস্থ নূতন সংবাদ,—কলিকাতার সংবাদ ইত্যাদি লইয়া তাহাদের কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল। দুইজনে সে বাটীর প্রত্যেক ঘরে ঘরে ঘুরিতে লাগিল। কালীচরণের ঘরে গিয়া দুইজন অনেকক্ষণ বসিয়া বসিয়া অনেক কথা কহিতে লাগিল; কালীচরণের ঘরে যেখানে যে জিনিসটী এলো মেলো ছিল কালী তাহা যথাস্থানে সাজাইয়া রাখিল; অবশ্য কালীচরণ তখন সে সময়ে ঘরে ছিল না। পরে দুইজনে আরও দুই একটী সমবয়সী বালিকার বাটীতে গিয়া পরে কালীরই বাটীতে গেল।

প্রতিভাকে দেখিয়া কালীর মাতা তাহাকে ডাকিয়া কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রতিভা কালীকে তাহার স্কুলের প্রাপ্ত পুরস্কার দেখাইতে বলিল। কালী সেই পুরস্কারগুলি প্রতিভাকে ও মাকে দেখাইতেছে এমন সময়ে কালীচরণ সেখানে উপস্থিত হইল। কালী ও কালীচরণ উভয়ের দৃষ্টি প্রথমেই উভয়ের উপর পতিত হইল; উভয়েরই মুখমণ্ডল হঠাৎ আরক্তিম হইয়া উঠিল। উভয়ের মুখ আনন্দ ও লজ্জার সম্মিলনে এক অভিনব ভাবে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল; চক্ষু যেন চক্ষুকে আকর্ষণ করিয়া রাখিল। অল্প পরেই কালীচরণ যেন আত্মসম্বরণ করিয়া মাতাকে প্রণাম করিল। কালীর মাতা তাহাদের এ ভাব বিপর্য্যায় লক্ষ করিলেন ও একটু বিস্ময়াপন্ন হইলেন। কালীচরণকে আশীর্ব্বাদ করিয়া তাহার পড়াশুনা ইত্যাদির সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। পরে কালীচরণ চলিয়া গেলে প্রতিভাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "প্রতিভা! তুই ভূগোল সাঙ্গ করেছিস্?

প্রতিভা। এইবার আমেরিকা পড়চি।

মা। তোর জেঠামহাশয়, ছেলেদের বাড়ীতেই বেশ শিক্ষা দিচ্ছেন। তোর বন্থ দাদামহাশয় তো'দি'কে বেহালা শেখাচ্ছেন, নয়?

প্রতিভা। আমি বেহালা শিখতে পারি না, দাদা একটু একটু শিখচেন, আমাকে সুর সেখান।

যজ্ঞেশ্বর বাবু আসিয়া গিন্নিকে বলিলেন "তোমার কাছে ৫৬৩ ॥/১০ আছে ; দাও ত ?"

বালিকাদ্বয় অন্যত্র গেল।

গিন্নি। অত হিসাব জানিনা ; যত দিয়েছ তা থেকে যত খরচ হয়েছে তা বাদে সিন্দুকে আছে লও—বলিয়া চাবি দিলেন।

যজ্ঞেশ্বর। নিজ হাতে দাও না বাবু ; এখনি ব'লবে আমার সব উল ঢুল করে দিলে।

গিন্নি ঘরে গিয়া সিন্দুক হইতে একটী ক্যাশ বাক্স বাহির করিয়া খুলিয়া বাবুকে দিলেন।

বাবু তাহা গনিয়া বলিলেন "এত কম ?"

গিন্নি। সংসারটী ছোট কি না ? তা বলি—রাঁধুনী রাখবার দরকার নেই, আমিই রাঁধবো, তা'ও হবে না আবার খরচ হ'লে বলবে 'এত খরচ ?'

বাবু। তোমার খরচের জ্বালায় অস্থির।

গিন্নি। তা ঝি বামুন ছাড়িয়ে দাও, কার কারবার ক'রনা তা হ'লে ত আর খরচ হবে না—ঐ ক'রেই ত আমার আদরের ভায়াকে আর দেখতেও দিলে না।

বাবু। টাকার দরকার তোমারই ছেলেমেয়েদের জন্য ; এই কালী বড় হ'য়ে উঠেছে ওর বিয়েতে দশ হাজার টাকা গুণে দিতে হবে এখন।

গিন্নি। কালীর বিয়ের জন্য এখন তোমার ভাবনা ক'রতে হবে না, এখন সে লেখাপড়া শিখুক।

বাবু। আমি না ভাবলে কি তোমার মেয়ের বিয়ের সব ঠিক ঠাক আপনা হ'তেই হ'য়ে যাবে? মেয়ে তোমার এখন খুঁকীই আছে কি? অত বড় মেয়েকে আর স্কুলে পাঠাতে হবে না, মেয়ে ত আর জজ ম্যাজিস্‌ট্রেট হ'তে যাচ্ছে না।

গিন্নি। বিদ্যা শিক্ষা কি কেবল জজ ম্যাজিষ্ট্রেট হবার জন্যই? চাকুরী করাই কি বিদ্যাশিক্ষার উদ্দেশ্য?

বাবু। তবে কি মেয়েকে উকিল ব্যারিষ্টারী করতে দেবে না কি?

গিন্নি। উকিল ব্যারিষ্টারী জজ-ম্যাজিষ্ট্রেটীর ও পিঠ। লোকে জোচ্চুরী বদমাইসী না করলে এঁদের কত জনের যে অন্ন হ'ত তা' ত জানি না।

বাবু। তোমার সঙ্গে তর্ক করতে আমি পারি না। তা'বলে আর বিয়ে না দিলে মেয়ে রাখা যায় না।

গিন্নি। মেয়ে এখনই একেবারে অরক্ষনীয়া হ'য়ে গেল?—যখন মেয়েদের শিক্ষা দেওয়া আদৌ হ'ত না—অথচ নিতান্ত কচি বয়সে বিবাহ দেওয়া হ'ত, তখন, হয় ত, বয়স বেশী বড় হ'লে অরক্ষণীয়া বলবার কারণ ছিল—তাও আমি বিশ্বাস করি না—এখনকার সমাজে, শিক্ষিতা কুলবালারা এ বয়সে অরক্ষয়ণীয়া হয় না।

বাবু।—আরে বাপু—মেয়েগুলো আবার কি শিখবে?

গিন্নি।—নাঃ, মেয়েগুলো ত মানুষ নয়?—তা'রা ত কখনও মা হবে না? তা' দি'কে ত ছেলে পিলে মানুষ করতে

হবে না? তাদের স্বাস্থ্য বিজ্ঞান, পদার্থ বিজ্ঞান, ভূগোল, ইতিহাস, অঙ্ক এ সব ত দরকার নেই?—তা'দের শিক্ষা ত সন্তান সন্ততির শিক্ষার সহায়তা করবে না?

বাবু।—ভ্যালা বিপদ! এর পর মেয়ে ধাড়ীকেষ্ট হয়ে গেলে বিয়ে দেওয়া ভার হবে

গিন্নি।—কেন? এই বল্লে দশহাজার টাকা গুণে দোবো; টাকা দিলে অর্থ পিশাচের ছেলে মিল্‌বে না?

বাবু। তবে তোমার মেয়ের তুমিই বিয়ে দিও।

গিন্নি। তা'ই হবে।

যজ্ঞেশ্বর বাবু বৈঠক খানায় গেলেন গিন্নি সংসারের কাজে ব্যস্ত হইলেন।

কালী ও প্রতিভা এতক্ষণ অন্যত্র গিয়া—তাহাদের সহপাঠীদের কথা, পুতুলের কথা—আর কালী কলিকাতায় কি কি দেখিয়াছে—প্রতিভা গ্রামে কি কি নূতন অনুষ্ঠান হইয়াছে—ইত্যাদি নানা বিষয়ে কথা কহিতে লাগিল—কথার যেন অন্ত নাই।—প্রতিভা সংবাদ দিল—গ্রামে আলোক ও ছবি দ্বারা লোককে শিক্ষা দেওয়া হয়, অনেক মেয়ে পুরুষ তাহা দেখতে ও শুনতে যান, গ্রামের পুষ্করিণীর পাড়ে বাগান হ'চ্ছে, পুষ্করিণীর জলে কেহ প্রস্রাব ক'রতে পায় না—সর্ব্বদা স্বেচ্ছাসেবীরা তাহা পাহারা দিচ্ছেন, পুষ্করিণীর পাড়ে বা নিকটে বাহে করাও বন্ধ হয়েছে, লোককে মাঠে যেতে হয়—সন্ধ্যার সময় ছোট বড় সকল লোক লাঠী খেলা শিখে।—গ্রামে জলের নল ( Tube well ) বসান

হয়েছে—, সেই জলই সকলে খায়—তাহাতে বেশ হজম হয়।—

কালী। জলের নল কি? চল না দেখি।—

দুইজনের জলের নল দেখিতে চলিল।—

সেখানে দেখিল খুব ভীঁড় লাগিয়া গিয়াছে : সকলেই জল লইতে ব্যস্ত; একজন স্বেচ্ছাসেবী রহিয়াছেন; সেখানে কাহাকেও আবর্জ্জনা করিতে দিতেছেন না; কেহ কোনও আবর্জ্জনা করিলে তিনি স্বহস্তে তাহা তৎক্ষণাৎ পরিষ্কার করিতেছেন—তিনি ব্রাহ্মণ; ব্রাহ্মণ আবর্জ্জনা পরিষ্কার করেন বলিয়া—তাহাতে পাপ হইবে এই ধারণায়—সাধারণতঃ কেহ সেখান অপরিষ্কার করেন না।

রামনিধি চক্রবর্ত্তীর গৃহিনী সেখানে জল লইতে আসিয়াছিলেন—তিনি কালীকে দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন "এই যে কালী এসেছিস্? কবে এলি মা?"

কালী। কাল বৈকালে।—

চক্র-গৃ। তা বেশ—বেশ—ও মা কত বড় হ'য়ে গেছিস্।—এই কর্ত্তা কালই তোর নাম ক'রছিলেন।

হরিধন ভট্টাচার্যের পুত্রবধু আসিয়া চক্রবর্ত্তী গৃহিণীকে বলিলেন—

"হ্যাগা, কাকী—একটা হাঁক দিয়ে আস্তে পারলা মা?

চক্র-গৃ। তুই তো সকাল থেকে কত কলসী জল লয়ে গেলি—আমি মনে করলাম তোর জল তোলা শেষ হয়েচে।

ভট্টাচার্য্য বধু।—ওমা!—আমার জল টানা কি শেষ হবার যো আছে? নতুন শাশুড়ীর জ্বালায় ঘরে জল থাকবার যো নেই—এক গেলাস জল গড়াবে ত' আধ কলসী জল ফেলবে। কিছু বললেই নাকিস্বরে কেঁদে কেঁদে শ্বশুরকে লাগাবে। শ্বশুর অমনি বলবেন 'ছেলে মানুষ ওর কি হাত পায়ের ঠিক আছে? জলটা গড়িয়েই ত দিতে পার।' সতের বছরের ধাড়ীকে জল গড়িয়ে খাওয়াবে কে? আমার ছোট খুঁকী ওর চেয়ে কত ছোট, সে সংসারের কত কাজ করচে—আর ঐ ধাড়ীকে জলটী পর্য্যন্ত গড়িয়ে দিতে হবে! এমন মেয়েত দেখিনি; তৃতীয় পক্ষের শাশুড়ী মুখরা ছিল বটে, নিজেই ব'কে মরত—তা এঁর মত নয়—এ গতরটী নড়াতে চায়না।—আর কি হিংসুকে। বাবা! এমন ত দেখিনি! গোপালকে দেখলে কি হিংসেয় জ্বলে যাবে!—আ—মর—ওরই ত তুই ক'নে হতিস—তা ওকে দেখলে জ্বলে মরিস কেন?—

সত্যেন্দ্র বাবুর পিসী। তা জ্বলে মরবার ত কথাই বাবু!—কোথায় গোপালের বউ হ'ত—না—বুড়োটা বিয়ে করে আনলে—গোপালকে দেখলে কি ওর তা মনে হয় না? দুদিন পরে যখন গোপাল বিয়ে ক'রে বউ আনবে—তখন তা'কে দেখে ওর মনটা কেমন হবে, তখন তা'কে দেখলে আরও জ্বলবে।

ভট্ট বধু। এ ত বড় অন্যায়—তোর কপালে বুড়োটা ছিল—তাই বুড়োটার বউ হ'লি। গোপালের মত স্বামী পাবার

সাধনা করিস নি—অমন স্বামী পাবি কি করে? তা—ওর হিংসে করলে চলবে কেন?—এ কি। কালী যে। কবে এলি? কত বড় হ'য়ে গেছিস গো। এই শ্বশুরকে তোর বর দেখতে যেতে বলেছিলেন—তা নুতন বিয়ে ক'রে অবধি ত তাঁর কোথাও যাবার হুকুম নেই তাই শ্বশুর আমাদের ওঁকে পাঠিয়ে ছিলেন। তা বেশ ঘরে বিয়ে হবে মা, রাজার মত ঘর, তাদের কায়দাই কি! সব যেন নবাবি চাল।

চক্র গৃ। হ্যাঁ, বাবু, রাজার মতনই বটে, আমাদের উঁনিও গিয়েছিলেন, বলেন, খুব জমিদার বটে, দাপট্ কি। বাঘ বলদকে এক ঘাটে জল খাইয়ে রেখেছে যেন, কাহার টুটী করবার যো নেই। ছোট ছেলে, যার সঙ্গে এর বিয়ে হবে, সেও খুব জমীদারী বোঝে, কর্ত্তা এখন বড় একটা জমীদারী দেখেন না, ছেলে দুটীতেই দেখে, তা যেমন বাপ বেটা দুটী কি তেমনই হয়েছে। ছেলেটী দেখতেও বেশ, যেটী তোর বর হবে দেখতে যেন রাজপুত্র, লম্বা চওড়া, মোটা সোঁটা, রং ও খুব ফরসা আছে। বয়সও তেমন বেশী নয়, তা তোর জুগ্‌গিই হবে।

যজ্ঞেশ্বর বাবুর বাটীর দাসী জল লইতে আসিল।

দাসী। কা'কে কা'র জুগ্‌গি ক'রে দিচ্ছেন?

চক্র গৃ। এই—কালীর বিয়ে হ'চ্চে কি না, তা'রই কথা বলছিলাম।

দাসী। কালীর বিয়ে হচ্চে। কোন কালীর?

চক্র-গৃ। সে কি গো? তোমরা শোন নি? তোমাদের কালী, এই কালী।

দাসী। আমাদের কালীর বিয়ে! সে কি? কবে? কোথায়?

ভট্টবধূ। সে কি গো? তোমরা শোননি? এই সে দিন আমাদের কর্ত্তা, শ্বশুরেরই যাবার কথা ছিল, তা নুতন শ্বাশুড়ী কি কোথাও তাঁকে যেতে দেয়? নইলে ত তিনিই যেতেন, আর এঁদের চক্রবর্ত্তী, সরকারদের হারাণ সরকার, আরও কে কে সব যে গিয়েছিলেন, খুব খাইয়েচে, বলে মশারি, যাতে শুতে দিয়েছিল সেটা সিল্কের নেটের, চাকর বাকর কত, সব যেন জোড় হস্ত, বৈঠকখানা ত নয়, যেন ইন্দ্রপুরী সাজান, তা হবে না, টাকাটীত কম নেবে না, সেটা আগে ঠিক ক'রে নিয়েচে, নগদ দশটী হাজার টং টং করে বাজিয়ে গুণে নেবে, তার উপর বরের সাজ কত কি, রূপোর দান সামগ্রী—

দাসী। কোথায়? কোন গাঁয়ে?

ভট্টবধূ। কেন্ গাঁয়ে?—অবাক করলে যে! তাও জান না? আমাদের এ বর্দ্ধমান জেলাতেই নয়—সে সব কায়দাই বা কি, যেন নবাব বাদসার কায়দা—

দাসী। কোথায় গো?

ভট্টবধূ। তোমরা সব শোননি তা আর কি বলবো—বৈঠক খানায় গালচের উপর মখমল পাতা—বাবা! আমাদের ছেলেপিলের গায়ে দুর্গাপূজার সময়েও একটু রেশমি জামা

উঠে না, মখমল ত তা'র চেয়েও বুঝি দামী—তাদের বৈঠকখানায় মখমল পাতা—আমি শুনে বলি—তা একটু কেটে আনতে পারলে না? খোকার গায়ের একটা কোট করে দিতাম" তিনি বললেন, তাদের ঘরে যতক্ষণ ছিলাম, ভয়ে বুক দুর্ দুর্ করছিল—অমি বলি—ভয় কিসের রে বাপু—তিনি বললেন তা—তা'দের রাস এমন ভারি।

দাসী। কোথায়?

ভট্টবধূ। এই! একেই বলে—'যা'র বিয়ে তা'র মনে নেই, পাড়াপড়শীর ঘুম নেই!' তোমাদের কালীর বিয়ে আর তোমরাই শোন নি? বর দেখা হয়ে গেল, ক'নে দেখতে আসছে—

দাসী। ক'নে দেখতে আসবে!

দাসী জল লইয়া চলিয়া গেল। প্রতিভা ও কালীকে বন্দ্য মহাশয়ের পিসী ডাকিয়া লইয়া গেলেন।

ভট্টবধূ দাঁতন করিতে বসিলেন।

স্বেচ্ছাসেবী জোড়হস্তে ভট্টবধূকে বলিলেন "মা, একটু সরে গিয়ে দাঁতন করুন"

ভট্টবধূ। তোদের বাবা সবই বড়াবাড়ি—পাতাল থেকে জল উঠচে, আমার দাঁতনটা কি পাতালের ভেতর গিয়ে ঢুকবে?

স্বেচ্ছাসেবী। সে জন্য নয়, মা—দাঁতনের জন্য বলিনি—দাঁতনটা না হয় আমি তুলে ফেলে দিতাম—আপনার দাঁতের,

জিবের, মুখের ময়লা সব যে এখানে প'ড়বে—এখানে কত লোকে কলসী রাখবে—তাই।

ভট্টবধূ। আমার মুখ দিয়ে এতই কি রাশি রাশি ময়লা পড়বে যে লোকের এখানে কলসী রাখবার যায়গা হবে না?

স্বেচ্ছাসেবী। একবিন্দু ময়লায় কত অসংখ্য কীটাণু থাকে, তা'র একটী হ'তে কত ক্ষতি হ'তে পারে; এই দেখুন না—লোকে প্রত্যহই ত দাঁত মাজে তবু কোথায় করে সামান্য একটু ময়লা থেকে যায়, তা' হ'তে এমন কীটাণু জন্মায় যে সে গুলি হাড় খেতে আরম্ভ করে—যা'কে আমরা দাঁতের পোকা বলি।

ভট্টবধূ। বাবা! তোরা যে উকিলের কান কাটিস রে! আমার মুখ ধোয়ানিটা কি কা'রও মুখে লাগিয়ে দিতে যাচ্চি?

স্বেচ্ছাসেবী। এই ময়লার উপর কেহ কলসী রাখতে পারে—; আবার সেই কলসী কাঁকালে করে যখন বড়ী লয়ে যাবে তখন তার কাপড়ে লাগবে—সেই কাপড়ে সে হয়ত ছোট ছেলের বা কাহারও মুখ পুছিয়ে দেবে বা কোনও খাবার জিনিস ছাঁক্‌বে—কে জানে সে কীটাণু হ'তে কি বিষময় ফল ফলতে পারে?

চক্র গৃ। একটু সরেই বস না বাপু—কে ওদের সঙ্গে অত নেয়াই (ন্যায়) করবে? হ্যাঁ গোপালের মা! তুই যখন বিয়ের কথাটা বলছিলি, তখন কালীর মুখের ভঙ্গীটা কি লক্ষ্য করেছিলি?

ভট্টবধু। হ্যাঁ, মা, কেন বল দেখি কালীর ভূরু দুটো অমন কুচকে উঠলো? কোথায় অমন জমীদার ঘরের বউ হবে শুনে আনন্দে মুখে হাঁসি আসবে—না—মুখ খানা গোপ্সা হয়ে, ভূরুগুলো কুঁচকে উঠলো কেন বল ত?

চক্র গৃ। কে জানে মা—আমি তাই রূপের কথাও বললাম—তবুও মুখ কেন যে অমন গোপ্সা হয়ে রইল—তা' তো আমি ভেবে ঠিক করতে পারচি না। আজকালকার মেয়ে গুলো কি যে চায় তা ত বুঝে উঠতে পারি না! এইরূপ কথা কহিতে কহিতে ভট্টাচার্য্য বধু ও চক্রবর্ত্তী গৃহিণী গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

* * * *

সত্যেন্দ্র বসু মহাশয়ের পিসী বৈকাল বেলা কালীর বাটীতে গিয়া তাহার মাতার সহিত নিভৃতে সাক্ষাৎ করিয়া বলিয়া গেলেন—

মা, লক্ষ্মী—আজ সকালে নাতিনী কালীর সঙ্গে কথা কহিতে কহিতে বুঝা গেল সে মনহরপুরে বিবাহ করা অপেক্ষা যেন মৃত্যুই শ্রেয়ঃ মনে করে, আমাদের এ সোনাপুরই তা'র কাছে বৈকুণ্ঠ। মা বুঝে শুঝে বিয়ে দিও, আবার কি সুবোধের মত একটা ঘটনা হ'য়ে পড়্বে!

আর একটা কথা বলে যাই। যখন তা'র সঙ্গে ঠাট্টা করতে করতে যাচ্ছিলাম, পথে কালীচরণ ও ছোট সামান্ত সুবোধকে শ্মশান থেকে তুলে আন্‌ছিল—আহা! সে কয়দিন না খেয়ে

দেয়ে শ্মাশানেই প'ড়েছিল—তা' দিকে দেখে—বোধ হল কালী-চরণকে দেখে—মেয়ে কেমন যেন হ'য়ে গেল—অনেকক্ষণ কালীর মুখ দিয়ে কথাই বেরুল না। নিতান্ত চেপে ধরাতে জানা গেল আমার অনুমান ঠিক, মনে মনে কালীচরণকেই সে নাতজামাইয়ের স্থান দিয়েছে।

তুমি মা—তোমরাইত তার বিয়ে দেবে তাই জানাতে এলাম।

কালীর মাতা তাঁহাকে অনেক ধন্যবাদ দিলেন ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন।

---

# সপ্তম পরিচ্ছেদ

যজ্ঞেশ্বরবাবু সন্ধ্যার সময় বাটী আসিয়া পত্নী রাজলক্ষ্মীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আমাদের ভাল বাস তেল আছে ?" অঙ্গুলেপন আছে ? এসেন্স আছে ?

রাজলক্ষ্মী। বাস তেলের কি দরকার হ'ল ?

যজ্ঞেশ্বর। জবাকুসুম আছে, কেশরঞ্জন আছে—হিমানি আছে—পাউডার আছে—নয় ?

রাজলক্ষ্মী। কেন ? দরকার কি ? তাকি আমায় বলতে পার না ? আমি কি তোমার ভাণ্ডারীই কেবল ?—তা'র বেশী কি আমার অধিকার নেই ?

যজ্ঞে।—ও গো তোমাকে সুধু ভাণ্ডারীই কে বলচে গো—তুমি গিন্নি, তুমিই মালিক—তোমার হাতেই ত আমার চাবি কাটিটী।—

রাজলক্ষ্মী।—আমি অমন ধোপা ভাণ্ডারী হ'তে চাই না—তোমার চাবিকাটিরই আমি মালিক!—এমন চাবি চাই না—বলিয়া চাবির গোছা ফেলিয়া দিলেন।—

যজ্ঞে। এই লাও—মান আরম্ভ হ'ল!—

রাজলক্ষ্মী!—মানটাই তুমি কেবল দেখ; সংসারের কি ক'রচ, কি ক'রবে—পাড়াশুদ্ধ লোক জানবে—আর আমি তা' জানবার অধিকারী নই ?

যজ্ঞে। কেন—সকাল তোমায় বললাম তোমার মেয়ের বিয়ে দেব—তুমি তা'তে রেগে অস্থির; কত কথা বলতে লাগলে—! বললেও শুনতে চাবে না। আর না বললে—মান!

রাজলক্ষ্মী। সকালে কি বলেছিলে যে তোমার মেয়ের জন্য বর দেখতে যাওয়া হ'য়েছিল—বা যে দিন গিয়েছিলে—সে দিন কি বলেছিলে যে কালীর জন্য বর দেখতে যাব? না এ কথা বলেছিলে যে কালীকে দেখতে আসবে?—

যজ্ঞে।—কি মুস্কিল। সে দিন যখন লোক পাঠাই তখন বলিনি যে কালীর পাত্রের সন্ধান আসচে?—সে দিনও যেমন কথা তুল্‌তে না তুল্‌তে তুমি বক্তৃতা আরম্ভ ক'রে দিলে আজও তেমনই বক্তৃতা জুড়ে দিলে। বলিই বা কা'কে—শোনেই বা কে?—

রাজলক্ষ্মী। কেন আমি কি শুধু খবরটা শুনতে পাবার অধিকারী, তা'র বেশী কিছু নই?—

যজ্ঞে।—ও! তুমি চাও তোমার অনুমতি লয়ে তবে কোনও কাজ করা হয় যেন—এই ত? তা—এখন ত বিয়ে দেওয়া হ'চ্চে না—যখন বিয়ের ঠিক ঠাক করা হবে তখন—নয় তোমার অনুমতি লওয়া হবে।

রাজলক্ষ্মী।—তখন এসে বলবে—অমুক দিন অমুক জায়গায় অমুকের ছেলে অমুকের সঙ্গে তোমার কালীর বিয়ে হবে—তোমার মত আছে ত?—আর যদি মত দেবার মত না হয়—তখন বলবে—'এখন কি আর বদলান যায়—কথাবর্ত্তা

সব ঠিক ঠাক হ'য়ে গেছে,—ভদ্রলোককে কথা দিয়ে কি ক'রে এখন না দেওয়া যায় ?'

যজ্ঞে। কেন—আমি কি দুঃখীর ঘরে অপাত্রে মেয়ের বিয়ে দোবো—তুমি মন কর ?

রাজ-ল। প্রথম মেয়ের বিয়ে যেমন দিয়েছ—

যজ্ঞে। কি অপাত্রে দিয়েছি ?—তা'রা মেয়ে পাঠায় নি এই ত ? তা' ব'য়ে গেল—মেয়ে ত আপনার সুখে আছে।—

রাজ-ল। মেয়ে সুখে আছে। এই তোমার ধারণা ?

যজ্ঞে।—তবে কি ? বড় লোক তা'রা ; ছেলে দেখতে সুপুরুষ ; আর কি চাই ?

রাজ-ল। ওর চেয়ে আমার মেয়ে যদি গরীবের ঘরে পড়তো—মেয়ে জামাইয়ে মনের মিল থাকতো তা হ'লে তারা আমার সুখী হ'ত।

যজ্ঞে। হা-ঘোরের ঘরে পড়লে তারা সুখী হত ? তারাকে অসুখী কিসে দেখলে ? জামাই যে আর একটা বিয়ে ক'রেচে তাও ত নয় ?—

রাজ-ল। ম্যালা টাকা থাকলেই মেয়ে সুখী হয়, আর একটা বিয়ে করা সতীন না থাকিলে মেয়ে সুখী হয়, এই তোমার সুখের ধারণা—বটে ?

যজ্ঞেশ্বর। তবে আবার কি।

রাজ-ল। এ মানুষকে আর কি বলবো! তা জেনে রাখ—কালীকে এখন বিয়ে দিয়ে তোমার ধারনার সুখের সুখী করতে দোবো না। কালী এখন পড়বে।

যজ্ঞেশ্বর। আবার সেই কথা—আরে মেয়ে গুলো পাশ ক'রে করবে কি ? যাক্ সে কথা। মনহরপুরের জমীদারের দ্বিতীয় পুত্রের সঙ্গে কালীর বিয়ের সম্বন্ধ হ'চ্চে; ছেলেটী দেখতে বেশ সুন্দর, স্বভাবচরিত্র ভাল, দুইটীই ছেলে—; দুই ভাইয়ে জমীদারী দেখে; বাপ আর বড় একটা কিছু দেখেন না; ছেলে দুটীই খুব জমীদারী বোঝে; দশ হাজার টাকা নগদ নেবে, তা হ'ক, মেয়ে ত আমার সুখে থাকবে; কথাবার্ত্তা পাকা কিছুই হয় নি; এই বুধবারে তা'রা মেয়ে দেখতে আসবে—দেখে পছন্দ হ'লে—তখন পাকা পাকী কথাবার্ত্তা হবে। শুনলে ? এতে ত অমত হবার নয় ?

রাজল। বেশ শুনলাম, তারার বিয়ের সময়েও ত এমনই বলেছিলে—শেষটা তা'কে এক কসাইখানায় দিয়ে দিলে।

যজ্ঞেশ্বর।—বাপ! তোমায় পারে কা'র সাধ্য—তুমিই না হয় কালীর পাত্র দেখতে যে'ও। নিজে পছন্দ করে মেয়ের বিয়ে দিও।

রাজ-ল। যার বিয়ে সেই পছন্দ ক'রে নেবে; তোমার বা আমার বা অন্য কা'রও পছন্দ করবার ত কোনও অধিকার নেই। অন্যের পছন্দ তা'র মনের মত না হতে পারে।

যজ্ঞে। ও বাবা! এমন নাকি? তোমার মেয়েকে কি সয়ম্বরা করাবে না কি?

রাজ-ল। তা'ই বা হ'ল।—তা'তে তোমার লোকসান কি? দশ হাজার টাকা ত তোমার বেঁচে যাবে।—

যজ্ঞে। এটা ত তোমার আমার প্রতি অবিচার।—আমি কি মেয়ের বিয়েতে খরচ করতে কাতর? তাদের বিয়েতে আমি খুব কম ক'রে পনের হাজার টাকা খরচ ক'রেচি। তবে যে লৌকিকতা তাদের ইচ্ছা মত করিনি তা'র কারণ এই যে বিয়ের সময় বরপক্ষীয়রা যা চাইবে তা'ই দিতে হবে ব'লে বিয়ের পরও চিরদিনই যে তাদের ইচ্ছামত দিতে হবে—এমন ত হ'তে দেওয়া উচিত নয়।

রাজ-ল। বল দেখি—সত্য বল—বিয়েতেও বরপক্ষীয়রা যা' চাবে তাই দিয়ে মেয়ের বিয়ে দিতে হবে এটাও কি হতে দেওয়া উচিত?

যজ্ঞে। অমনি বিয়ে করে কোন্ বেটা?

রাজ-ল। যদি উচিত নয় বলে লৌকিকতা তাদের ইচ্ছামত করবো না এ প্রতিজ্ঞা ক'রে তা' রক্ষা করেছিলে, তবে বিয়েতে বরপক্ষীয়ের টাকা চাওয়াও উচিত নয় ব'লে তাও দোবো না—এ প্রতিজ্ঞা কর—আর সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা কর।—দেখ—না—তোমার মেয়ের তা'তে বিয়ে হয় কি না। সৎ বা অসৎ যে কর্ম্মেরই অনুষ্ঠান কর না কেন—তা'র ফলাফল যখন তোমার

হাতে নেই—একমাত্র ভগবানেরই হাতে—তখন কেন আপনি বিবেকানুসারে কেবল সৎ কর্ম্মেরই অনুষ্ঠান কর না ?

যজ্ঞেশ্বরবাবু উচ্চহাস্য করিয়া বলিলেন—"গীতা শুনতে বেশ—এ কুটীল সংসারে গীতা অনুসারে কাজ করা চলে না। যাক্ এখন বাজে কথা—তাঁ'রা দেখতে এলে মেয়েকে বেশ করে সাজিয়ে দেখাতে হবে তা'র ব্যবস্থা কোরো।"

রাজ-ল। মেয়েকে দেখাতে হবে না—মেয়ে দেখা দেখি হ'য়ে গেছে, এখন বিয়ের বন্দোবস্ত কর—

যজ্ঞেশ্বর। মেয়েকে কি তাঁ'রা লুকিয়ে দেখে গেছেন না কি ? কবে ?—কেমন করে ?—

রাজ-ল। অনেক দিন ; মেয়ে যেখানে থাকে সেখানে।

যজ্ঞে। ক'ল্‌কাতায় গিয়ে তাঁরা দেখে এসেচেন ?—তা বলতে হয়। তবে এখানে লোক-দেখানি দেখতে আসচেন ? যদি আগে জানতাম যে মেয়ে দেখে পছন্দ করে—তবে কথাবার্ত্তা করচেন—তা হলে—একটু কসাকসিও করে দেখতাম।—

রাজ-ল। আর মেয়েকে বিয়ে করতে টাকাকড়িও নেবে না।

যজ্ঞে। বটে নাকি ! বাঃ রে আমার পাকা গিন্নি—তোমার পেটে এত ?

বলিয়া কর্ত্তা বৈঠকখানার দিকে চলিলেন।—

গৃহিণী ডাকিলেন—বলিলেন—"টাকা বেঁচে যাবে শুনে বড্ড খুসী যে, তা বাবু তোমার ঐ অর্থপিশাচ মনহরপুরের

জমীদারের কথা আমি বলিনি যারা প্রজার রক্ত শোষণ করে ?”

যজ্ঞে। তবে আবার কোথায় ?

রাজ-ল। এঁরা এলে এঁদি'কে মিষ্টি মুখে বিদায় কয়, তা'র পর বল্‌বো—

যজ্ঞে। আঃ! কি বিপদ!—কোথায় ? কেমন ?—এঁদের চেয়ে ভাল কি মন্দ ? না জেনে—

রাজ-ল। এঁদের চেয়ে ভাল না জেনেই কি আমি টাকা বাঁচাবার লোভে—এঁদিকে বিদেয় করতে বলচি ?—কালী তোমারই মেয়ে—আমার কি মেয়ে নয় ?—আমি যে দশমাস পেটে ধ'রেছিলাম—তুমি কি দশমাস পেটে ধ'রে ছিলে ?—না দুধ খাইয়ে মানুষ করেচ ?—

যজ্ঞে। আঃ! বলই না—

রাজ-ল। বলচি ত—এঁদিকে বিদায় কর তা'র পর বলবো।

যজ্ঞে। তা ভদ্রলোকেরা মেয়ে দেখতে আসবেন—কথা দিয়ে কি করে তাঁদি'কে মেয়ে না দেখাই ?

রাজ-ল।—ব'ল আমাদের গ্রামে সংস্কার আরম্ভ হয়েচে, আমরা ছেলে মেয়ের বিয়েতে টাকাকড়ি লইতেও পারি না, দিতেও পারি না—এটা বুঝে আপনারা মেয়ে দেখুন; তা হলেই দেখতে পাবে কেমন ভদ্রলোক।—

যজ্ঞে। যখন বলবেন—“আগে কেন এ কথা বলা হয় নি ?—”

রাজ-ল। বলবে—"এ সব সংস্কার আরম্ভ হয় নি।"

যজ্ঞে। এমন না হলে কি পেটে উকিল ছেলে জন্মায়? তা বল না—কোথায় সম্বন্ধ ঠিক করেছে।

রাজ-ল।—এখন বলচি না—আমার যা কথা তা'ই কাজ।

কর্ত্তা মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে, "আঃ—কি বিপদ—তবু বলবে—তবু বলবে।"—বলিতে বলিতে বৈঠকখানায় চলিয়া গেলেন।—বৈঠকখানায় তাঁহার সভাসদেরা অভ্যাস মত উপস্থিত হইলেন।

রামনিধি চক্রবর্ত্তী—আসিয়াই বলিলেন "বেয়াইরা এলে তাঁ'দিকে বলতে হবে আপনাদের গ্রামে কি এমন টিউব ওয়েল্ আছে?"

হারাধন ঘোষাল।—না, এমন ম্যাজিক লণ্ঠন দেখান হয়?

নিত্যানন্দ।—রাধামাধব—না এমন লেকচার হয়?—গৌরাঙ্গ হে—

হারাধন সরকার।—থিয়েটার ত আজকাল গাঁয়ে গাঁয়ে হয়—কোথাও কি এমন থিয়েটারের ছবি দেখিয়ে সঙ্গে সঙ্গে বক্তৃতা হয়?—

হরিধন ভট্টাচার্য্য। যা হ'ক হুজুকটা হয়েছে বটে।—কত হুজুকই দেখলাম, আর কতই দেখবো;—হুঃ—ক'দিন আর—একটু পুরাণ হলেই যে পুকুর পাড়—সেই পুকুর পাড়!

হারাধন ঘোষাল। যা হক হজমী জলটা ত খেতে পাওয়া যাচ্চে. সেইটেই লাভ।

ভট্টাচার্য্য। হুঃ! কদিন আর!—পুরাণ হয়ে গেলে আর জল উঠবে না।

হারাধন। আর গ্রামের যে বন পরিষ্কার করা হ'ল, পথ পরিষ্কার করা হ'ল, পুকুরের পানা তুলে পঙ্কোদ্ধার করা হ'ল, সে গুলো কি লাভ নয়? কচুরী পানায়, বনে দেশটা যে ছেয়ে যাচ্ছিল।

চক্রবর্ত্তী। লাভ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ হয় নি যে তা নয়—চারি ধারে ওলাউঠায় গাঁ কে গাঁ উজাড় হয়ে যাচ্চে আমাদের গাঁ টা এখনও ভাল আছে।

হারাণ সরকার। বছর দুই আগে যখন এসব সংস্কার আমাদের গাঁয়ে হয়নি তখন আমাদের গাঁয়েও কি রকম লোকটা মরতো—ফেলবার লোক পাওয়া যেতো না—

নিত্যানন্দ। গৌরহে প্রভু—আর চাঁদা স্বরূপ নিত্য যে একমুষ্টি অন্ন—মুখের গ্রাস—দিতে হ'চ্ছে—রাধারমণ—সেটীতেই যে লোক আধমরা হয়ে গেল—নিতাই—আমি ত বাপু ব'লে দিয়েছি—শ্রীরাধে—আর পারব না—তোমারই ইচ্ছা, প্রভু—

হারাধন। নেই মামার চেয়ে কানা মামা ত ভাল, পুরো মরার চেয়ে আধমরা ত ভাল—তবু গিন্নির সিঁথের সিন্দুর ত বজায় থাকবে—

নিত্যানন্দ। আরে বাপু! গৌরাঙ্গ হে—কপালে যা থাকবে—রাধে—তা' কে ঘোচাতে পারবে? গোবর্দ্ধন—তোমার

কপালে যদি কলেরায় মরা থাকে—নিতাই হে—তবেই ত তুমি কলেরায় মরবে ? প্রভু—

হারাধন। আমি বলে তাই বেঁচে গেলে—ভট্টাচার্য্য হ'লে তোমায় দেখিয়ে দিত মজা—

ভট্টাচার্য্য। ঘোষালের দিন ঘুনিয়ে এসেছে দেখচি—

হারাধন। তা'তে ক্ষতি নেই ; কিন্তু গুপ্তমহাশয় যদি "ভ" য়ের পাতা ওলটান—

ভট্টাচার্য্য। "ঘ"য়ের গোষ্ঠীর শেষ হবার ঢের পরে তবে 'ভ'। ততদিনে কলি ভোর হ'য়ে যাবে।

হারাধন। কলিযুগ ভোর না কুড়ুলে বোঝা কিছু হাল্কা থেকে যাবে কিনা ?

যজ্ঞেশ্বর। আচ্ছা! আপনারা কি মনে করেন বেয়াই মহাশয় কাল নিজেই আসবেন ?

রামনিধি। উহুঁহঃ—না ; আপনি যখন নিজে যান নি, তিনিও তখন নিজে আসবেন না—

ভট্টাচার্য্য। আমিও তাই অনুমান করি।

যজ্ঞেশ্বর। আমলা মোসাহেবরা আসবে ?

ভট্টাচার্য্য। মোসাহেব কি !—মোসাহেব কি ! ভদ্রলোকেরা আসবেন—গ্রামস্থ ভদ্রলোকেরা আসবেন ; এই যেমন আমরা গিয়েছিলাম।

যজ্ঞেশ্বর। আমি যদি ত'াদি'কে মেয়ে না দেখাই ?

রামনিধি। সে কি কথা? তাঁ'রা আমাদি'কে পাত্র দেখালেন আপনি তাঁ'দি'কে মেয়ে দেখাবেন না কি কথা?

ভট্টাচার্য্য। তা হ'লে ত ভদ্রলোকদি'কে ডেকে অপমান করা হয়।

রামনিধি। তাঁরা যখন আমাদি'কে অমন খাতির যত্ন করলেন।

যজ্ঞেশ্বর। আপনাদি'কে পাত্র দেখালেন কখন? যখন দশটী হাজার টাকা দেবার কথাটী হ'য়ে গেল তা'র পর ত?

রামনিধি। সে কথাটী অবশ্য আগেই তুলেছিলেন।

যজ্ঞেশ্বর। তবে সেটা দশহাজারের তোড়ার খাতির·

রামনিধি। আজ্ঞে হাঁ--তা—তা—এক রকম—তা—আপনি যদি তাই মনে করেন—ত—একরকম—তা—ভাই কতকটা তা—হ'তে পরে।

ভট্টাচার্য্য। আপনি কি এখন দশহাজার দিতে অস্বীকৃত?

যজ্ঞেশ্বর। গিন্নির মত নেই—

নিত্যানন্দ। রাধে! শ্রীরাধে—দশহাজার টাকা কি কম গা—প্রভু! নিতাই—দশহাজার টাকায়—গৌরাঙ্গ হে—একখানা জমীদারী কিনতে পাওয়া যায়

যজ্ঞেশ্বর। টাকার জন্য নয়; গিন্নির এ বিয়েয় মত নেই।

ভট্টাচার্য্য। আমার বৌমা ত তা' হ'লে ঠিকই বলেছিল, মেয়ের মত ত মায়েরই মতে হবে!

রামনিধি। মেয়ে গুলো মেয়েগুলোর মন কি ঠিক বোঝে! আমাদের শৈলর মা বল্‌ছিল যে বিয়ের কথা শুনে কালীর মুখ কেমন হ'য়ে গেল; যেন কত রাগ ও বিরক্তিতে ভরা।

যজ্ঞেশ্বর বাবু চুপ করিয়া রহিলেন। তাঁহার গম্ভীর ভাব দেখিয়া তাঁহার সভাসদদের আর বিশেষ বাক্য স্ফুর্ত্তি হইল না।

কন্যা নিজের বিবাহ বিষয়ে ইচ্ছা অনিচ্ছার ভাব প্রকাশ করিতে পারে—ইহা যজ্ঞেশ্বর বাবুর মনে নিতান্ত অসঙ্গত বলিয়া মনে হইতে লাগিল।—ইহা যে কত অন্যায়; কালে এসব কি অত্যাচারই আরম্ভ হইতে লাগিল ইহার তিনি মনে মনে আলোচনা করিতে লাগিলেন।

অনেকক্ষণ এইরূপ করিয়া থাকিয়া বেগতিক দেখিয়া তাঁহার পারিষদগণ ভঙ্গ দিবার উপক্রম করিতেছেন এমন সময়ে বিষম কোলাহল শ্রুতি গোচর হইল।

যজ্ঞেশ্বর। ও কি? কি হ'ল? এত গোল কিসের?

হারাণ সরকার।—কোথাও মারামারি হ'চ্চে হ'য় ত!

চক্রবর্ত্তী। আশ্চর্য্য আর কি!—গাঁয়ে যে গুণ্ডার দলের সৃষ্টি হ'চ্চে—তাতে মারামারি নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার হ'য়ে উঠবে।

ভট্টাচার্য্য।—ছোট লোকগুলো লাঠি খেলা এক রকম ভুলে গিয়েছিল, ছোট লোকদের যে কয় জন জানতো, তা'রা বুড়ো হ'য়ে আর ও চর্চ্চা উঠে যাচ্ছিল। কয়টা ভদ্র গুণ্ডা ছোঁড়া জুটে আবার ও আপদ গাঁয়ে ঢোকাচ্ছে।—

তর্কালঙ্কার। শ্রীরাধে!—কলি ঘোর হ'য়ে আসচে কি না, তাই, সবই বিপরীত লক্ষনাক্রান্ত হ'চ্ছে। ভদ্রলোক ছোটলোকের কাজে রত হ'চ্ছে; গোবিন্দ, গৌরচন্দ্র—এরা ডাকাতির দল পাকাচ্ছে—বুঝ্‌ছ না—নিতাই—প্রভুহে!—

হারাধন।—ছোঁড়া গুলো ভাবে—লাঠি খেলা শিখে দেশ উদ্ধার ক'রবে—আরে আহাম্মোক! কমান গোলা গুলির কাছে লাঠি তোর কি ক'রবে?

ভট্টাচার্য্য।—পিপীলিকার পাখা উঠে মরিবার তরে। কোথাও চুরী ডাকাতী একবার হ'লে হয়, পুলিস লেলিয়ে দিয়ে তখন দেখা যাবে, দলকে দল ধ'রে নিয়ে যাবে!—

যজ্ঞেশ্বর। তাই তো' এ যে ভয়ানক গোল! সামান্য মারা-মারি ত এ নয়; এ যেন অনেক লোকের হাঁক ডাক।—

ভট্টাচার্য্য। তাই ত—ওঃ। বউ যে ভয় পেয়ে যাবে—তাই ত—তাইত—বউ যে ভয়—কি করি—যাই—

যজ্ঞেশ্বর। এ কি—এ যে ভীষণ কোলাহল—অ্যাঁ—ডাকাত পড়লো না কি? অ্যাঁ—ও ফকরে!—নগদী গুলোকে একসঙ্গে মহলে যেতে দেওয়া ভারি অন্যায়—ও হরে! ওরে—কোথা গেলি রে—ওরে—ও গুহুরে—বাবা—কি হ'ল—ডাকাত—

সবকেই প্রস্থান করিতে উঠিতেছেন—এমন সময়ে বেগে কালীচরণ প্রবেশ করিল—

যজ্ঞেশ্বর—। কি হয়েচে—কালী?

কালী।—তাই দেখতে যাচ্চি—আপনার ঘোড়াটা লয়ে যাই ?—

যজ্ঞেশ্বর।—হ্যাঁ—হ্যাঁ—ডাকাত হ'লে সাহায্য ক'রো।—

কালী।—লাগম ?—

যজ্ঞেশ্বর বাবু "এই যে" বলিয়া লাগাম আদি দিবার জন্য উঠিবার পূর্ব্বেই কালী লম্ফ প্রদান করিয়া উঠিয়া—লাগাম ও সাদা একটী জীন লইয়া মুহুর্ত্তমধ্যে তাহা ঘোড়ায় কসিয়া ঘোড়া ছুটাইয়া দ্রুত বাহির হইয়া গেল।—

ব্যাপারটা কি এ বিষয়ে নানারূপ জল্পনা কল্পনা চলিতে লাগিল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় পলায়ন করিলেন।—চক্রবর্ত্তী মহাশয় প্রস্তাব করিলেন "হাঠি খেলা শেখা গুণ্ডাগুলো যদি এ ডাকাতের দল তাড়িয়ে না দিতে পারে তবে কালই তাদের পুলিসে দেওয়া যাবে"

প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা পর কালী ঘোড়ায় চড়িয়া ফিরিয়া আসিল।—

সকলে।—কি—কি হয়েছে ?

কালী।—চারদিকেই ত কলেরা হ'চ্চে—; শিবরামপুরে ও খুব হ'চ্চে—; সে গ্রামের চারজন লোক একটা মড়া লয়ে—এসে—জহর বাগ্দীর চালে সেই মড়াটাকে ঘস্‌ছিল; তাদের সঙ্গে আরও দুইজন ভদ্রবেশধারী লোক ছিলেন। তা'দের কুসংস্কার—এইরূপ করলে—তাঁদের গ্রাম ছেড়ে কলেরা আমাদের গ্রামে আসবে। চারজন লোককেই ধরা হ'য়েছে—;ডাক্তার বাবু ও আমি ঘোড়া ছুটিয়ে গিয়ে -যে দুজন পালিয়ে ছিলেন

তাঁদের একজনকে ধরেচি—আর একজনকে পাওয়া গেলনা, যাঁকে ধরেচি—সে লোকটী কায়স্থ—শোনা গেল যাঁ'কে পাওয়া গেল না—তিনি বামুন ছিলেন—এখন কি করা উচিত গ্রামের সর্ব্বসাধারনে তা স্থির ক'রবেন। আপনারা সেখানে চলুন—সেখানেই সকলে জমা হবেন।—

হারাণ সরকার।—কি করা উচিত?—সব ক'টাকে এক-সঙ্গে বেঁধে জ্বালিয়ে দেওয়া উচিত। শ্যালারা।—আমাদের গাঁয়ে—তোদের গাঁয়ের কলেরা ঢোকাবি?—তোরা ভাল থাকবি, আর আমরা ম'রবো।—

নিত্যানন্দ। ওঃ!—গৌরাঙ্গ হে! আমরা ম'রে ম'রে চাঁদাদিয়ে—এতটাকা খরচ করে—প্রভু—কোথায় জলের কল বসিয়ে—নিতাই!—পুকুর সংস্কার ক'রে— কালিয়দমন!—কত কি ক'রে—শ্রীরাধে।—গাঁকে বাঁচিয়ে রেখেচি—আর তোরা কি না—রাধারমন!—মড়া ঘ'সে দিয়ে—আমাদের গাঁয়ে রোগ ঢুকিয়ে যাবি—গোপাল হে।—বেটা দি'কে পুড়িয়ে মারলেও রাগ যাবেনা—তোমারি ইচ্ছা প্রভু!—

যজ্ঞেশ্বর।—জহর বাগ্দী!—কোন্ জহর?—আমার কিষাণ জহর নয় ত?—

কালী।—আজ্ঞে, হ্যাঁ।—

যজ্ঞেশ্বর।—অ্যাঁ!—আমার জহর! আরে সে সেই কলেরা দুষ্ট ঘর হ'তে এলে—ও—আমার ঘরেই আগে বিপদ ঘটবার সম্ভাবনা! কি অত্যাচার!—

কালী। শীঘ্র চলুন—শীঘ্রই ত এর ব্যবস্থা করতে হবে—জহরের ঘরটারই বা কি করা উচিত ?—

যজ্ঞেশ্বর। ঘরটাও পোড়ান উচিত—

কালী।—আপনারা সকলে গিয়েই যা' উচিত তা'র ব্যবস্থা ক'রবেন; চলুন।—

যজ্ঞেশ্বর।—চল হে—চল—

সকলে চলিয়া গেলেন। –

---

# অষ্টম পরিচ্ছেদ।

সুবর্ণপুরের বাগ্দাপাড়া ও আগুড়ী পাড়ার মধ্যে সামন্তদের সুবিশাল পুষ্করিণী, নাম পদ্ম পুকুর। এই পুষ্করিণীটী সম্প্রতি সম্যকরূপে সংস্কার করা হইয়াছে। পাড়ের উপর শ্রেণাবদ্ধ করিয়া কলা বাগান ও মধ্যে মধ্যে অপরাপর ফলবৃক্ষ লাগান হইয়াছে। বাগানটী সুরক্ষিত ও পরিষ্কার; সান বাঁধান ঘাটে একটী বৃহৎ বোর্ডে বড় বড় অক্ষরে লেখা আছে।

এ পুষ্করিণী মাত্র স্নান করিবার জন্য।
ইহাতে কাপড় কাচা বা অন্য কোনরূপে
জল অপরিষ্কার করা নিষেধ।

পুর্ব্বে এই পুষ্করিণীতে পদ্মবন ছিল; লোকে ইহাতে স্নান করিত, কাপড় কাচিত, বাসন মাজিত, বাঁশ পচাইত, পাট পচাইত, ও পাড়ে মলমূত্র ত্যাগ করিত; ইহার জল খাইতও।

যখন এই পুষ্করিণা সংস্কার করা হয় তখন ইহার পঙ্কের মধ্যে প্রায় ৬ ফুট নীচে একটি বৃহৎকায় মাণুষের সম্পুর্ণ কঙ্কাল বহির্গত হইয়াছিল। তাহা দেখিয়া গ্রামের অতি বৃদ্ধ-লোকে বলিয়াছিলেন যে তাঁহারা যখন বালক ছিলেন তখন শুনিয়াছিলেন যে বসুপাড়ার একটী ভদ্রলোককে স্নানের সময়ে খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই, তখন এই পুষ্করিণীতে অসম্ভব পদ্মবন ছিল; বোধ হয় সেই লোকটী ইহাতে কোনওরূপে ডুবিয়া

গিয়াছিলেন আর পদ্মবনের জন্য তাঁহার শরীরটা ভাসিয়া উঠিতে পারে নাই।

কতকগুলি কৃষক সেই পুষ্করিণীতে স্নান করিতে আসিয়া কথাবর্ত্তা কহিতেছেন।

১ম। ভাগ্যে মিত্রদের বামাচরণ বাবু চাকরী ছেড়ে দেশে এসেছিলেন তাই লোকে হজমী জল খেয়ে আর পরিষ্কার জলে নেয়ে বাঁচলো! আমাদের এ পাড়ার পুকুরগুলো কি বিশ্রীই হয়েছিল!

২য়। বামাচরণ বাবুর একার বাহাদুরী দিলে চলবে কেন ভাই? সামন্তরা কি কম টাকাটা ঢালছেন?

৩য়। তা বটে! যেমন অগাধ টাকাটা ওঁর পূর্ব্ব পুরুষেরা জমা করে রেখে গেছেন তেমনি এখন উনি দুহাতে তা'র সদ্ব্যবহার করচেন।

১ম। তাতে লোকসান ত ওঁর নেই! পুকুর পাড়গুলোর ঠিকা নিচ্চেন বই ত নয়! ফসল আজিয়ে, সুদসুদ্ধ খরচ তুলে ত নেবেন; অমনি ত আর পাড়গুলোর জঙ্গল কটিয়ে সাফ্ করচেন না!

২য়। তাই বা করে কে? আর সুদ ত মোট এক পয়সা হিসাবে ধরবেন; না—না—সামন্ত বাবুকে খুব সাবাস দিতে হবে; তিনি অত টাকা না ঢাললে কি গাঁয়ের অবস্থা এমন ফিরতো?

৩য়। তা অবশ্য; সুদের হারটা কমিয়ে আমাদের মত গরীবদের প্রাণ বাঁচিয়েছেন; বাবা! আগে টাকা ধার ক'রলে

সে তার শোধ হ'তে চাইতো না, একসাই শোধ দিয়ে যাচ্ছি, তবু আসলের জের মিটতো না।

১ম। সুধু তাই কেন, ভাই! বেঢ়নের হারটাও কমে গেছে। আগে আগে ধান বেঢ়ন নিলে কত দিতে হ'ত। এখন সেই এক পয়সা সুদ হিসাবে য' মাস লয়ে রাখবে খালি ত মাসেরই দরুণ দিতে হবে। আগে ভাই ৬ মাসেও সেই সওয়া দিতে হ'ত আর ৪ মাস আগে নিলেও সেই সওয়া দিতে হ'ত।

৩য়। এই সবের দরুনই ত গাঁয়ের লোক দেশ ছেড়ে পালাতো আর শ্রীরামপুর, হাবড়ায় গিয়ে কলে খেটে মরতো।—

২য়। আর ক'লো সাহেব গুলো ঢের লোক আসচে দেখে—ক'লো মজুর গুলোর মাহিনা বাড়াতো না' আর দুর্ব্যবহার করতো।

১ম। এবার ওঁদের পঞ্চাইতে নিয়ম করচে যে—কেউ আর কলো মহাজনদি'কে ধান বেচতে পাবে না। সব ধানই গাঁয়ে চাউল করা হবে।—

২য়। বাবা! বলিস কি! অত ধান গাঁয়ের লোকই চাউল করতে পারবে?

১ম। যদি গাঁয়ের লোক সব ধান চাউল করতে না পারে; তাহ'লে আশে পাশের গাঁয়ের লোককেও ডাকা হবে।—

২য়। বেশ, বেশ, আহা পাশের গাঁয়েব গরীব গুলোও বাঁচবে।—

৩য়।—আমরাই খেটে এত ধান গাঁয়ে করি যে গাঁয়ের সব লোক খেটেও তা চাল করা দুষ্কর—আর আমরাই কি না খেতে পাই না! এ ব্যাপারটা আমরা কখন ত ভাবিনি; এটা যে একটা অন্যায় তা ব'লে ত কখন আমাদের মাথায় ঢোকেনি। মিত্ররা বলেন যে 'অন্যায়ের প্রতিকারও আমাদেরই হাতে, ইচ্ছা ক'রলেই হয়' —কথাটা যেন সম্ভব ব'লে এখন মনে হ'চ্ছে—সত্যই বটে অন্যায়ের প্রতিকার করতে যদি এ পুরুষের জন্য কতকের প্রাণও দিতে হয়—এক পুরুষের জন্য কতকের প্রাণ দিলে, যদি আমাদের ছেলে পিলেরা পুরুষানুক্রমে ক্ষিদের শাস্তি ক'রতে পারে ত তা আমাদের করা উচিত।—

২য়।—মিত্ররা আমাদের যেন চ'খ ফুটিয়ে দিচ্ছেন।—

১ম। হ্যাঁ; এই সে রাত্রের কথাই মনে ভেবে দেখ না কেন;—শিবরামপুরের সেই লোকগুলো আমাদের গাঁয়ে কলেরার মড়া লয়ে এসে চালে ঘ'সে দিচ্ছিল।—সকলে তা'দিকে পুড়িয়ে মারবার মতলব করছিলেন; যখন বামাচরণ বাবুর দল এলেন, কেমন লোকগুলোর মন ফিরিয়ে দিলেন, বললেন— এদের দোষ নেই, এ মানুষগুলো এ কাজ করেনি, এদের মূর্খতাই এ কাজ ক'রেচে, এদের মূর্খতাকেই মারা চাই, মানুষগুলোকে মেরে কি হবে?—তখনি তখনি এ ও ঠিক করলেন যে পাশের গাঁ গুলোতে সপ্তাহে একদিন ক'রে আলোক ও ছবির সাহায্যে শিক্ষা দেওয়া হবে।—

৩য়। আহা! বেচারী দিকে আমিও কত মেরেছিনু; শেষে বামাচরণ বাবুর কথা শুনে আমার কত আপশোষ হ'ল।—

১ম। আর যজ্ঞেশ্বর বাবু কি না জহরের ঘরটায় আগুন লাগিয়ে দিতে গেল।—

৩য়। হ্যাঃ—কি পাজি, লোকটা তার জিনিষগুলো সুদ্ধ বার করতে দেবে না; সব সুদ্ধ পোড়াতে চায়,—আর যখন লোকে বললে—ওর ঘরের আর জিনিষ পত্রের দাম দিতে হবে—তখন বাবু আঁৎকে উঠলেন; বলেন—'এদের নামে নালিশ ক'রে আদায় ক'রে দেওয়া যাবে'—; বেশ মজার কথা বটে—এখন উনি পোড়ান—পরে লোকে নালিশ করে মরুক। ডাক্তার বাবু কেমন সুবন্দোবস্ত করলেন; তা'দের জিনিষগুলো ঔষধে (Phenyle) ডুবিয়ে, গুঁড়ো (Bleaching Powder) দিয়ে ক'সে সিদ্ধ ক'রে—তা'দি'কে দিলেন; আর চালটার যে দিকে তা'রা মড়া ঘসে ছিল, মাত্র সেই দিকটা কেটে নামিয়ে আগুনে পুড়িয়ে দিলেন—সামন্তরা খড় দিয়ে তা'র ঘরটা ছাইয়ে দেবেন।—

১ম। পাশের গাঁয়ের লোককে চা'ল করতে দেওয়া সম্বন্ধে একটা গোল আছে. যে দিন এসব কথা ওঁদের মধ্যে হ'তেছিল সে দিন আমি ছিলাম, শুনলাম—ডাক্তারবাবু বললেন—পাশের গাঁয়ের লোকে পচা বা মন্দ জলে ধান সিদ্ধ না করে তাও দেখ্‌তে হবে।

২য়। কেন? ধান কলের কত চাউলে যে পচা পচা গন্ধ ছাড়ে—তা'তে ত কোনও দোষ হয় না।

১ম। দোষ আবার হয় না! তাও কি সম্ভব?—

২য়। তবে লোকে তা'র বিধান করেন না কেন?—সরকারই বা তা'র বিধান করেন না কেন?

১ম। কে জানে ভাই—অত তথ্য আমি কেমন করে জানবো?—

২য়। যজ্ঞেশ্বর বাবুকে আর বেশী দিন লাটসাহেবী চালাতে হবে না।—ধার ত আর তাঁর ঠেঁয়ে কেউ লয় না; বেড়নও লয় না; আর লোকের কাছে তেমন খাতির খুতিরও নেই।—

৪র্থ। চাকররাও তাঁর তিতি বিরক্ত হ'য়ে গেছে; কেবল গিন্নিমার জন্য তাঁ'র বাড়ীতে কাজ করে;—গিন্নিমা (ঈশ্বর না করুণ) চ'খ বুজলে তাঁ'র বাড়ীতে কেউ কাজও করবে না।—

৩য়।—খাটবে-খাবে। কে অমন কথার ধার ধারবে বল। একটু দোষ করলেই—জরীমানা—

১ম। দোষ করলে—জরীমানা ত বরং পদে ছিল—। দোষ না করলেও যে জরীমানা—ফৈজৎ।—সে দিন জহরবাদগীর বৌ ওঁদের বাড়ী গিয়েছিল—সেই সময়ে ওঁদের হাটের জন্য গাড়ী বোঝাই হ'চ্ছিল; মেলা মোচা দেখে—জহরের পোয়তী বৌয়ের মোচা খেতে ইচ্ছে হয়েছিল—তাই বলেছিল—'আহা কত মোচা, কেমন সুন্দর মোচাগুলি!' লক্ষ্মী মা তাইতে বুঝতে পেরেছিলেন যে পোয়াতীর মোচা খাবার সাধ হয়েচে—তাই দুটী মোচা তা'কে দিয়ে— মোচা বাড়ীতে খরচ হয়েচে কর্ত্তাকে জানাবার জন্য আর ৪টা মোচা লয়ে বাড়ীতে রাঁধতে দিয়ে ছিলেন—যে বাবু নিজে

খেলেই জানতে পারবেন, মোচার জন্য আর হাঙ্গামা করবেন না। ওমা! কর্ত্তা মোচা দিয়ে বেশ ক'রে ভাতও খেলেন আবার মোচা গেল কোথায় বলে তম্বী কত!—মালীকে বললেন'আমার হুকুম না লয়ে গিন্নিকেই বা দিলি কেন? দাম আন নইলে বেত মারবো" গিন্নিমা শুনে কত কাঁদতে লাগলেন; তাড়াতাড়ি একজন চাষীকে দিয়ে মোচার দাম দিয়ে পাঠালেন—পয়সা পেয়ে তবে কর্ত্তা ক্ষান্ত! এমন কোথাও শুনেচ?—

৪র্থ।—কাল যে কালীকে দেখতে আসবে—তা'রা না কি খুব বড় জমীদার?

৩য়। হ্যাঁ—কালীর মা নাকি গাঁয়ের অনেককে সভায় আসতে বলেছেন।—

২য়।—সে কি!—বাবু লোকদি'কে আসতে না ব'লে—গিন্নিমা ডাকতে গেলেন কেন?

৪র্থ।—আরে বোকা—গিন্নি মা কি আর ডাকতে গেছেন? কর্ত্তাকে হয় ত গাঁয়ের সকলকে বলতে বলেচেন।—

৩য়। না,—না,—গিন্নিমা নিজে কয়েক জনকে বলতে গিয়েছিলেন।—

৪র্থ।—দূর বোকা—

৩।—আমি নিজে দেখেচি—কালীর মা—বাঁমাচরণ বাবুর বাড়ীতে গিয়ে বামাচরণ বাবুর মা বুড়ী আর বাঁমাচরণ বাবুর স্ত্রীর সঙ্গে কি কথাবর্ত্তা কইতেছিলেন।—

৪র্থ।—আর তুই অমনি মনে মনে ঠিক ক'রে নিলি যে কালীকে দেখতে আসবে ব'লে—সেই সভায় যেতে বলতে এসেছেন।—

৩য়।—আরে বোকা! বামাচরণ বাবুর মা কি বৌ সভায় যা'বেন তাই কি আমি বলছি? তবে কথাটা কালীর বিয়ের সম্বন্ধে হ'চ্ছিল একথা আমি বলতে পারি।—

৪র্থ। তুই তা শুনেছিলি?

৩য়। শু'ননি বটে—কিন্তু কালীর বিয়ের সম্বন্ধে—

৪র্থ। আঙ্গুল গুনে?

১ম।—আমার মেয়ে কাল পণ্ডিত মহাশয়ের বাড়ী গিয়াছিল সে বলে—লক্ষা মা অনেকক্ষণ ধরে কি কি কথা বুড়ো বাবাকে বলছিলেন, শুনতে পায় নি; তবে কালীর বিয়ের সম্বন্ধে যে কথা হ'চ্ছিল তা বোঝাগেল।

৪র্থ। তোরা সব গনৎকার হ'লি দেখচি—

১ম। যজ্ঞেশ্বর বাবু কি বামাচরণ বাবুকে বা পণ্ডিত ম'শায়কে ডাকবেন? তিনি যে ওঁদি'কে দেখতে পারেন না। যজ্ঞেশ্বর বাবুর দল যে আলাদা; যত ধূর্ত্ত মামলা বাজ ত ও'র মোসাহেব; উনি যে তাই চান; মামলা বাজ লোক গুলো হাতে থাকলে ছেলের মক্কেল জুটতে পারে। লক্ষা মা ত তেমন ন'ন। তিনি বামাচরণ বাবু দি'কে ছেলের মত ভালবাসেন আর পণ্ডিত মশায়কে বাপের মত ভক্তি করেন।

২য়। আচ্ছা; আমরাও দেখতে যাব' কি রকম সভা হয়।

---

# নবম পরিচ্ছেদ।

যজ্ঞেশ্বর বাবুর বিস্তৃত বৈঠকখানার মধ্যস্থিত হলটীতে বহুমূল্য গালচে পাতা, তাহার উপর কাজকরা বহুমূল্য চাদর পাতা; দক্ষিণ পার্শ্বের ঘরটী টেব্‌ল, চেয়ার, সোফা ইত্যাদিতে বিলাতি ফ্যাসনে সুসজ্জিত; আজ তাঁহার বৈঠকখানায় প্রবেশ করিলেই মনে হয় যেন একটী বড় জমীদারের বহির্বাটী।—বৈঠকখানায় উঠিবার সিঁড়ির দুই পার্শ্বে দুইজন পশ্চিমা নগদী সসস্ত্র দণ্ডায়মান; দ্বারে সসস্ত্র পশ্চিমা দ্বারবান; ছোকরারা তামাক সাজিতে রত রহিয়াছে।—

বৈঠকখানার ভিতরে যজ্ঞেশ্বর বাবুর চিরসঙ্গিগণ উপবিষ্ট।—দাওয়ার দুই পার্শ্বে গ্যাসের আলোক প্রস্তুত;—হলেও পার্শ্বের ঘরের ঝারের ভিতর বাতী দেওয়া আছে।—

প্রায় পাঁচটার সময় কতগুলি ভদ্র লোক আসিলেন।—যজ্ঞেশ্বর বাবু তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইলেন।—

তাঁহারা পদপ্রক্ষালন করিয়া বসিয়া তামাক টানিতে টানিতে গ্রামের সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ করিতে যাইতেছেন—এমন সময়ে পণ্ডিত দিগম্বর চৌধুরী মাষ্টার ইন্দুভূষণ সেন ও সত্যেন্দ্র বসুর সহিত প্রবেশ করিলেন।—

অনিমন্ত্রিত এই লোকত্রয়ের আগমনে যজ্ঞেশ্বর বাবু কিঞ্চিৎ বিস্ময়ান্বিত হইলেন; কিঞ্চিৎ ভীতও হইলেন; তাঁহার মনে হইল—ইঁহারা কি অনিষ্ট সাধনই বা করিতে আসিয়াছেন;—কিন্তু আগন্তুক ভদ্রলোকদের সম্মুখে কোনও রূপ বিরক্তিভাব প্রকাশ

না করিয়া বলিলেন "এই যে—আপনারা এসেছেন—আমি তাই ভাবছিলাম—আমাদের গ্রামের প্রবীনেরা এখনও এলেন না—তাঁদের কি আবার ডাকতে যেতে হবে?"

পণ্ডিত।—সে কি বাবা!—আমাদি'কে ডাকতে যাবে তবে আসবো—তাও কি মনে করতে হয়?—এ আমার নাতনীর বিয়ে—আমিই ত দোবো—

হরিধন-ভট্টাচার্য্য।—দেখো, বাবা, আপনাকে সাম্‌লে!—

হারাধন।—আত্মবৎ মন্যতে জগৎ।—

পণ্ডিত।—মহাশয়দের পরিচয় জানতে পারি কি?—

প্রথম আগন্তুক।—অবশ্য, আপনাদের পরিচয় দিলেই।—

পণ্ডিত।—আমার নাম দিগম্বর চৌধুরী; আমার এই গ্রামেই বাস, আমি এই গ্রামের বিদ্যালয়ে পড়াই, আর যদি বিশেষ পরিচয় চান—আমি যজ্ঞেশ্বরকে পড়িয়েছি; তার পুত্র-দিগকেও পড়িয়েছি; তার পৌত্রদিগকেও মধ্যে মধ্যে পড়াই।—

ইনি এই গ্রামের বিত্থালয়ের প্রধান শিক্ষক—নাম ইন্দু ভূষণ সেন—নিকটের গ্রামে বাস—; গ্রামের উন্নতি সাধন কার্য্যে এঁর অত্যন্ত আগ্রহ; আর এঁরই সাহায্যে তা' সাধিত হ'চ্ছে—, এঁর নাম সত্যেন্দ্রনাথ বসু—ইনি আমাদের গ্রামের বসুবংশের একজন প্রবীন মহাশয়—ইনি পূর্ব্বে সরকারী কলেজে রসায়ণ শাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন।—

এঁর নাম হরিধন ভট্টাচার্য্য—ইনি গ্রামের ভট্টাচার্য্য বংশের সর্ব্বজ্যেষ্ঠ—;

এঁর নাম—নিত্যানন্দ তর্কলঙ্কার, আমাদের গ্রামের তর্কলঙ্কার বংশের—

আগন্তুক।—ওঁদি'কে আমরা জানি—ওঁরা আমাদের ওখানে পাত্র দেখতে গিয়েছিলেন। উনি বড় ভক্ত।

নিত্যানন্দ। রাধা রাধা, গোবিন্দ হে।—

আগন্তুক।—আপনি যে গ্রামের উন্নতি সাধনের কথা তুল্‌লেন—সেটা কি? গাঁয়ে বুঝি স্কুল হয়েছে?—রাস্তা হ'চ্চে? থিয়েটার হয়?

রামনিধি।—হ্যাঁঃ! হ্যাঁঃ! স্কুল স্টুল নয়; তা আপনাদের গ্রামে নেই—নূতন জিনিষ।—

হারাধন।—ওঁরা হয় ত কখন শোনেনই নি!—

নিত্যানন্দ। কালীয় দমন, বংশীধারী।—

পণ্ডিত।—আপনাদের পরিচয় ত দিলেন না?

২য় আ।—বল হে খুড়ো, বল; ইনি পরিচয় ভিন্ন ছাড়চেন না।—

১ম আ।—আমরা মনহরপুরের জমীদার প্রবল প্রতাপান্বিত শ্রীল শ্রীযুক্ত জগদাশচন্দ্র দাস ঘোষ মহাশয়ের প্রতিনিধি স্বরূপ এসেছি আপনাদের এই সোনাপুর গাঁয়ের এই যজ্ঞেশ্বর দাস দত্তর কন্যাকে দেখতে।—

নিত্যানন্দ। গৌরাঙ্গ, মদন মোহন।—

পণ্ডিত। ঘোষ মহাশয় নিজে এসেচেন?—

১ম আ।—তিনি যথা সময়ে—পাকা দেখবার সময়—আসতে পারেন।—

পণ্ডিত।—আপনাদের সঙ্গে পাত্রটী কি এসেছেন ?

১ম আ।—সে কি!—প্রবল প্রতাপান্বিত জমীদার মহাশয় জীবিত থাকতে তাঁর পুত্র কি ক'রে নিজে পাত্রী দেখতে আসতে পারেন!—জমীদার মহাশয় কি কর্ত্তব্য পালনে অক্ষম!—আপনি প্রবীণ হ'য়ে এমন কথা বললেন ?

পণ্ডিত।—আমি কি বলছি—জমীদার মহাশয় স্বকর্ত্তব্য পালনে অক্ষম ? পিতার কর্ত্তব্য পাত্রীর বংশ মর্য্যাদা দেখা, সদ্বংশজ কি না, সৎস্বভাব সম্পন্না কি না—তা'র অনুসন্ধান করা; কন্যা দেখে পছন্দ করা, সে যে বিবাহ করবে তারই কার্য্য, জমীদার মহাশয় বা আপনারা পছন্দ ক'রে স্থির করলেও যদি ভায়ার আমার নাতনীটীকে মনে না ধরে ?

১ম আ।—সেটা কি একটা কথা!—পিতা পছন্দ করে বিবাহ দেবেন—পুত্রের তা মনে ধরবে না! একি খৃষ্টানদের বিয়ে ?

নিত্যানন্দ। রাধামাধব! রাধামাধব!

পণ্ডিত।—পিতার চক্ষে যা'কে ভাল লাগবে—পুত্রের চক্ষে যে তা'কে ভাল লাগবেই এমন কি কোনও প্রাকৃতিক নিয়ম্ আছে ?—তা' ছাড়া পিতা দেখবেন পিতার চক্ষে—তাঁ'র পুত্র, যিনি বিবাহ করবেন, তিনি যে অন্য ভাবে দেখবেন।

২য় আ।—ও খুড়ো!—ইনি পণ্ডিতগিরি করেন কি না!—তা'রই পরিচয় দিচ্ছেন।—তুমি পরিচয় চেয়েছিলে যে।—

১ম।—তা'র—আর কি?—এঁকে ঠাণ্ডা করে দিচ্ছি—। (পণ্ডিত মহাশয় কে) তা' আপনাদের পক্ষ হ'তে তবে পাত্রী নিজে গিয়ে পাত্র দেখে আসে না কি?—

২য় আ।—এই বারে!—

নিত্যানন্দ। রাধে, শ্রীরাধে!—

পণ্ডিত।—পাত্র পাত্রীকে দেখতে এলেই যে পাত্রীরও পাত্রকে দেখা হ'য়ে যায়।—

১ম। আর যে ক্ষেত্রে পাত্র দেখতে না আসে?—

পণ্ডিত।—সে ক্ষেত্রে পাত্র বা পাত্রী উভয়েরই বিবাহ সম্বন্ধে মতামত জানবার কোনও উপায় থাকে না।—ভবিষ্যতে তা'দের প্রণয় হবে কি না—তা'রও অনুমানের কোনও উপায় থাকে না।—

১ম।—তবে ত আপনাদের মতে পূর্ব্ব হতে প্রণয় ঘটিয়ে তবে বিবাহ দেওয়াই উচিত—যেমন খৃষ্টানদের হয়।—

নিত্যানন্দ। শ্রীবৃন্দাবণ বিহারি হে।—

পণ্ডিত।—যদি দৈবাৎ পূর্ব্বে হ'তে প্রনয়ই হ'য়ে যায়—তবে সে ক্ষেত্রে বিবাহ দেওয়া নিশ্চয়ই অতি শুভপ্রদ—; বিবাহ দিয়ে যা' হবে কি না ব'লে ভাবনা করতে হয় তা' ত সে ক্ষেত্রে পূর্ব্বেই ঘটে আছে; তা'র চেয়ে সুখের আর কি হ'তে পারে? আর যদি পাত্র পাত্রীর প্রথম দর্শনেই বিরুদ্ধভাব

তা'দের মনে উদয় হয় তা' হলে সে ভাব পূর্ব্ব জন্মজ বুঝে সে ক্ষেত্রে বিবাহ না দেওয়াই উচিৎ কারণ সে বিবাহ শুভ না হওয়াই সম্ভব।—খৃষ্টানদের কথা, আপনি যা' বার বার উত্থাপন করছেন, তা'দের প্রথা আমি অবগত নই; সে বিষয়ের কিছু ব'লতে পারি না।—আমি আমাদের মনে প্রাকৃতিক নিয়ম বলে যা' মনে হয় তা'ই বলছি।—

১ম আ। কেন? জ্যোতিষশাস্ত্রের দ্বারা—কোষ্টীর মিলের দ্বারা—ত বুঝা যাবে—পাত্র পাত্রীর মিল হবে কি না?—

২য় আ। এই—এই বারে—এস—বাবা—।

নিত্যানন্দ। রাধারমণ—শ্রীগৌরাঙ্গ হে।—

পণ্ডিত। প্রায় প্রতি বিবাহ ক্ষেত্রেই জ্যোতিষশাস্ত্রের চর্চ্চা হয় ও সেই অনুযায়ী বিবাহ হয়; অথচ পতি পত্নীর প্রকৃত যেমন প্রণয় হওয়া উচিত, তেমন প্রণয় অতি বিরলই দেখা যায়; আর যখন পাত্র পাত্রীর দর্শন দ্বারা মিলগরমিল—অপেক্ষাকৃত নিশ্চিতরূপে জানা যেতে পারে; তখন কোষ্টীর দ্বারা তা'র অনুমানের প্রয়োজন কি?—আর কয় জনই বা জ্যোতিষশাস্ত্র সম্যক অবগত আছেন?—

১ম আ।—অচ্ছা—যা'ক্ ওসকল বিষয়ে তর্ক করতে আমারা এখানে আসি নি। এখন পাত্রীটীকে দেখাবার শীঘ্র শীঘ্র আয়োজন করুণ আজই আমরা ফিরে যা'ব।—

পণ্ডিত। আজই কি যাওয়া হয় ভায়া!—

রামনিধি।—আজ কি—কালও থাকবেন—আমরা যে দিন পৌঁছেছিলাম সেই দিনই কি এসেছিলাম?—

যজ্ঞেশ্বর।—আজ কাল দুদিন ত থাকবেনই।—

হারাধন। গ্রামটা কি রকম, কাল বেশ করে দেখুন; সেখানে আবার গিয়ে বলবেন—

হারান সরকার।—টীউব ওয়েল—পুষ্করিণী গুলো—

নিত্যানন্দ। মদন মোহন—বংশী বদন!—

১ম আ।—আমাদের গ্রামের জমীদার মহাশয়ের রামসাগরটা দেখেচেন ত? সে রকম একটা পুকুর আপনাদের গাঁয়ে আছে?—

রামনিধি।—আরে মশায়—আমাদের গ্রামের পুকুরগুলোর বন্দোবস্ত টন্দবস্ত দেখবেন ত—তবে ব'ল্‌বেন।—

হারান সরকার।—ইন্দু বাবু! কাল সন্ধ্যায়—ম্যাজিক্ লণ্ঠনে-রামায়ণটা দেখাবেন ত!—

পণ্ডিত।—যজ্ঞেশ্বর, অনেক বকাবকি করা হ'য়েচে—এঁদের শীঘ্র শীঘ্র গলাটা ভেজাবার ব্যবস্থা কর।

নিত্যানন্দ। নাড়ুগোপাল! ননীচোর!—

যজ্ঞেশ্বর।—আজ্ঞে সব তৈ'রী, আপনারা গা তুলে ভেতরে পায়ের ধুলো দিলেই হয়।

পণ্ডিত মহাশয় সহাস্য বদনে আগন্তুকদিগের সর্ব্বাপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ প্রথম আগন্তুক মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের হাত ধরিয়া

সকলকে ভিতরে যাইতে মিনতি করিলেন ও সকলেই ভিতর বাটীতে গেলেন।

জলযোগান্তে সকলে বৈঠকখানায় আসিয়া আজে বাজে অনেক কথা হইবার পর, পণ্ডিত মহাশয় যজ্ঞেশ্বর বাবুকে ও আগন্তুকদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন—"বাবা যজ্ঞ!—আর মুখোপাধ্যায় মহাশয়! আপনারা ও শুনুন—শ্রীযুক্ত জগদীশ বাবাজীকেও বলবেন, তিনি আস্‌লে তাঁ'কে এবিষয়ে বলতাম, তিনি যখন আসেন নি,—তখন আমাদের হ'য়ে আপনারাই বলবেন; শোন বাবা (যগু) তোমরা গ্রামে অনেক সদনুষ্ঠান করেছ; তোমাদের যত্নে, উদ্যমে ও স্বার্থত্যাগে আজ আমাদের এ গ্রাম—যে সংক্রামক রোগে পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সমুদয়ে মহামারি উপস্থিত হয়েচে—সে রোগ হ'তে মুক্ত; তোমাদের অর্থব্যয়ে, তোমাদের চেষ্টায়, আমাদের এ গ্রামের স্বাস্থ্যোন্নতি হ'তে চলেছে; যে সময়ে পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের শ্রমিকেরা ভরণপোষণোপযোগী কার্য্যের অভাবে ভদ্রাসন ত্যাগ ক'রে কলে কুলীর কার্য্য করতে যাচ্চে সেই সময়েই তোমাদের গ্রামের মজুররা স্বচ্ছন্দে থেকে তোমাদি'কে ধন্যবাদ দিচ্চে; এ কেবল তোমাদেরই মহত্বের ফল—দূরদর্শীতা সহকারে তোমরা যে ক্ষুদ্র স্বার্থগুলি ত্যাগ করেছ তা'রই ফল। আজ তোমাদি'কে আর একটী সংকল্পের অনুষ্ঠান করতে বলি, আশা কি করতে পারি না যে তোমরা সে অনুষ্ঠানও করবে?

যজ্ঞেশ্বর।—আজ্ঞা করুণ, যা' পাঁচজন করবেন, যা' সর্ব্বসাধারণে করবেন আমিও তা করতে চেষ্টা করবো।

পণ্ডিত।—তোমাকেই সর্ব্বপ্রথমে সে অনুষ্ঠান করতে হবে; কারণ এ অনুষ্ঠানের তোমারই সময় হয়েছে।—তুমি অবশ্যই স্বীকার করবে যে—বিবাহে পণ লওয়া ভদ্রোচিত নয়; সুধু তা'ই বা কেন বলি—বিবাহে পণ লওয়া প্রথাটী সমাজে অনেক অনিষ্ট সাধন করে—এত বিবিধ প্রকারে অনিষ্ট সাধন করে যে আমরা তা' সব সহজে বুঝে উঠ্‌তে পারি না; গরীবের সর্ব্বনাশ করে, এই প্রথাই ইচ্ছামত পরিণয়ের অন্তরায়; পণ লয়ে কন্যা বিক্রয়ও যেমন—পণ ল'য়ে পুত্রের বিবাহ দেওয়াও সেইরূপই পাপ। যা'র অবস্থা সচ্ছল নয়, তা'র যদি ৪টী ৫টী কন্যা হয়—তা'সে কন্যাগুলি যতই না কোন সুশিক্ষিতা ও সৎস্বভাব সম্পন্না হ'ক—সে বেচারীকে সেই কন্যাগুলি সৎপাত্রস্থ করতে হ'লে ভিটা মাটী সবই বিক্রয় করতে হয়—এ প্রথাটী কি ভাল?—

যজ্ঞেশ্বর।—তা কি ক'রে বলতে পারি।—তবে যদি আমার পুত্রের বিবাহ দিতে হ'ত তা হ'লে—নয়—আপনাদের কথামত অর্থ না লয়ে বিবাহ দিতাম।—

পণ্ডিত।—বেশ।—ভদ্রোচিত কথা, সদ্বংশোচিত বাক্য, মনুষ্যোচিত ত্যাগ—। বিবাহে পণ লওয়া বা দেওয়া গ্রাম হ'তে উঠিয়ে দেবে—প্রতিজ্ঞা কর।—

যজ্ঞেশ্বর। অবশ্য—গ্রামের সকলেই যদি পুত্রের বিবাহে পণ না লন—বা যাঁদের মধ্যে পণ লয়ে কন্যার বিবাহ দেবার প্রথার প্রচলন আছে—তাঁরাও যদি পণ না লয়ে কন্যার বিবাহ দেন—ত—আমিও তা' করতে বাধ্য, কেন না করবো ?—

পণ্ডিত।—আজ হ'তে তোমার মত সুবর্ণপুরের সকলকারই সুমতি হ'ক, আজ হ'তে আমাদের এ গ্রামে এ মহৎ অনুষ্ঠান আরম্ভ হ'ক।—

যজ্ঞেশ্বর। বেশ।—

পণ্ডিত।—যগু, বাবা! তুমি আমাদের এ প্রস্তাব সম্পূর্ণ রূপে বুঝেছ ত' ? তবুও স্পষ্ট ক'রে বলি—পুত্রের বিবাহে যেমন পণ লবে না—কন্যায় বিবাহেও সেইরূপেই পণ দিয়ে পণ-গ্রহণ-প্রথা-প্রলচনের সহায়তাও ক'রবে না ; যে ঘুষ লয় সে যেমন দণ্ডনীয়, ঘুষ যে দেয় সেও তেমনই পাপী।—

যজ্ঞেশ্বর। পুত্রের বিবাহে পণ লওয়া আমার হাতে, কিন্তু কন্যার বিবাহে অর্থ না দিলে তা'র বিবাহ হয় না যে; সেটা যিনি বরকর্ত্তা তাঁর হাতে।—

পণ্ডিত।—কন্যার বিবাহে বরকর্ত্তাকে অর্থ দেবার জন্য ব্যয় করলেই যে কন্যার মনমত পাত্রে বিবাহ দেওয়া যাবেই এমন নিশ্চয় কেহ বল্‌তে পারে ? তা'তে কি ভগবানের হাত নেই ?—ফলটা কি মানুষের হাতে ?—

যজ্ঞেশ্বর।—ভগবানের হাতে ত সবই।—কিন্তু চেষ্টা ত করা চাই—

পণ্ডিত।—পুত্রের বিবাহও তাহার ইচ্ছামত স্থানে দেওয়াও কি মানুষের হাতে?—মনে কর কাহারও কোনও পুত্র কোনও এক কন্যাকে বিবাহ করতে ইচ্ছা করে—ইহা কি স্থির বলতে পারা যায় যে বরকর্ত্তা অর্থ না নিলে সে কন্যার অভিভাবক—তিনি যেই হ'ন না কেন—সেই লোকের পুত্রের সঙ্গে বিবাহ দেবেনই।—

যজ্ঞেশ্বর।—তা—যদি কোনও বিশিষ্ট বড়লোকের কন্যাকে সে বিবাহ করতে চায় তা' হ'লে—তিনি যে সেই ঘরেই কন্যা দেবেন—এমন ত না ও হ'তে পারে।—

পণ্ডিত। বিশিষ্ট বড়লোকেরই কথা বা কেন বলছ?—সামান্য অবস্থাপন্ন লোকই যদি হন—তিনিই যে—ধনসম্পত্তি আছে বলেই—সেই ধনবানের পুত্রের সঙ্গে নিজ কন্যার বিবাহ দেবেন—অন্যত্র দেবেন না—তা'ই বা কি ক'রে নিশ্চয় বলা যেতে পারে।—

যজ্ঞেশ্বর।— তা' ত পারে না।—

পণ্ডিত। কথাটা এই—বিবাহে পণ দান বা গ্রহণ প্রথাটা নিতান্ত অন্যায় প্রথা—সে যখন বুঝেছ—তখন সেটার আর পোষকতা করবে না—; সে অন্যায় প্রথা আর চলতে দেবে না—; সদনুষ্ঠান কর—ফলের জন্য ভগবানের উপর নির্ভর কর।—

যজ্ঞেশ্বর বাবুর তখন গৃহিণী রাজলক্ষ্মীর কথা মনে পড়িল; তাঁহারই যে এই বিষয় উত্থাপন করিবার কথা ছিল তিনি ভাবিতে লাগিলেন তাঁহার সৌভাগ্য বশতঃ তাঁহাকে

সাহায্য করিবার জন্য বৃদ্ধ পণ্ডিত মহাশয় বুঝি আসিয়া পড়িয়াছেন। তিনি বলিলেন "পণ্ডিত মহাশয় আপনার আদেশ পালনে—আমি কি বিমুখ?—; কন্যার বিবাহের ভার আপনার উপর তবে আমার আশঙ্কা হ'চ্ছে পাছে—উহাতে কন্যার বিবাহ না হয়।"

পণ্ডিত।—বাবা, কর্ম্মের অনুষ্ঠান মানুষের হাতে, চেষ্টা মানুষের হাতে; ফলাফল ভগবানের হাতে।—তুমি মনোমত পাত্রের অনুসন্ধান করতে থাক, চেষ্টার ক্রটী করো না—এ বিষয়ে আলস্য ক'র না—তোমার কন্যার ইচ্ছানুরূপ পাত্রই জুটবে—ভগবান তোমার মহৎ উদ্দেশ্য সফল করবেন; তোমাকে হয় ত কয়েকবার বিফলমনোরথ হ'তে হবে—অনেক বেগ পেতে হবে; কিন্তু প্রতিজ্ঞায় দৃঢ় থেকো—'অন্যায় প্রথার পোষকতা করবো না' এ প্রতিজ্ঞায় অটল থেকো—তোমার মহৎ অনুষ্ঠান—তোমার প্রযত্ন কখনও বৃথা যাবে না।—নাতিনী কি আমার অবিবাহিতা থাকবে?—অবশ্যই নয়—; ভগবান তার উপযুক্ত পাত্র পূর্ব্বেই প্রস্তুত ক'রে রেখেছেন; তবে এ ক্ষেত্রে তোমার দৃঢ়তার,—তোমার মহত্বের পরীক্ষা হ'য়ে যাবে।—

যজ্ঞেশ্বর।—পণ্ডিত মহাশয়!—তবে জগদীশ বাবুর লোকদি'কে সেইরূপই বলুন।—

পণ্ডিত। বলি।—মুখোপাধ্যায় মহাশয়! শুনলেন ত?—যজ্ঞেশ্বর হ'তে আমাদের এ গ্রামে বিবাহে পণ দাণ বা

গ্রহণ কু প্রথার উচ্ছেদ হ'ল। আপনার জমীদার মহাশয়কে এসংবাদ দেবেন; তিনিও যেন এ কুপ্রথা স্বগ্রাম হ'তে উঠিয়ে দেবার প্রযত্ন ক'রে নিজের মহত্বের পরিচয় দেন।—

মুখোপাধ্যায়। যজ্ঞেশ্বর বাবু।—আপনারও কি এই কথা।—

যজ্ঞেশ্বর। আপনাদের সম্মুখে ত সব কথা হ'ল; আপনি ত সবই শুনলেন।—গ্রামের সর্ব্বসাধারণ ছাড়া কি আমি থাকতে পারি?—

মুখোপাধ্যায়। তবে আপনি যে কথা দিয়েছেন যে দশ-হাজার টাকা নগদ দেবেন—এখন সে কথার প্রত্যাখ্যান করছেন?—

যজ্ঞেশ্বর।—বাধ্য।—

মুখোপাধ্যায়।—তবে আর আমাদের কন্যা দেখবার প্রয়োজন নেই।—কথা দিয়ে যে কথা পালটায়—তা'র সহিত জমীদার শ্রীজগদীশচন্দ্র দাস ঘোষ মহাশয় কারবার করেন না।—চল হে—আমরা এই নয়টার ট্রেনে ফিরে যাই—

আগন্তুকগণ সকলে।—হ্যাঁ—হ্যাঁ—ছি—ছি—এদের কথার ঠিক নেই—এদের বাড়ীতে ভদ্রলোক বসে?—

হারান সরকার।—হুঃ—বটে?—আপনারা দর দিয়েছিলেন—তাতে আমরা রাজী নই—বাস্—; যদি কিনতেই হয়—তবে—আপনাদের দোকানে ইচ্ছে হ'ল না—আরও পাঁচ দোকান খোলা আছে—; দোকান-দারিতে আবার কথা দেওয়া-

দিয়ি কি ?—খদ্দের যেখানে সস্তায় সুবিধামত পাবে—সেইখানেই দাঁড়াবে।—আপনাদের যখন বিক্রী করাই কাজ—আপনারাও তখন আরও পাঁচটা গ্রাহক পটাবার চেষ্টা করতে পারেন।—

মুখোপাধ্যায়।—এরা নিতান্ত অভদ্র—এদের এখানে আর বসা নয়—।

আগন্তুক সকলে উঠিতে উদ্যত হইতেই পণ্ডিত মহাশয়, ইন্দু বাবু, সত্যেন্দ্র বাবু, যজ্ঞেশ্বর বাবু, তাঁহাদিগকে করযোড়ে মিনতি করিতে লাগিলেন। পণ্ডিত মহাশয় মুখোপাধ্যায়ের হস্তধারণ করিয়া বলিলেন—"সরকারের কথার জন্য আমি ক্ষমা ভিক্ষা করছি—বসুন—বসুন—"

অনেক অনুনয় বিনয়ের পর, অনেক ক্রোধ প্রকাশ করিয়া তাঁহারা বসিলেন।—

নিত্যানন্দ। জয় রাধে, শ্রীরাধে !—তোমারই চরণ ভরসা, মানময়ী, রাই কিশোরী !—

পণ্ডিত মহাশয় তাঁহাদের গ্রামের সংস্কার সমূহের বিবরণ দিতে লাগিলেন। তাঁহারা শুনিয়া বলিলেন "ও হুজুগ—অমন কত হুজুগ আমাদের এই বাঙ্গলায় হ'য়েচে ; ওসব দুদিনের জন্য—আমাদের জমীদার মশায় কোনও হুজুগের কথাই কাউকে তুলতে দেন না ; সেই ক'দিন স্বদেশী স্বদেশী হুজুগ উঠলো ; আমাদের জমীদার মশায় বললেন 'আগে দেশে কাপড় সস্তা করুক তবে দেশী কাপড় পরতে বলুক নইলে গরীব মানুষ বেশী দাম দিয়ে দেশী কাপড়

কিনতে পারে কোথায় ?' তা ঠিকই বলেচেন বিলাতী কাপড় খুব বিক্রী হ'চ্ছে। এই যে আপনারা বলচেন টাকা খরচ না করে মেয়ের বিয়ে দেবেন—একি কখন হ'তে পারে ?—ফলে হবে কি—মেয়েটার বিয়ে হবে না—ভাল ভাল পাত্র সব হাতছাড়া হ'য়ে যাবে—; শেষে যখন মেয়েটা চারছেলের মায়ের মত ধাড়ী হ'য়ে পড়বে—তখন সেই আবার ঘরের কড়ি দিয়ে—কোনও হা হাবাতে দোজ বরে তেজ বরে গছিয়ে দিতে হবে—তাও জোটে কি না সন্দেহ।—

২য় আ।—যজ্ঞেশ্বর বাবুই মারা যাবে আর কি!—গাঁয়ের পাঁচ ভুতে মিলে এই বেচারাকেই খাবে গা।—একি গাঁ!—

১ম আ।—ওঁর পাখা ওঠে, উনি মরবেন! তা আর আমরা কি করতে পারি?—আমরা ত এসেচি ওঁকে কন্যাদায় হতে উদ্ধার করতে!—

আর কেহ এ বিষয়ে কথা না কহিয়া আজে বাজে কথা কহিয়া সরিয়া পড়িলেন।—

আগন্তুক মহোদয়েরা বর্দ্ধমান জেলার রন্ধন ও খাদ্য সম্বন্ধে নানারূপ মতামত প্রকাশ করিতে করিতে আকণ্ঠ ভোজনের পর শয়ন করিয়া—এগ্রামের লোক কি ভীষণ প্রকৃতির, কেমন যজ্ঞেশ্বর বাবুকে ভুলাইয়া তাঁহার সর্ব্বনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছে—তাহার আলোচনা করিতে করিতে নাসিকা গর্জ্জন আরম্ভ করিয়া দিলেন।—

---

# দশম পরিচ্ছেদ।

মনহরপুরের বরপক্ষিয়েরা প্রত্যাবর্ত্তন করবার পর হইতেই যজ্ঞেশ্বর বাবু গৃহিণী রাজলক্ষ্মীকে পীড়া পীড়ি আরম্ভ করিলেন "তা'দি'কে ত বিদায় করেছি—এখন বল—"

রাজ-ল।—তুমি বিদায় করেছ? বল ত শুনি কেমন ক'রে বিদায় করলে?—

যজ্ঞেশ্বর।—যেমন তুমি বলেছিলে, আমাদের গ্রামের কেহ বিবাহে টাকা নেবেও না দেবেও না বলা হ'ল আর অমনি তা'রা বললে—তবে আর দেখতে চাই না।—

রাজ-ল।—তুমি বললে আর কাহারও বিয়েতে টাকা নেবেও না দেবেও না?

যজ্ঞেশ্বর।—তা আর কি! তোমার জন্য বলতে হ'ল! এখন বল—কোথায় কালীর বিয়ের সম্বন্ধ করেছ?—

রাজ-ল।—তবে প্রতিজ্ঞা করেচ যে পুত্র কন্যার বিয়েতে আর টাকা নেবেও না দেবেও না?

যজ্ঞেশ্বর।—তা'দিকে তাড়াবার জন্য তোমার কথা মত প্রায় তাই বল্‌তে হল।—

রাজ-ল।—প্রতিজ্ঞা কর নি? আমি ত মিথ্যা মিথ্যি তোমায় বলতে বলিনি।—

যজ্ঞে।—কেমন সত্যি সত্যি বিনা টাকায় তোমার মেয়েকে সৎপাত্রে বিয়ে করে দেখে তবে বলবো সত্যি সত্যি তুমি

বলেছিলে না মিথ্যা মিথ্যি বলেছিলে। এখন বল ত কোথায় সম্বন্ধ করেছ ?—

রাজ-ল।—আগে প্রতিজ্ঞা কর যে—'বিবাহে টাকা পণ লওয়া বা দেওয়া অন্যায় ব'লে আমি আর কখনও কোনও বিবাহে টাকা ল'বনা দেবও না—'। আমার গা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা কর।—

যজ্ঞে। ভ্যালা আপদ বটে!—আম্-ম্-ম'ল—; কে যে ওর মেয়েকে বিনা পয়সায় বিয়ে করবে—তাও ত বুঝি না। তা'দি'কে তাড়িয়ে ত আমি ঝক্‌মারি করেছি দেখ্‌ছি। আম্-ম্-মর—

রাজ-ল।—মরতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত; তবে মরবার আগেই কালীর বিয়ে দিয়ে যাব।—

যজ্ঞে।—তাই বল—কোথায় বিয়ে দেবে ?—

রাজ-ল।—ঠাণ্ডা হও—; বলছি ;—ব'স ; বিয়ের—শুভ কর্ম্মের কথায় কি অমন মেজাজ খারাপ করতে আছে ?—

যজ্ঞেশ্বর বাবু বসিয়া বলিলেন—"আচ্ছা বল"—

রাজ-ল।—সে দিন আমি বসে আছি—কালী প্রতিভাকে তা'র সেই স্কুলের প্রাপ্ত পুরস্কারগুলি দেখাচ্চে—তখন—

রমেশ ডাকিল "বাবা!—দাদামহাশয় আপনাকে শীঘ্র বৈঠকখানায় যেতে ডাকচেন—বলচেন তোর বাবাকে ছুটতে ছুটতে এখানে আসতে বল"—

যজ্ঞে।—ছুটতে ছুটতে!—কেন ?—কি হ'য়েছে ?—

রমেশ। কিছু ভাল খবর, বাবা! দাদামহাশয় হাঁসচেন; হেডমাষ্টার, ডাক্তার, বামাচরণ বাবু, সামন্তমশায়, বসুজেঠা—এঁরা সঙ্গে আছেন।—

যজ্ঞেশ্বর বাবু "এসে শুনবো;—মোহিত মোহন সরকার বাহাদুরের ঠেঁয়ে খেতাব পেয়েচে নাকি?—" বলিয়া বৈঠক-খানায় গেলেন।—

যজ্ঞেশ্বর বাবুকে দেখিয়াই পণ্ডিত মহাশয় একমুখ হাসিয়া বলিলেন—"ও যগু!—কাল তুই ছেলে মেয়ের বিয়েতে টাকা নিবিও না দিবিও না প্রতিজ্ঞা করলি আর আজই দেখ তোর মেয়ের জন্য দুই সৎপাত্র প্রস্তুত—;তাও যেমন তেমন সৎপাত্র নয়; তোর মেয়ে নিজেই বিয়ে করতে রাজি আছে—দেখ; যদি রাজী হ'স, ত আজই আশার্ব্বাদ হয়ে যাবে—আজ দিন ও লগ্ন খুব ভাল; দেখ; ত দেরী করিস্ না;—মিষ্টান্নের খুব ভাল রকম জোগার করতে হবে।"—

যজ্ঞেশ্বর।—বেশ ত; বেশ ত; বলুন না—শুনি—

পণ্ডিত।—শুনবি—কি—; বাপু! শোনা শুনি নেই—; আমি কালীকে বললুম 'হ্যাঁ, কালী।—আমায় বিয়ে করবি?' কালী বললে—"হ্যাঁ" এই ত এক পাত্র; তারপর বললুম "আচ্ছা, কালী!—তোর নামেই যে ছেলেটী আমাদের গাঁয়ে আছে তা'কে বিয়ে করবি?" কালীর আর চোখে মুখে হাঁসি ধরে না—"

যজ্ঞেশ্বর।—আমাদের গাঁয়ের কালী—কালীচরণ মিত্র?—

পণ্ডিত।—হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুই ও যেমন পাগল—; গাঁয়ে এমন সৎপাত্র থাকতে কোথায় এ গাঁ,—সে গাঁ—এদেশ সে দেশ, ক'রে বেড়াচ্ছিস; কালীর মত সুছেলে কোথায় পাবি?—সচ্চরিত্র, সাহসী, উদার, এবার বি, এস্‌সি, পাশ দিয়েচে, বিষয় আসয় আছে, সদ্বংশ, সকল বিষয়ে সকল রকমেই যেমনটী লোকে ইচ্ছা ক'রতে পারে।—

যজ্ঞেশ্বর বাবুর মনে হইল—সর্ব্বাগ্রে গৃহিণী কাহার কথা বলিতেছিলেন তাহা শুনা উচিত—সে পাত্র যদি তাঁহার ইচ্ছানুরূপ হয়; তাই বলিলেন—"একবার বাড়ীতে জিজ্ঞাসা ক'রে আসি"—

পণ্ডিত।—যাও, শীঘ্র যাও, আশীর্ব্বাদের লগ্নের আর দেরী নাই।

যজ্ঞেশ্বর বাবু বাটীতে আসিয়াই গৃহিণীকে বলিলেন "তোমার ও ভূমিকা ছেড়ে দিয়ে—বল—কোথায়, কার সঙ্গে কালীর বিয়ের কথা বলছিলে।"—

গৃহিণী।—বাবা যে দ্বিতীয় পাত্রটীর কথা বল্‌লেন—সেইটীরই কথা আমি বলছিলাম।—

যজ্ঞেশ্বর।—আরে!—তুমি কি করে জান্‌লে—বুড়ো কা'র কথা বলছিলেন?

গৃহিণী। তোমারই কান আছে—আমার নেই?—

যজ্ঞেশ্বর বাবু দেখিলেন—তাঁহার পিতার আমলের বৃদ্ধা দাসী পাশের ঘরে হাসিয়া উঠিল।—

পণ্ডিত মহাশয় সেই সময়ে অন্দরে প্রবেশ করিয়া বলিলেন "মা!—কালীর সঙ্গে—কালীরই বিয়ে দাও—আমাদের কালী বামাচরণের ভাই—এমন সৎপাত্র আর কোথায় পা'বে?—"

গৃহিণী।—আমিও সেই কথাই বলছিলাম, বাবা।—

পণ্ডিত। তবে আর দেরী কর কেন?—আশীর্ব্বাদ এখনই হ'য়ে যাক্,—আজ এখন দিনক্ষণ খুব ভাল আছে।—

যজ্ঞেশ্বর।—তা—তা—এখন সব প্রস্তুত নেই;—তা তা—ছেলেদি'কে জিজ্ঞাসা করা উচিত—ছেলেরা সব উপযুক্ত হয়েচে—আর-আর—আর—বামাচরণ—বামাচরণের বাড়ীতে মেয়ে দেওয়া—

পণ্ডিত।—বামাচরণরা কি নীচ ঘর?—উচ্চ, উদার, মহৎ, প্রকৃতির লোক, বামাচরণদের মত মহৎ বংশ কয়টা আছে?—অমন শান্তিময়, এক-উচ্চ-তানে-বাঁধা সংসার কয়টা আছে?

গৃহিণী।—তুমি আদেশ করলে পাঁচ মিনিটে আশীর্ব্বাদের সব প্রস্তুত করে দিতে পারি, আধ ঘণ্টার মধ্যে সকলকার জল-যোগের সমস্ত প্রস্তুত হয়ে যেতে পারে।—

যজ্ঞেশ্বর। তা—বামাচরণ—বামাচরণ যে—তা'রা—ওরা—যে—বামাচরণ যে—

পণ্ডিত।—যে কি?—খুলে বল না।—

যজ্ঞেশ্বর।—ছেলেদের সঙ্গে পরামর্শ করতে হবে—এত তাড়াতাড়ি কেন? কেউ ত পালাচ্চে না।—

পণ্ডিত। কি তোমার আপত্য? মনখুলে বল না—ছেলেদের মত আমরা নয় ক'রে নোবো—; মার মত আছে, গ্রামের গন্য মান্য ভদ্রলোকদের অনুরোধ—, তোর্ যদি মত হয়, ছেলেদের মত করতে কি দেরী লাগবে?—

যজ্ঞেশ্বর।—বামাচরণরা—বাংলা কায়েৎ—নিজে হাতে চাষ করে—বামাচরণ আমার চিরশত্রু।—

পণ্ডিত।—নিজ হাতে চাষ করা কি দোষের?—পুরা-কালে—ভারতের সে উন্নতির দিনে—আর্য্য মহাপুরুষেরা কি স্বহস্তে হলচালনা করতেন না, আজ কাল লোকে যে রকম চাকুরী করে তা'র চেয়ে চাষ করা কি শ্রেয়ঃ নয়? এ বিষয়ে ঋগ্বেদের চতুর্থমণ্ডলের ৫৭ সূক্ত—কুসংস্কার পরিত্যাগ করে, নিরপেক্ষভাবে, মন দিয়ে প'ড়ে দেখ—বুঝতে পারবে—নিজে হাতে চাষ করা শাস্ত্রবিরুদ্ধ, না. শাস্ত্র সঙ্গত।—তাও তা'রা নিজে হাতে এখনও লাঙ্গল দেয় নি।—আর বামাচরণ তোমার শত্রু!—বামাচরণ শত্রু কি!—বামাচরণ যে প্রকৃতির লোক সে কি কা'রও শত্রু হ'তে পারে?—বামাচরণ শত্রু!—তোমার কিসে এ ভুল ধারণা হ'ল?—চল আমি এ ভুল ধারণা মিটিয়ে দিচ্ছি—সে যে নিজে—বরকর্ত্তা হ'য়ে—নিজেই এ বিবাহ দেবার জন্য তোমাকে বল্‌তে এসেচে।—চল্—চল্—আয়—

বলিয়া পণ্ডিত মহাশয় যজ্ঞেশ্বর বাবুকে, পুত্র অভিমান করিলে পিতা যেমন তাহাকে ভুলাইতে লইয়া যান—সেই ভাবে—হাত ধরিয়া বৈঠকখানায় লইয়া গেলেন।—

বৈঠকখানায় যাইয়া পণ্ডিত মহাশয়—বামাচরণ বাবুকে ডাকিলেন। বামাচরণ বাবু হস্ত জোর করিয়া মিনতি করিলেন "আপনাকে কাকা ব'লে আসচি, আপনি আমাদের পিতৃস্থানীয় আপনার কাছে ভিক্ষা করচি—আপনার কনিষ্ঠা কন্যার সহিত আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা কালীর বিবাহ দিন।"

হেডমাষ্টার। আমিও এ প্রার্থণায় সংযুক্ত হ'চ্চি।—

সত্যেন্দ্র বসু।—আমার ইচ্ছা এ শুভ পরিণয় আশু সুসম্পন্ন হয়।—

যজ্ঞেশ্বর।—কেন ? আপনাদের এ ষড়যন্ত্র কেন ?—

পণ্ডিত।—তুমি বিবাহে অর্থদান কুপ্রথায় প্রশ্রয় দেবেনা প্রতিজ্ঞা করায় তোমার কন্যার বিবাহ কোথায় দেওয়া যাবে আলোচনা করছিলাম; সামন্ত তখন কালীর সহিত বিবাহের প্রস্তাব করলে—, প্রস্তাবটা বেশ দেখে আমরা বামাচরণের কাছে প্রস্তাব করায় সে ব'ল্‌ল—যদি তা'র ভ্রাতার এ বিবাহে সম্মতি থাকে তা' হ'লে সেও সম্মত; কালীকে আমি জিজ্ঞাসা কর্‌লাম; দেখ্‌লাম—কালীর এক মাত্র কালীকেই বিবাহ করবার ইচ্ছা—; তা'রপর তোমার কালীকে ধরলাম—তা'রও তা'ই ইচ্ছা বুঝা গেল।—তাই আমরা সকলে এ শুভ পরিণয়ের জন্য তোমার কাছে এসেছি।—তুমি সম্মত হও, শীঘ্র এ শুভকর্ম্ম সুসম্পন্ন হয়ে যাক্।—

যজ্ঞেশ্বর।—তবে বামাচরণের ভাইয়ের ইচ্ছা পূরণ করবার জন্যই আপনাদের এত আগ্রহ।—বামাচরণের ভাইয়ের যদি

আগ্রহ না থাকত তা' হ'লে আপনাদের এত আগ্রহ হ'ত না।—

পণ্ডিত।—সে কি রে বাপু।—এমন উল্টা বুঝিস কেন?—তোর কন্যার বিবাহ দেবার জন্যই আলোচনা হ'চ্ছিল—

যজ্ঞেশ্বর।—অত তর্কের দরকার নেই, আমি এখন এ সম্বন্ধে কিছুই বলতে পারি না;—কা'হারও সঙ্গে পরামর্শ করিনি—; কা'কেও জিজ্ঞাসা করিনি—কি ক'রে হটু ক'রে এখন কথা দিই?—

পণ্ডিত।—আমি তোর শিক্ষক, গুরু, এরা তোর শুভানুধ্যায়ী; বউমার মত রয়েছে, আবার কা'র সঙ্গে পরামর্শ করবি?—

যজ্ঞেশ্বর। নাঃ—এত শীঘ্র আমি বলতে পারি না। বিয়ের কথা—না ভেবে চিন্তে যা' তা একটা বলে দিলেই হ'ল? এখন কিছুই বল্‌তে পারি না।—

সেই গ্রামের একটী গরীব কায়স্থর ছেলে রাজসাহী কলেজে পড়িত; ছেলেটীর পিতা রাজসাহীতে সামান্য বেতনের কেরাণীগিরি করিতেন। ছেলেটীর অসাধারণ মেধা দেখিয়া স্কুলের কর্ত্তারা নিম্ন শ্রেণী হইতেই তাহাকে বিনা বেতনে পড়িতে দিতেন, ছেলেটী পাঠে যেমন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—সঙ্গীত বিদ্যাতেও তেমনই অসাধারণ বুৎপত্তি সম্পন্ন; তাহার গীত এত মধুর যে সে গাহিলে লোকের ভীড় লাগিয়া যাইত; গাছের পাখী ও বিবরের সাপও তাহার গান মুগ্ধ হইয়া শুনিত।—

ম্যাট্রিকুলেশন ক্লাসে উঠিবার পূর্ব্ব বৎসর হইতে তাহার সহিত তত্রস্থ এক ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের কন্যার প্রণয় হয়; ক্রমে সেই প্রণয় বয়সের সঙ্গে গাঢ় হইয়া তাহাদের জীবনের সঙ্গে মিশিয়া যায় ;—

কন্যার পিতা ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, সুবোধ দরিদ্র সন্তান; কেমন করিয়া সুবোধ এ প্রণয়ের কথা ব্যক্ত করিবে!—বামন হইয়া চাঁদে হাত দিতে যাইবে!—তাই সুবোধ প্রাণের কথা প্রাণেই রাখিল, হৃদয়ের ভাব হৃদয়েই ঢাকিল—কাহাকেও বলিবার ভরসা তাহার হইল না; বালিকাও বাল্য-স্বভাব-সুলভ-লজ্জা বশতঃ সে কথা কাহাকেও বলিতে পারিলনা; এইরূপে বালক বা বালিকার সেই প্রণয়ের কথা অভিভাবকেরা বা কেহই জানিতে পারেন না।

পরে বালকটীর পিতার কাল হওয়ায় তাহার মাতাকে দেশে আসিতে হয়; বালকটীর পড়াও সেই কারণ বন্ধ হইয়া যায়; তখন সে বি, এ পড়িতেছিল ; এদিকে ম্যাজিষ্ট্রেট মহাশয়ও বদলী হইয়া যান।—

বিচ্ছেদ-বহ্নীতে বালক বালিকার মন ও শরীর দগ্ধ হইতে লাগিল।—সে অসহ্য যন্ত্রণা বালিকা সহিতে পারিল না, ফলে তাহার সঙ্কটাপন্ন পীড়া হইল।—বিকারের ঘোরে কন্যাটী সেই বালকটীর নাম করিত ও কত কি প্রাণের কথা বলিত।—তখন চিকিৎসক তাহার পিতা মাতাকে বলিলেন ‘কন্যার এ রোগ বোধ হয় প্রণয় জনিত; মিলন ভিন্ন ইহার আরোগ্য হইবার

সম্ভাবনা কম ; কন্যাটীর পিতা তখন অনেক অনুসন্ধান করিয়া বালকটীর সংবাদ পাইলেন ও তাহার দেশে আসিয়া তাহাকে লইয়া গেলেন।—কিন্তু ইহাতে এত বিলম্ব হইল যে যেদিন বালকটী সেখানে পৌঁছিল তাহার পর দিনই কন্যাটীর মৃত্যু হইল।—

সেই অবধি সে বালকটীর মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া গিয়াছে; সে কোনও কর্ম্ম করিতে অক্ষম ; দেশেই ঘুরিয়া বেড়ায়, আহার নিদ্রার কোনও নিয়ম নাই, মাঝে মাঝে সম্পূর্ণ পাগলের মত হইয়া পথে পথে দুই এক কলি গান গাহিয়া বেড়ায়।—তাহার নাম সুবোধ চন্দ্র সিংহ, লোকে তাহাকে সুবোধ খ্যাপা বলে।—

আজ এই সময়ে হঠাৎ সুবোধ গান গাহিতে গাহিতে যজ্ঞেশ্বর বাবুর বাটীর ভিতর প্রবেশ করিয়া অন্দর মহলে ছুটিয়া গেল

"জীবনে ভাল বাস্‌তে তুমি, আমার জীবন রতন
আমি তোমায় কখনও যে ক'রলাম না যতন—"

সুবোধ খ্যাপা যজ্ঞেশ্বর বাবুর চক্ষুশূল ছিল।

সুবোধ খ্যাপাকে বাটীর ভিতর যাইতে দেখিয়া যজ্ঞেশ্বর বাবু জ্বলিয়া উঠিলেন ও তাড়াতাড়ী বাটীর ভিতর গিয়া তাহার ঘাড় টিপিয়া ধরিয়া ঠেলিতে ঠেলিতে বাহিরে লইয়া আসিলেন।

সুবোধকে গ্রামের সজ্জনেরা অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। সুবোধ খ্যাপা হইলেও স্বভাবতঃ নিরুপদ্রব ছিল ; কেবল

হরিধন ভট্টাচার্য্য বুড়ার বিবাহের সময় সুবোধ অত্যন্ত উপদ্রব করিয়াছিল; তাহা ব্যতীত সুবোধকে কখন কেহ ইষ্ট ভিন্ন অনিষ্টাচরণ করিতে দেখেন নাই। মৃতের সৎকার করিতে, রোগীর সেবা করিতে সুবোধ সর্ব্বাগ্রে দেখা দিত। সুবোধ লোকের বিপদের বন্ধু, অসময়ের সহায়, সে সময়ে তাহার পাগলাম যেন কোথায় উড়িয়া যাইত।

সুবোধকে হঠাৎ ভালবাসার গান গাহিতে গাহিতে ভিতরে যাইতে দেখিয়া সত্যেন্দ্র বসু মহাশয় বলিয়া উঠিলেন "ওঃ। হো! সুবোধের কি অসাধারণ অনুভব শক্তি! এ বাড়ীর ভিতর যে প্রণয়ের গন্ধ আছে,—যা'র জ্বালায় সে পাগল,—তা' বুঝতে পেরে কেমন যথা সময়ে উপস্থিত হয়েছে!"

আর সেই সময়েই যজ্ঞেশ্বর বাবু সুবোধের ঘাড় টিপিয়া ঠেলিতে ঠেলিতে তাহাকে বাহিরে আনিলেন। ইহা দেখিয়া সকলেই "হাঁ! হাঁ! করেন কি? করেন কি? ছেড়ে দিন"; বলিয়া উঠিলেন; মনীন্দ্র সামন্ত একলম্ফে যজ্ঞেশ্বর বাবুর হাত টানিয়া তাঁহাকে সরাইয়া দিলেন।

মনীন্দ্র সামন্তর সবল ঝট্‌কানিতে যজ্ঞেশ্বর বাবুর হাত খানি যেন স্কন্ধ হইতে ছিঁড়িয়া পড়িবার মত লাগিল। ইহাতে যজ্ঞেশ্বর বাবু আরও রুষ্ট হইয়া গেলেন।

সুবোধ যজ্ঞেশ্বর বাবুর দিকে চাহিয়া আবার গান ধরিল—

আহা! করলাম না যতন!
কেন করলাম না যতন?

জীবনে ভাল বাসতো সে যে
আমার জীবন রতন!

যজ্ঞেশ্বর বাবু সুবোধের বুকে পদাঘাত করিতে লাফাইয়া উঠিলেন; সামন্ত বাবু নিমেষের মধ্যে সুবোধকে পশ্চাৎ হইতে ধরিয়া সরাইয়া দিলেন; যজ্ঞেশ্বর বাবু তাহাকে আবার লাথি-মারিবার জন্য একটু ফিরিয়া লাথি চালাইতে তাঁহার লাথি সজোরে বৃদ্ধ পণ্ডিত মহাশয়ের বক্ষে লাগিল; পণ্ডিত মহাশয় ঘুরিতে ঘুরিতে পড়িয়া গেলেন। সকলে "হায়! হায়!" করিয়া উঠিল।

রাজলক্ষ্মীর বৃদ্ধা দাসী অলক্ষিতে সবই দেখিতে ছিলেন—তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে বাটীর ভিতর ছুটিয়া গেলেন।

ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া বলিলেন আঘাত বড় গুরুতর হইয়াছে। ওঁকে অতি সাবধানে হস্‌পিট্যালে লইয়া যাইতে হইবে।

কতক গুলি লোকে একটা তক্তপোষে শুয়াইয়া পণ্ডিত মহাশয়কে হস্‌পিট্যালে লইয়া গেলেন; আর দুইজনে সুবোধকে ধরিয়া লইয়া গেলেন।

রাজলক্ষ্মী আসিয়া যজ্ঞেশ্বর বাবুকে বলিলেন "করলে কি! ওঁরা তোমাকে কন্যাদায় হ'তে উদ্ধার করতে এসেছিলেন, তোমার কন্যার যার সহিত প্রণয় হয়েছে বুঝে তা'রই সঙ্গে বিবাহের ব্যবস্থা করিতে এসেছিলেন আর তুমি এই অশীতিপর সর্ব্বজ্যেষ্ঠ, মহাবিদ্বান, পরম ধার্ম্মিক, বেদজ্ঞ, ঋষিতুল্য, ব্রাহ্মন গুরুকে পদাঘাত করে মারলে!"

যজ্ঞেশ্বর। যা'ই হ'ক আমি ঐ কুচক্রী, হারামজাদা, বামাচরণ মিত্রের বাটীতে কন্যা দোব না।

রাজলক্ষ্মী কাঁদিতে কাঁদিতে হস্‌পিট্যাল অভিমুখে চলিলেন।

যজ্ঞেশ্বর বাবু বাধা দিয়া বলিলেন "যাও কোথা ?"

রাজলক্ষ্মী—"তোমার পাপের যদি কিছু প্রায়শ্চিত্ত করতে পারি—দেখি" বলিয়া দ্রুত চলিয়া গেলেন।—

যজ্ঞেশ্বর বাবুর আর তাঁহাকে বাধা দিবার ভরসা হইল না। প্রায় ১৯ ঘণ্টা পর বৃদ্ধ পণ্ডিত মহাশয়ের সম্পূর্ণ সজ্ঞা লাভ হইল।—

শয্যা পার্শ্বে রাজলক্ষ্মীকে শুশ্রুষায় নিযুক্তা দেখিয়া পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন—

"আমি এখন বেশ সুস্থ হ'য়েছি ;—মা, সত্যই তুমি লক্ষ্মী ;—মা,—আমি বড়ই দুঃখিত যজ্ঞেশ্বর বাবাজিকে কয়েকটা কুসংসর্গে মিলে কুমতি ক'রে তুলেচে ; মা তুমি তাকে ওসব সংসর্গ পরিত্যাগ করতে পরামর্শ দিতে থেকো ;—আমরাও সে চেষ্টায় থাকবো।—

আর একটা কথা তোমাকে জানিয়ে রাখা উচিত মনে করি—কালীচরণের সঙ্গে কথায় কথায় আমি যা জানলাম—তাতে তা'রই সঙ্গে কালীর বিবাহ দিতেই হবে ;—নতুবা ফল বড় বিষময় হবার সম্ভাবনা ;—তুমি বুদ্ধিমতী—আর বেশী—বোধ হয়—তোমায় কিছু ব'লতে হবে না ;—মা ! এ লজ্জার কথা নয় ;—স্বভাবজ পবিত্র প্রণয় জগদীশ্বরের অনুকম্পায় ঘটে—একে

পূর্ণ হ'তে দেওয়া মনুষ্যোচিত পূণ্য কর্ম্ম। যাও—আর তোমায় কষ্ট করতে হবে না—আমি বেশ ভাল হ'য়েছি।—

* * * *

তাহার পর পণ্ডিত মহাশয়কে তাঁহার বাটীতে লইয়া যাওয়া হইল:—

* * * *

সেখানে, একদিন পর, সত্যেন্দ্রবসু মহাশয়ের সহিত কালীর বিবাহ বিষয়ে তাঁহার কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল—

পণ্ডিত।—কালীর সঙ্গে কালীর বিয়ে দিতে যজ্ঞেশ্বর বিরোধী হওয়ায় আমাদের একটা দায়ীত্ব এসে পড়চে।—

বসু।-মানুষ মাত্রেরই—যিনি শুনবেন তা'রই—এ প্রণয় যা'তে পরিণয়ে পূর্ণ হয় তা যথাসাধ্য করা উচিত।—পণ্ডিত মহাশয়।—আমি ত আশ্চর্য্য হই—শিক্ষিত ভদ্র সন্তানরা কি ব'লে নিজ বিবাহে পণ লওয়া প্রথাটা প্রচলিত থাকতে দেয়!

পণ্ডিত।—আমাদের দেশে এতদিন বাল্য বিবাহ প্রচলিত থাকাতে বিবাহ সম্বন্ধে স্বীয় কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য পাত্র পাত্রীরা ঠিক জানে না।

বসু।—পাত্রদের এখন ত আর বাল্যাবস্থায় বিবাহ হয় না—অন্ততঃ ভদ্রসন্তানদের ত নয়—এখন তা'রা শিক্ষিত হ'য়ে বয়ঃপ্রাপ্ত হ'য়ে বিবাহ করচে—তবুও তা'রা বিবাহে পণ লওয়া সম্বন্ধে কোনও আপত্য না ক'রে পিতামাতাকে তা'দের বিবাহে এ মহা অন্যায় করতে দেয়!—বিবেক কি তা'দের নেই?—

পণ্ডিত।—বিবেক তা'দের আছে তবে তা'রা একটা ভুল ধারণার বশবর্ত্তী হ'য়ে থাকে।—তা'রা মনে করে—বিবাহ বিষয়ে পিতামাতার ইচ্ছা বা আজ্ঞা পালন করা পিতৃ মাতৃ ভক্তি পরীক্ষা দেওয়ার একটা স্থল। তা না হ'লে কি যা'দের মধ্যে প্রণয় হ'য়েচে সে সব পাত্র পাত্রীও পিতামাতা অন্য পাত্রী পাত্রের সঙ্গে বিবাহ দিলেও নির্ব্বাক থাকে, আর—হয় আত্মহত্যা ক'রে আপন পরকাল পর্য্যন্তও নষ্ট করে—নয় জীবনব্যাপী দুঃসহ যাতনায় দগ্ধ হ'তে থাকে?—এই ভুল ধারণার বশবর্ত্তী হ'য়েই আমাদের দেশের পাত্র পাত্রীরা পিতামাতাকে অন্যায় কর্ম্ম করতে দেয়।—তা'রা জানে না—তাদের এ শিক্ষা দেওয়া হয় না—যে পিতৃমাতৃ ভক্তি দেখানর চেয়েও অনেক বড় একটা পরীক্ষা তা'দের এ ক্ষেত্রে হ'য়ে যায়—সেটা মনুষ্যত্বের পরিচয়ের পরীক্ষা—যে মনুষ্যত্বের কাছে—অপর সকল জিনিষই ছোট—এত ছোট—যে তুলনার অনুপযুক্ত।—যে পাত্র নিজ বিবাহে পিতামাতাকে পণ-দান-গ্রহণ করতে দেয়—সে মনুষ্যত্ব হীনতার পরিচয় দেয়। সে যে স্নেহলতা বধের পাপে পাপী, এত যে শত সহস্র দরিদ্র গৃহস্থ কন্যার বিবাহ দিতে সর্ব্বস্বান্ত হ'চ্চেন, সে সব ঋণ দারিদ্রের জন্য সে যে ভগবানের কাছে দোষী—তা সে—এই মনুষ্যত্ব জ্ঞানের অভাবে—বুঝতে পারে না। যে পাত্র পাত্রী (পিতামাতার মনস্তুষ্টির জন্য) যে ভালবেসেচে তা'কে ছেড়ে অন্যকে পত্নী-পতি-ত্বে বরণ করে সে আরও অধিকতর মনুষ্যত্ব হীনতার পরিচয় দেয়।—ভরত

যদি রামকে ফেরাতে না গিয়ে বিনা আপত্যিতে গুরুশ্রেষ্ঠ মাতার ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করতেন— তা' হ'লে তিনি জগতের চক্ষে হেয় হ'য়ে থাকতেন,—কিন্তু তিনি সে ক্ষেত্রে মাতাকে অবহেলা ক'রে কি অসাধারণ মহত্বের পরিচয় দিয়ে রামায়ণের পাতা উজ্জ্বল ক'রে রেখে গেছেন!—

যে পিতামাতা পুত্র কন্যার বিবাহ তা'দের ইচ্ছার বিরুদ্ধে দিতে যান বা অন্যরূপে অন্যায় আচরণ করেন তাঁদের পক্ষে— এই নীতি প্রযোগ্য—

গুরোরপ্যবলিপ্তস্য কার্য্যাকার্য্যমজানতঃ।
উৎপথং প্রতিপন্নস্য কার্য্যং ভবতি শাসনম্॥—

রামায়ণ অযোধ্যাকাণ্ডম্ ২স ১৪।—

সত্যেন্দ্র!—তুমি ছাত্রদের দোষ দিচ্চ—তা'দের দোষ কি? মনুষ্যত্ব যে আমরা ছাত্রদি'কে শেখাই না!—অন্যায়ের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াতে কৈ আমরা তাদের শিক্ষা দিই?—

বসু।—তা বটে,—আমাদের এ হতভাগ্য দেশে এককালে— যাঁরা ৩৬৫ দিনই শ্বশুরালয়ের অন্ন ভক্ষণ ক'রে বেড়াতেন তাঁ'দিকে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ ব'লে গন্য করা হ'ত! শাস্ত্রাদেশ ব'লে— জনসাধারণকে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মগ্রন্থই পড়তে দেওয়া হ'ত না! সংখ্যায় যাঁরা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী, কার্য্য যাঁদের অধিকতর কষ্টসাধ্য, তাঁ'দিকেই সর্ব্বাপেক্ষা নীচ ধ'রে নিয়ে, পেষণ করা হ'ত। আশ্চর্য্য কি যে কেহ কেহ পিতৃ ইচ্ছা পালনের দোহাই দিয়ে মানুষকে অ-মনুষ্যোচিত কার্য্য করতে উপদেশ দেবেন!—

পণ্ডিত।—এখন আমাদের দেখতে হ'বে কালার যেন অন্যত্র বিবাহ দিতে যজ্ঞেশ্বর না পারে।—এরূপ ক্ষেত্রে অন্যত্র বিবাহ দিলে এক সঙ্গে কয়টী অন্যায় হয় দেখ—যা'দের মধ্যে প্রণয় হয়েচে তা'রা উভয়েই মন কষ্ট পায়,—তা' ছাড়া তা'দের সঙ্গে যাদের বিবাহ দেওয়া হয়—তাদেরও মনে অশান্তি হবার সম্ভাবনা থাকে; আর উভয় পক্ষের সংসারেও সুখ শান্তি না হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।—

কালীর বিবাহ সম্বন্ধে আমাদের সর্ব্বদা সংবাদ রেখে যখন যা' উচিত তাই করতে হবে; যাতে অন্যত্র বিবাহ হ'তে না পায়—আর যাতে কালীচরণেরই সঙ্গে তা'র বিবাহ হয় সে বিষয়ে সচেষ্ট থাকতে হবে।—বামাচরণ বিবেকী হওয়ায় এ বিষয় অনেকটা সহজ হ'য়ে আছে।—

---

# একাদশ পরিচ্ছেদ

রাজলক্ষ্মী। আমি কতবার বলেছি, তোমার পায়ে মাথা খুঁড়ে দিয়েছি, ঐ কুসংসর্গগুলো পরিত্যাগ কর; ও গুলোকে কি যে পেয়েছ যা'তে ও গুলোকে ছাড়তে পার্‌চো না—তা' ত' বুঝে উঠ্‌তে পারি না।—ঐ আপদগুলো মিলে তোমার মতিগতি খারাপ ক'রে দিচ্ছে।—

যজ্ঞেশ্বর। তুমি মেয়ে মানুষ, ঘরসংসারের ভিতরেই তোমার কাজ। বাহিরে কোথায় কি হ'চ্ছে না হ'চ্ছে সে সব মেয়ে মানুষের অধিকারের বাইরে।—

রাজলক্ষ্মী। আর তুমি বাইরে ব্রহ্মহত্যা ক'রবে—আমি তা'তে কিছু বলতে পারবো না!—তোমার সকল পাপের যে সমভাগী আমি তা' কি জান না?—

যজ্ঞেশ্বর। বুড়োকে দৈবাৎ লেগে গিয়েছিল, আমি ত বুড়োকে মার্‌তে যাইনি; সামন্ত সে বেটাকে না সরালে ত বুড়োকে' লাগতো না।—

রাজলক্ষ্মী। পাগলকে মারা কি মানুষের কাজ?—আহা ছেলেটীর মাথা খারাপ হ'য়েছে—তাই; না হ'লে এমন ছেলে কেউ ছিল কি?—এখনও ছেলেটী লোকের কত সেবা উপকার ক'রে।—

যজ্ঞেশ্বর। হারামজাদা, বজ্জাত, পাগল?—পাগলরা কি পিরীতের গান গেয়ে বেড়ায়?—

রাজলক্ষ্মী। সেটা বুঝলে কি আর তুমি কালীর সহিত কালীচরণের বিয়ে দিতে এমন অমত করতে?—ঐ দেখেই তোমার আক্কেল হওয়া উচিত যে কালীর সঙ্গে কালীর বিয়ে না দিলে কি ফল ফল্‌তে পারে।—

যজ্ঞেশ্বর। হ্যাঃ!—বিয়ের আগে আবার প্রণয় হতে পারে?—তোমার হয়েছিল না কি?—

রাজলক্ষ্মী। তা হ'লে কি তুমি আমায় পেতে?—তা মনের কোনেও স্থান দিও না—যে একজনকে প্রাণ দিয়ে—আবার অন্য একজনকে পতিত্বে বরণ কর্‌তাম; আর তোমার কালীরও যে অন্য পাত্রের সঙ্গে বিবাহ দিতে পার্‌বে তাও মনে ক'র না।—

যজ্ঞেশ্বর। আমি এ বিশ্বাস করতে পারি না—যে ঐ টুকু মেয়ের মনে প্রণয়ের সঞ্চার হ'তে পারে।—আর বিয়ে হ'তেই ত প্রণয়ের উৎপত্তি,—বিয়ের আগে কি ক'রে প্রণয় হ'তে পারে?—

রাজলক্ষ্মী। তবে যে এত অসংখ্য বইয়ে ঐ বিষয়ের আলোচনা থাকে;—সে সবই কি মিথ্যা?—

যজ্ঞেশ্বর। বইগুলো কাল্পনিক্‌দের কল্পনা-সম্ভূত; বেচে টাকা করবার ফিকির।—

রাজলক্ষ্মী। তা নয়;—সে গুলো তোমার মত লোকের চক্ষু খুলে দেবার জন্য,—লোক শিক্ষার জন্য—একজনের জ্ঞান বহুলোককে দেবার জন্য—জগৎ সংসারের উপকারের জন্য।—

যজ্ঞেশ্বর। তোমার মাথার জন্য, বামাচরণের শ্রাদ্ধের জন্য—!

রাজলক্ষ্মী। আচ্ছা! বামাচরণের উপর তোমার এত রাগ কেন ?—

যজ্ঞেশ্বর। হারামজাদা—আমার চিরশত্রু,—আমাকে অবজ্ঞা করে হারামজাদা—এত তা'র গরব!—

রাজলক্ষ্মী। তোমাকে অবজ্ঞা করে কি সে দেখ্‌লে ?

যজ্ঞেশ্বর। এক দিন ডেকে পাঠিয়ে কত কথা বললাম ; তা একটা কথারও জবাব দিলে না, ফট্ করে চ'লে যাওয়া হ'ল,—যাবার সময় আমার আশ্রিত খাতককে ডেকে ভাঙ্গিয়ে নিয়ে গেল, একি কম স্পর্দ্ধার কথা!—বেটা ভারি বাড়্ বেড়েছে —কতকগুলো লোক ওর বাড়িতে রোজ ব'সে ওকে খোসামোদ করে কি না—তাই মনে করে—আমি কি হনু আর কি!—

রাজলক্ষ্মী। এইতেই তা'র এত দোষ হয়ে গেল!—সে যে দেখ্‌লেই কাকা ব'লে জোড় হাত করে—যে দিন তুমি বাবাকে লাথি মারলে—তা'র পর যখন দলে দলে বিভিন্ন গ্রাম হ'তে ছাত্রবৃন্দ এসে—তোমার উপর প্রতিহিংসা নেবার জন্য খেপে উঠেছিল—গুরুভক্ত মুসলমানরা তোমার বাড়ী প্রায় ঘিরে ফেলে ছিল—তখন সে না থাকলে তোমার যে কি হ'ত তা' কি কখন ভেবেচ ? ও ই সেই উন্মত্ত প্রায় প্রচণ্ডমূর্ত্তী জন শ্রোতের মতি ফিরিয়ে দিলে—ওই তা'দি'কে শাস্ত ক'রে ব'ল্লে—'মহাপুরুষের এখন জীবন সঙ্কটাপন্ন; তোমরা তাঁর আরোগ্যের জন্য

সকলে মিলে প্রার্থনা সুরু করে দাও ; ভগবানের আসন ট'লে যাক্, তিনি আরোগ্য হ'য়ে উঠুন'—তা'তেই ত হিন্দু মুসলমান ইতর ভদ্র, সকলে মিলে "দোহাই ঈশ্বর; দোহাই খোদা" ক'রে এক সঙ্গে প্রার্থনা জুড়ে দিলে আর তুমি কিনা তা'কে শত্রু মনে কর। এমন ভ্রম কেন তোমার হ'ল ?—

যজ্ঞেশ্বর। তোমার মাথা হ'ল—আমি ওর ঘরে মেয়ে দোবো না।

রাজলক্ষ্মী। আচ্ছা ওই নয় তোমার শত্রু,—কালীচরণ ত কোনও দোষ করে নি ?

যজ্ঞেশ্বর। না করুক, আমি ওর ঘরে মেয়ে দোবো না।—

রাজলক্ষ্মী।—তোমার মেয়েকে কি ক'রে অন্যের পত্নী করবে—সে কালীকে ভালবেসেছে যে ?—

যজ্ঞেশ্বর। তোমার মুণ্ডু হয়েছে—ঐ টুকু মেয়ে ভালবেসেছে।

রাজলক্ষ্মী। কালী! মা,—এদিকে আয়্ তো—

যজ্ঞেশ্বর। ডাকতে হবে না—। মেয়ের বিয়ে আমি ওর বাড়ী দেবো না - বাস্।—

রাজলক্ষ্মী। তবে জেনে রেখে দাও—কালীরই সঙ্গে তা'র বিয়ে দোবো—অন্য কোথাও নয়—

যজ্ঞেশ্বর। বটে!—

রাজলক্ষ্মী। আমার কন্যা যা'কে ভালবেসেছে সে ব্যতীত অন্য কা'কেও সে বরমাল্য দেবে না—; বেশ মনে রেখো কালীরই সঙ্গে কালীর বিয়ে হবে—অন্যত্র নয়।—

যজ্ঞেশ্বর। আচ্ছা! দেখা যা'বে—

রাজলক্ষ্মী। কেন অনর্থক বাধা দেবার চেষ্টা ক'রে গণ্ডগোল করবে? তোমারই মেয়ে তুমি তা'র মনোমত পাত্রে বিবাহ দাও—তোমার পায়ে পড়ি।—

যজ্ঞেশ্বর বাবু বিনাবাক্যে বৈঠকখানায় চলিয়া গেলেন।—

বৈঠকখানাতে আসিয়া কিছু ভাল না লাগায়, যজ্ঞেশ্বর বাবু পুত্র যোগেশকে ডাকিয়া বলিলেন "যা ত, ভট্টাচার্য্য মহাশয়, চক্রবর্ত্তী মহাশয়, ঘোষাল মহাশয়, তর্কলঙ্কার মহাশয় এঁরা কয়দিন আসেন নি কেন—দেখে আয় ত; আর আসতে বলে আস্‌বি।"—

অনেকক্ষণ পরে যোগেশ ফিরিয়া আসিয়া বলিল ঃ—

বাবা!—ভট্টাচার্য্য মহাশয় বললেন 'শরীরটা ভাল নেই'—তাঁ'র পুত্র বধু ব'ললেন 'যাবেন বই কি?—তোর বাপ বামুনের বুকে লাথি মারে—তা'র বাড়ী আবার বামুনে যায়, শূদ্র হ'য়ে বামুনের অঙ্গে পদাঘাত!' আর কত গাল দিলেন।—আর চক্রবর্ত্তী মহাশয় বললেন 'তোর বাপকে চন্দ্রায়ণ করতে বলগে যা—আগে চন্দ্রায়ণ করুক তবে যাব—যাব না কেন—আহা! দত্ত আমাদের কত অনুগত—যাব বই কি—চন্দ্রায়ণ করুক—শীঘ্র শীঘ্র আয়োজন করতে বলবি'; আর ঘোষাল মহাশয় বাড়ীতে থাকেন নি—কে অনেক ভুগে ভুগে ম'রেচে তার অন্ন-প্রায়শ্চিত্ত করতে গিয়েছেন—তাঁ'র গিন্নী বললেন 'আগে তোর বাপকে প্রায়শ্চিত্ত করতে বল—তবে ত যাবেন'; আর তর্কলঙ্কার

ষষ্টাঙ্গে তিলক ও ছাপ দিতে দিতে 'শ্রীরাধে রাধারমন, গৌর, নিতাই, গৌরাঙ্গ হে'—ইত্যাদির ছড়াছড়ি ক'রে বললেন—'শূদ্র হয়ে ব্রাহ্মণের বক্ষে পদাঘাত!—শ্রীকৃষ্ণ যাঁর পদাঘাত চিহ্ন বক্ষে সাদরে ধারণ ক'রে ধন্য হ'লেন তাঁ'র বক্ষে পদাঘাত শূদ্র হ'য়ে!—গো দান, সুবর্ণদান অনেক দান ধর্ম্ম ক'রলে শত সহস্র ব্রাহ্মনের পদধূলি মাথায় নিলে তবে যদি কথঞ্চিৎ পরিমাণে ওর প্রায়শ্চিত্ত হয়—; তা' ডাকচে যখন তখন বলগে 'যাচ্চি'; তবে প্রায়শ্চিত্তের যেন সব জোগাঢ় করে রাখে; নইলে জাত তা'র গেছেই, চণ্ডালেরও অধম হয়েচে; চৌদ্দপুরুষ নরকস্থ হয়েছে; আহা—ঐ যে তা'র বাপ পিতামহ নরকে ডুবেচে আর উঠ্‌চে, ত্রাহি ত্রাহি কর্‌চে; যা, শীঘ্র শাস্ত্র প্রায়শ্চিত্ত করতে বল গে,—যাব না কেন, ডাকচে যখন তখন যেতে হবে, হাজার হোক গাঁয়ের লোক, আমরা পাঁচজনে উদ্ধার না করলে, কে করবে?—যাবো যাবো—বলিস যাবো;—যোগাড় টোগাড় ক'রে খবর দিলেই যাবো।"

শুনিয়া যজ্ঞেশ্বর বাবুর অঙ্গ হিম হইয়া গেল।—

তিনি কাহাকেও কিছু না বলিয়া অল্পক্ষণ পায়চালি করিয়া বাগানগুলির তত্ত্বাবধান করিতে গেলেন।—



## দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

গ্রামের একপ্রান্তে নদীর তীরে যজ্ঞেশ্বর বাবুর একটী বৃহৎ কলা বাগান ছিল—বাগানটী প্রায় ৬০ বিঘা, তাহাতে নানা জাতীয় উৎকৃষ্ট কলা গাছ ছিল। বাগানটী অনুন্নত ইষ্টকের প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত; বাগানে মালী ছিল—তাহার নাম ফকির। যজ্ঞেশ্বর বাবুর আজ্ঞা ছিল যে তাঁহার অনুমতি ব্যতীত কোন কিছু তোলা বা কাটা না হয়; বা কাহাকেও দেওয়া বা বিক্রয়ের জন্য হাটে বা কোথাও পাঠান না হয়।—তিনি ফকিরকে বিশেষরূপে বলিয়া দিয়াছিলেন—যে তাঁহার গৃহিণী বা কোনও পুত্রও কিছু চাহিলে যেন দেওয়া না হয়। ফকির কিন্তু মাঝে মাঝে গৃহিণী লক্ষ্মীমা'কে ফলাদি দিত; তাহার জন্য কর্ত্তা তাহার জরীমানা করিতেন—আর লক্ষ্মী মা সে জরীমানা দিয়া দিতেন।—

এই বাগানে একটী মর্ত্তমান কলা গাছে অসম্ভব রকম বৃহৎ আকারের কলার একটী বৃহৎ কাঁদি ফলিয়াছিল। সে কাঁদির কলা পাকিয়া উঠিয়াছিল। সাধারণতঃ—কলা পাকিবার উপযুক্ত হইলেই তাহা কাটান হইত ও বাড়ীতে পাকান হইত—। কিন্তু এ কাঁদিটী কেন যে গাছেই পাকিতে দেওয়া হইতেছে—যাহা কখন হয় না—মালী তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই। সে ভাবিয়াছিল—যে এ কাঁদিটী হয় ত কর্ত্তার নজরে পড়ে

নাই; যখন কাঁদিটী প্রায় সুপক্ক হইল সেই সময়ে মালী লক্ষ্মীমা'কে বলিল—"মা! বাগানে একটা মর্ত্তমানের কাঁদি গাছেই পেকেচে, সেটা আশ্চর্য্য রকমের বড়—আর আশ্চর্য্য এই যে—বাদুড়ে বা পাখীতে তা' এখনও খায় নি"।—

রাজলক্ষ্মী উত্তর দিলেন "তবে সেটা ভগবানের পূজার জন্য আছে, কাল আমার ব্রত উদযাপন হবে—কাল সকাল সেটা কেটে নিয়ে আসিস।"

সেই অনুসারে এই দিন প্রাতে তাহা কাটিয়া বাটীতে লক্ষ্মীমাকে দিয়াছিল।

কর্ত্তা বাগানে সেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট কলার কাঁদিটী দেখিতে না পাইয়া অত্যন্ত বিরক্ত ও রুষ্ট হইলেন।—

বৈঠকখানায় আসিয়াই ফকিরকে ডাকাইলেন।—ফকির আসিলে জিজ্ঞাসা করিলেন "ফকৃরে সে পাকা মর্ত্তমানের কাঁদিটা কি হ'ল?

ফকির। আজ্ঞে—সে—টা—গিন্নিমা—ব্রত উদযাপন করতে—চেয়েছিলেন।—

যজ্ঞেশ্বর। হারামজাদা—তোকে আমি বার বার বলিনি—তুই বাগানের কিছুই আমার হুকুম ভিন্ন দিবি না? হারামজাদা! করলি কি!—সে কলার কাঁদিটা নষ্ট করলি!—হারামজাদা! তোর মাথাটা কাটলেও যে তা'র বদল হয় না!—

এই বলিয়া তিনি জমীদারী সেরেস্তার পশ্চিমা নগদীকে ডাকিয়া তাহাকে পেছমারা করিয়া বাঁধিতে আদেশ দিলেন।—

কলার কাঁদির উপর মনিবের লক্ষ্য ছিল এবং কোনও বিশেষ কারণে তিনি তাহা গাছেই পাকাইতেছিলেন, তাহা কাটা অন্যায় হইয়াছে, এই চিন্তায় ও তাহার কি সাজা হইবে, এই ভাবনায়—ফকির প্রথম কিছুক্ষণ হতবুদ্ধি হইয়াছিল ; সেই অবসরে পশ্চিমা নগদী তাহাকে পেছমারা করিয়া থামের সঙ্গে বাঁধিয়া ফেলিল ও তৎপরে মনিবের আজ্ঞা পাইয়া নগদী সেই বাঙ্গালী শ্রমিকের পৃষ্ঠে আনন্দ সহকারে সজোরে বেত্রাঘাত করিতে লাগিল।—

বাঙ্গালী শ্রমিকরা কখন মার খায় না, ফকিরও কখন মার খায় নাই ; আজ হঠাৎ তাহার পৃষ্ঠে নিষ্ঠুর হস্তের বেত্রাঘাত পড়িতেই সে "বাপ্‌রে মেরে ফেল্‌লেরে"—বলিয়া চীৎকার করিয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল।—

ফকিরের পত্নী মোক্ষদা সেই সময়ে সেই বাটীতেই ধান সিদ্ধ করিতেছিলেন, পতির এই আর্ত্তনাদ শুনিয়া তিনি একখানা আঁশবঁটী তুলিয়া লইয়া বাঘিনীর মত ছুটিয়া আসিয়া সেই বৃহৎ আঁশবটীখানি সেই পশ্চিমা উৎপীড়কের মাথা লক্ষ্য করিয়া তুলিলেন। হঠাৎ সেই রণরঙ্গিণী মূর্ত্তী দেখিয়া পশ্চিমা বীরবর সরিয়া পড়িলেন ; আর সেই অবকাশে মোক্ষদা পতীর বন্ধন কাটিয়া দিলেন।—

ফকির বন্ধন মুক্ত হইয়াই মোক্ষদাকে বলিল "চল, এ বাড়ী ছেড়ে পালাই, আর এখানে কাজ কর্‌বো না"—

পশ্চিমা বীর ইতিমধ্যে একটা বাঁশের লাঠী লইয়া তদ্দারা মোক্ষদার পায়ের গোছে এমন মারিল যে মোক্ষদা সেই বঁটী

হস্তেই বেকায়দায় পড়িয়া গেলেন ও সেই বঁটীতে তাঁহার স্কন্ধদেশ খানিকটা কাটিয়া গেল।—ফকির "বৌকে মার্‌লো গো,—খুন হ'ল গো" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল।—

পথ দিয়া যাঁহারা যাইতেছিলেন তাঁহারা ভিতরে উঁকি মারিয়া দেখিলেন মোক্ষদা পড়িয়া রহিয়াছে—আর তাহার গলা দিয়া রক্ত বহিয়া যাইতেছে—তাঁহারা পথে চীৎকার করিয়া উঠিলেন— "যজ্ঞেশ্বর দত্ত নগদী দিয়ে ফকিরের বৌকে কাটিয়ে ফেল্‌লে" ও গ্রাম ময় তাহাই রাষ্ট্র হইয়া গেল।—

গৃহিণী রাজলক্ষ্মী ফকিরের আর্ত্তনাদ শুনিয়াই সন্দিগ্ধ হইয়াছিলেন ফকিরকে সেই কলার কাঁদির জন্য ত নির্য্যাতন করিতেছেন না? তিনি দাসীকে পাঠাইয়াছিলেন "যদি তা'ই হয় তবে বল্‌বে যে আমিই ব্রতের জন্য সেই কাঁদিটা কাটিয়ে আনিয়েছি" কিন্তু দাসী আসিয়া দেখিল মোক্ষদা রক্তের উপর পড়িয়া আছে; রক্ত বহিয়া যাইতেছে; ফকির ঐ বলিয়া চীৎকার করিতেছে—নিকটে নদগী লাঠী হস্তে তাহাকে শাসাইতেছে।—

এরূপ রক্তের দৃশ্য দাসী কখনও দেখে নাই; সে কাঁদিতে কাঁদিতে হাঁপাইতে হাঁপাইতে গিয়া গিন্নীমাকে বলিল "নদগীটা ফকিরের বৌকে কেটে ফেলেচে, আর ফকিরকে মার্‌চে;—কর্ত্তা সেইখানে দাঁড়িয়ে হুকুম দিচ্চেন।"—

গিন্নীমা "সর্ব্বনাশ! হত্যা!" বলিয়া বৈঠকখানায় ছুটিয়া আসিলেন; আসিয়াই অবস্থা দেখিয়া ফকিরকে বলিলেন

"দেখছিস কি, এ কাঁদবার সময় নয়; দৌড়ে গিয়ে ডাক্তারকে ডেকে আন্, নইলে মারা যাবে; দৌড়ে যা, যা—দৌড়।"—

ফকির "তুমি দেখো মা" বলিয়া ডাক্তার ডাকিতে ছুটিল।—

জ্ঞানেন্দ্র নাথ দে ডাক্তারের বাটী অপেক্ষাকৃত কাছে ছিল; সেখানে তাঁহাকে পাইল না; তিনি ভিন্ন গ্রামে রোগী দেখিতে গিয়াছিলেন। তখন হস্‌পিট্যালে ছুটিয়া গেল—; সেখানেও ডাক্তার কোনও রোগীকে অস্ত্র করিতেছিলেন; ফকির তাঁহাকে সংবাদটাও দিতে পারিলনা। কি করিবে ভাবিতে ভাবিতে—আবার জ্ঞানেন্দ্র নাথের বাটীর দিকে চলিল,—পথে হরিধন ভট্টাচার্য্যের সহিত সাক্ষাৎ হইল; তিনি ইতি পূর্ব্বে শুনিয়াছেন যে—যজ্ঞেশ্বর বাবু ফকিরের বৌকে কাটাইয়া ফেলিয়াছেন—; ফকিরকে দেখিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "কি ফকির!—এমন সসব্যস্ত কেন?"

ফকির। আজ্ঞে সর্ব্বনাশ হ'য়েচে—ডাক্তারদের একজনকেও পাচ্চি না —

ভট্টাচার্য্য। ডাক্তারকে কেন? মনিব বাড়ী কা'রও অসুখ হয়েচে না কি? না তোরই অসুখ?—

ফকির। আজ্ঞে অসুখ কা'রও নয়—বউয়ের কাঁধটা কেটে গেছে—

ভট্টাচার্য্য। লোকের দৈবাৎ হাতের আঙ্গুল—পায়ের আঙ্গুল কেটে যায়—কাঁধটা কি করে কাটল রে?

ফকির। আজ্ঞে সে এখন বলবার সময় নেই ;—ডাক্তারকে কোথায় পাই ?

ভট্টাচার্য্য। এমন বোকা ত দেখিনি! কি হয়েচে বল্না ?—তোর ভালর জন্যই জিজ্ঞাসা করচি—কাঁধ কাট্‌লো কি করে ?—

ফকির। আজ্ঞে নগদী লাঠী মর্‌লো—পড়ে গিয়ে বঁটিতে কাঁধটা কেটে গেল।—

ভট্টাচার্য্য। এঃ! তাই তো, তোর্ বউকে তা হ'লে ত খুন ক'রেচে বল্। সে দিন ব্রহ্মহত্যা কর্‌লে—আজ স্ত্রী হত্যা!—তুই ছাড়িস্ না—যা—পুলিসে খবর দিগে। তোর বউকে তোর চখের সাম্‌নে হত্যা কর্‌লে—আর তুই চুপ করে থাকবি ?—ছিঃ—তুই—কি মানুষ নস ? না—ছাড়িস্ না—যা পুলিসে খবর দিগে।—

ফকির। আজ্ঞে না—এখনও বেঁচে আছে—

ভট্টাচার্য্য। তবে যা দৌড়—পুলিসকে ডেকে আন—তা'রা দেখুক কেমন কেটেচে—

ফকির। ডাক্তার বাবুকে কোথায় পাব ?—কোন্ গাঁয়ে গেছেন ?—হাঁসপাতালের ডাক্তার যে অস্ত্র কচ্ছেন, অস্ত্র কর্‌তে কত দেরী হয় ?—কি করি—? কোন্ ডাক্তারের কাছে যাই ?—

নিত্যানন্দ তর্কলঙ্কার সেই পথে আসিয়া উপস্থিত হইলেন—"রাধারমণ—নিতাই—প্রভু হে!—হাঁরে ফক্‌রে!—কি—হয়েছে ?—কি শুনচি ?—"

ভট্টাচার্য্য। এর চ'খের সাম্‌নে এর বৌটাকে কেটে মেরে ফেল্‌লে আর এ আহাম্মক চুপ করে আছে!

নিত্যানন্দ। রাই কিশোরী! তোমারি ইচ্ছা; সে কি রে? যা পুলিসে খবর দিগে যা—রাধাকান্ত! ব্রহ্ম হত্যা তা'র উপর স্ত্রী হত্যা—গৌর হে—প্রভূ, ষোল আনা পূর্ণ হ'য়েচে—এইবারে ডুব্‌বে, যা—ভট্টাচার্য্য মহাশয়—বিজ্ঞ ব্যক্তি—যা পরামর্শ দেন—শোন্—যা—যা—শীঘ্র পুলিসে যা—রাধা রাধা—

ফকির। ডাক্তার বাবু কোন্ গাঁয়ে গেছেন?—

নিত্যানন্দ। প্রভু হে—ডাক্তার কি কর্‌বে?—পুলিসে যা—

ফকির। আজ্ঞে প্রাণটা আছে—ডাক্তার ত বাঁচাবে—

নিত্যানন্দ। গৌর, নিতাই!—একেই বলে—ছোট লোক—আরে আহাম্মক ডাক্তার দেখলে ফ'সকে যাবে, তা'রা ডাক্তারকে ঘুষ দেবে—সে একটা যা' তা' রোগ বলে দেবে—আর পরে পুলিসেও কিছুই কর্‌তে পারবে না;—এখনও কি সে আছে?—কোন্ কালে হ'য়ে গেছে—পুলিসে যা রে বোকা—পুলিসে দৌড়,—গৌর, নিতাই, শ্রীগৌরাঙ্গ—রাই কিশোরী।—

ডাক্তার জ্ঞানেন্দ্র নাথ এই সময়ে ঘোড়া ছুটাইয়া সেই স্থান দিয়া যাইতেছিলেন—তাঁহাকে দেখিয়া ফকির ডাকিল "ডাক্তার বাবু, ডাক্তার বাবু"—ডাক্তার ঘোড়া থামাইয়া দাঁড়াইলেন "কি রে—ফকির—কাহার' অসুখ না কি?—"

ফকির। আজ্ঞে আমার বউর কাঁধটা কেটে গেছে—বড্ড রক্ত বেরুচ্চে—

ডাক্তার। কোথায়—?—

ফকির। মনিব বাড়ীতে—

ডাক্তার। তুই যা আমি যাচ্চি—

বলিয়া ডাক্তার বাবু দ্রুত ঘোড়া ছুটাইয়া নিজ বাসায় গেলেন। সেখান হইতে ব্যাণ্ডেজ আদি প্রয়োজনীয় জিনিষ পত্র ও একজন কম্পাউন্ডারকে যজ্ঞেশ্বর বাবুর বাটীতে পাঠাইয়া আবার অশ্বারোহণে তথায় পোঁছিলেন।

রাজলক্ষ্মী পূর্ব্ব হইতেই গরম জল প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন।—ডাক্তার আহতকে ঔষধাদি দিয়া ব্যাণ্ডেজ করিয়া নিজের বাটীতে পাঠাইলেন—কারণ তাঁহার অনেক রক্ত বাহির হওয়ায় ও অনেকটা কাটিয়া যাওয়ায়—অবস্থা তখন সঙ্কটাপন্ন ছিল।—

---

# ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

পদ্ম পুষ্করিণীতে কতকগুলি লোক স্নান করিতে গিয়া কথোপকথন করিতেছেন।—

১ম। আচ্ছা, সে দিন শ্রমিক সঙ্ঘের সভায় গানি মিঞাকে কেন সভাপতি করা হ'ল?—তিনি ত বামাচরণ বাবুর চেয়ে ভাল বক্তৃতা দিতে পারেন না—বিদ্বানও নন।

২য়। কেন—তার কারণ ত বামাচরণ বাবু বলেই দিলেন, যে চাষী সঙ্ঘে মুসলমানদেরই মধ্যে কাহাকেও প্রধান পদ দেওয়া উচিৎ, কারণ মুসলমানেরা সকলেই চাষী, আর তাঁদের মধ্যে গানি মিঞাই সকলের বন্ধু—, তা' ছাড়া গানি মিঞা সুহৃৎ—

১ম। কেন—আগুড়ীরা সকলেই চাষী নয়? সামন্ত বাবু ত তাঁদের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান আর গাঁয়ের কত উপকারী।—

৩য়। সামন্ত মহাশয় ধনীও যে; আর গানি মিঞা গরীব চাষী। গনি মিঞাকে সভাপতি করবার অন্য মতলবও আছে—মুসলমানরা সাধারণতঃ কিছু সন্দিগ্ধ মন হন, কিছু পার্থক্য ভাবাপন্ন হন, তাঁ'দের বিশ্বাস রাখবার জন্য, আর হিন্দুদের সঙ্গে তাঁ'দিকে সম্পূর্ণরূপে মেশাবার উদ্দেশ্যেই গানি মিঞাকে সভাপতি আর সামন্তকে সম্পাদক করা হয়েছে।

১ম। আচ্ছা! আর সে দিন যে সঙ্ঘের সভা ছিল তাতে কি হ'ল?

২য়। কেন তুমি যাও নি?

১ম। না ভাই সে দিন আমার বৌর বড্ড জ্বর—

৩য়। সে সভা ত ফকির ডাকিয়েছিল।—

২য়। শুধু ফকির কেন—যজ্ঞেশ্বর বাবুর বাড়ীর চাকর, মজুর, কিশান সবাই মিলে তা'র জন্য সামন্ত মহাশয়ের বাড়ীতে গিয়েছিল; তা'রা দত্তদের বাড়ীতে আর কেউ কাজ কর্‌বে না বলেছিল।—

৩য়। একই কথা ফকিরকে লয়েই তা'র সূত্রপাত।—এই সিদ্ধান্ত হ'ল যে—যজ্ঞেশ্বর বাবু ফকিরকে আর তা'র বৌকে মারার জন্য ১০৲ আর ২০ টাকা ক্ষতিপূরণ দেবেন; না দিলে তাঁ'র বাড়ীতে ও ক্ষেত্রে একমাস কাজ বন্ধ করা হবে—তা লক্ষ্মীমা সে টাকার বেশী তা'দি'কে দিয়ে দিয়েচেন; সাজা খুবই বেশী হ'ত, অনেকের মতছিল ওঁর বাড়ীতে আর ওঁর ক্ষেত্রে কাজই না করা—তা' সকলকার মত হ'ল না; অনেকে বল্‌লে—তা' হ'লে—লক্ষ্মীমার কষ্ট হবে—সাপ্‌কে মার্‌তে শিবকে মারা হ'বে—তাই—তা' করা হল না—। কতক লোকের মতে ফকিরেরও দোষ ছিল তাই সাজা গুরুতর হ'ল না—। আরও নিয়ম পাস হয়েচে যে—অত্রস্থ লোক যে কাজ কর্‌তে পারবে—সে কাজের জন্য অন্যত্রের লোক রাখা হ'লে তা'র কাজে প্রকারান্তরে বাধা দেওয়া হবে; তা'ই সর্ব্বত্র প্রচার করা হয়েচে যে—অত্রস্থ নগ্‌দী না রাখলে কেহই যেন নগ্দীর কথা না শুনে; এখন যজ্ঞেশ্বর বাবু পশ্চিমা নগ্‌দীকে বিদায় দিতে বাধ্য হবেন, কারণ কেহই তা'র কোনও কথাই শুন্‌চে না;

এমন কি তা'র কথার কেহ উত্তরও দিচ্চে না কাজেই তা'র দ্বারা কাজ হ'চ্চে না—

১ম। বেড়ে মজাই হয়েচে ভাই!—একজনকার উপর কিছু হ'লে, গাঁয়ের ষোল আনা তা'র জন্য তৈরী।—বাঃ! কি মজা! এক জনের দুঃখ কষ্ট সকলের প্রাণকে কাতর ক'রে তুলচে; একের প্রাণে বাজলে সকলের প্রাণে ঝঙ্কার দিয়ে উঠছে!

৪র্থ। আমি কিন্তু ঠিক বুঝতে পার্‌চি না।—যদি গাঁয়ের লোকগুলো যণ্ডবাবুর বাড়ীতে বা ক্ষেতে কাজ না ই করে, তা হ'লে কি তাঁ'র কাজ বন্ধ থাক্‌বে?—তিনি ত বিদেশ থেকে জন মজুর এনে কাজ করাবেন—যেমন ঐ নগ্‌দীটাকে এনেচেন; ধাঙ্গোর সাঁওতাল গুলোকে দিয়ে কাজ করাবেন।—

৩য়। দেশের মজুর যদি ক্ষেত্রে না খাটে, ত বাহিরের লোক দিয়ে ক্ষেত্রে চাষ করিয়ে লাভ করিতে হয় না। ধাঙ্গোর সাঁওতালকে কখন চাকর হ'য়ে কা'রও ক্ষেতে কাজ ক'রতে দেখেছ?—তা'রা প্রায়ই ভাগ চাষ ভিন্ন করে না; আর দিন মজুরের মত দু দশ দিন ধান কাট্‌তে আসে; তা'রা চিরকাল কি আমাদের এ দেশে থাক্‌তে পারে?—নগ্‌দীর মত লোক কি ক্ষেত্রে খাটে?—ওর মাহিনা কত—রোজগার কত?—ওরা দরবাণী, নগদী, এই সব ফাঁকী দেওয়া গুণ্ডামী কাজই করে. ক্ষেত্রে খাট্‌তে কি মেহনতের কাজ করতে বললেই বাছাধনরা পলায়ন করবে।—

৪র্থ।—আচ্ছা! কোলাদি'কে ধান বিক্রী করা যে বন্ধ করা হ'য়েছে—তা—জজবাবু যে ধান জমা ক'রে রাখেন আর এক একটী মেয়ের বিয়েতে মড়াই মড়াই ধান কোলো মহাজনদি'কে বেচে দেন তা'র কি করবে?

১ম। তা'রও সব কথাবার্ত্তা ঠিক হ'য়ে গেছে; তাঁ'কেও ধান গাঁয়েই চাল করতে হবে; আর মেয়ের বিয়েতে যদি টাকা দেওয়া বন্ধ না করেন—তবে যত হাজার টাকা বর পক্ষীয়দি'কে দেবেন তত শত টাকা গ্রামের উন্নতির জন্য দিতে হবে; এ সবের জন্য গ্রামের গন্য মান্য কয়জন মিলে তাঁ'র সঙ্গে দেখা ক'র্‌তে যাবেন; মুখে মুখে কথা হবে, পাছে চিঠিতে লেখালিখি ক'র্‌লে না বোঝার দরুণ কোনওরূপ মনান্তর ঘটে।

৪র্থ। তিনি যদি না শুনেন?—

২য়। তখন তা'র ব্যবস্থা হবে। ডেপুটি ম্যাজেষ্ট্রেট মহাশয় না কি প্রতিজ্ঞা করেছেন যে ছেলে মেয়ের বিয়েতে টাকা আর নেবেন ও না দেবেন ও না। তিনিও না কি জজ্‌কে উপরোধ করবেন।—

৩য়। আরও একটা নূতন কাজ আরম্ভ হয়েছে। সামন্ত, গানি মিঞা, বামাচরণ আরও দুজন মুসলমান ভদ্রলোক মিলে যে সব সামান্য সঙ্গতি সম্পন্ন লোক বিদেশে চাকুরী করেন, আর দেশের ঘরবাড়ী বিষয় আসয় দেখতে পারেন না; তাঁ'দের চাষ বাস, ঘরবাড়ী পুকুর বাগান ও সমুদয় সম্পত্তি তত্ত্বাবধান করবার একটা সমিতি খুলেচেন যাতে তাঁ'দের ক্ষতি বা লোকসান বন্ধ

হয়। এখন হিসাব ও সন্ধান লওয়া হচ্ছে এরূপ কা'র কি সম্পত্তি আছে, কে দেখে, কে চাষ করে, কত তা'র আয়, কত তাঁ'কে দেয় ইত্যাদি; তা'র পর কা'র জন্য কি বন্দোবস্ত দরকার তা'র বিচার ও ব্যবস্থা হবে। হয়ত সাধারণ থেকে লাঙ্গল-বলদ রেখে তাঁ'দের জমী চাষ ক'রে, খরচ বাদে ফসল দেওয়া হবে।—

৪র্থ। এটী খুব ভাল। আহা! বিদেশী বেচারীদের সম্পত্তি এক রকম লুট হয়।—

৩য়। এটা খুবই ভাল কাজ হবে; তাঁ'রা সম্পত্তি থেকে ন্যায্য ফল শস্য পেলে গাঁয়ের প্রতি তাঁ'দের টান পড়বে,-গাঁয়ের উন্নতির জন্য তাঁ'রাও খরচ দিতে পারবেন।—আর গাঁয়ের লোকের উপর তাঁ'দের মায়া হ'বে। তাঁ'রাও প্রয়োজন হলে গাঁয়ের লোকের চাকুরী জুটিয়েও দেবেন।—

১ম। আচ্ছা, ভাই, যগুবাবু সে কলার কাঁদিটা কি করতেন?—বিক্রী করবার হ'লে কি অমন গাছেই পাকাতেন? বিক্রীর গুলো ত গাছে পাকান না।—

৩য়। তা শোনো নি?—ওঁর বড়ছেলে যে কাছারীতে পেস্কার, তাঁ'রই কাছে পাঠাতেন তাঁ'র মনিবকে দেবার জন্য; সাহেবকে নগদ টাকা ঘুস দিতে না গিয়ে, এই লোভপ্রদ কলার কাঁদি মেমসাহেবকে নজর দিতেন।—

৪র্থ।—আচ্ছা পেস্কার বাবু কত বেতন পান?—

২য়।—ষাট টাকা বুঝি—

৪র্থ।—তবে যে লোকে বলে তিনি মাসে তিনশত টাকা রোজগার করেন?—সেটা তবে লোকে তিনকে তাল ক'রে বাড়িয়ে বলে?—

৩য়। না—না তিনি অতই বরং বেশী রোজগার করেন।—

৪র্থ।—মাইনে পান ৬০ টাকা আর রোজগার করেন ৩০০৲ টাকা—কি করে?—

১ম। তাও জান না?—এই ধরণা—তাঁর ছোট ভাই উকিল—তাঁকে বাড়ী থেকে খরচ পাঠাতে হয়, কিন্তু পেস্কার বাবুর বৌর প্রায়ই নূতন গহনা হয়, বৌর নামে ব্যাঙ্কে টাকা জমা হয়—চাল চলন কি? যেন লাটসাহেব; অত গুলো ছেলে মেয়ে থাক্‌তে এ মাহার্ঘের দিনে বিদেশে থেকেও এ সব কি ৬০৲ টাকায় হ'তে পারে?

৪র্থ।—আচ্ছা কেউ ঘুষ নিলে কাছারীতে তা'র যে সাজা হয়—সেখানে ঘুষ চলে কি করে?—

৩য়।—ঘুষের একটা মোকদ্দমা লয়ে গিয়ে দেখ না—সেখানে ঘুষ চ'লে কি না। অবশ্য Everywhere honourable exceptions excepted.

২য়।—আহা, ঘুষ কি তোমার আমার মত নগন্যকে কেউ দেয়?—ভাগ্যবান মহাপ্রভূরা দয়া ক'রে লোকোদ্ধার হেতু ঘুষ গ্রহণ করেন। যিনি এত পরিমাণে ঘুষ গ্রহণ করেন, তিনি তত পরিমাণে বড় অর্থাৎ মহৎ লোক।—

৩য়।—যথা—যদি পেয়াদায় ঘুষ নেন, তিনি লন এক টাকা, যদি নায়েব মহাশয় লন, তিনি পঞ্চাশ বা একশতর কমে

রাজী হন না; যদি দেওয়ানজী লন ত তিনি আড়াইশতর কম্মে কথা কন না; যদি মালবাবু লন ত পাঁচ টাকাতেও রেহাই দেন, কিন্তু যদি বড় ষ্টেসনমাষ্টার লন তা হ'লে অন্ততঃ পঞ্চাশটী টাকা দিতে পড়ে; ওভারসীয়ার বাবুকে দিতে হ'লে পঁচিশ ত্রীশ টাকাতে হয়ে যায়, পরন্তু তদুপরিস্থ এস, ডি, প্রভুকে দিতে হ'লে শয়ের কমে বড় চলে না; আর যদি আরও উচ্চপদস্থকে দিতে হয় ত হাজার দশ হাজার বা ততোধিক অবস্থা বিশেষে লাগে; বড় বাবুকে দিতে হ'লে আমটা, বেলটা, কলাটা কপিটাতেও চ'লে যায়, কিন্তু চীফ্ বাবুকে দিতে হ'লে ঝুড়ি, ঝোয়া ভর্ত্তী না হ'লে দেওয়া যায় না; ফোরম্যান চাইলে দু এক টাকাতেই হ'য়ে যায়, কিন্তু জেনার্‌ল ফোরম্যান বাবু সাহেব চাইলে, স চাট তিন চারি বোতলের কমে কি হয় কারণ তিনি সবন্ধু খাবেন ত; আর যদি সুপারিণ্টেণ্ডেটকে দিতে হয় ত এক কেসের কমে হ'তেই পারে না; যেখানে কনিষ্টপাল চায় সেখানে চার আনাতেও হ'য়ে যায়, কিন্তু যদি ওদুর্দ্ধওয়ালাকে সন্তুষ্ট করতে হয় ত তেমন মাল মসলা লাগে—

২য়। তা হ'লেই হ'ল যিনি যত অধিক ঘুষ লন তিনি তত বড় লোক, সুতরাং মহৎ লোক, বন্দ্য, মান্য, গণ্য, বরেণ্য—

৪র্থ।—ঘৃণ্য, অধম—

১ম।—ওসবকে কি ঘুষ বলে? ও নামটী নয়—ওসবকে বলে—দস্তুরি, মামুলি, প্রাপ্য, বকসিস, বা দেয়। ইংরাজিতে

বলে Tip, To Insure Promptness, Tip সভ্য জগতে খুব চলে।—

৪র্থ। এই ঘুষই হচ্চে জগতের প্রায় সকল অত্যাচারের মূলীভূত কারণ।

৩য়। হ্যাঁ—ভাই কালীর বিয়ে লয়ে কি একটা রহস্য হয়েচে না কি ?—

১ম। রহস্য আর কি ?—কালীর জ্ঞান হ'য়েচে, লেখাপড়া শিখেচে, তাই একটা স্বাধীনতার স্পৃহা জন্মেচে; নিজের বিবাহ সম্বন্ধেও স্পৃহাটা সেই স্বাধীনতা বশতঃই ইচ্ছানুরূপ পাত্রস্থ হয়েচে—স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন "Love never comes until there is freedom." এ মহাবাক্য সকল ক্ষেত্রেই প্রয়োয্য। স্বাধীনতা ব্যতীত ভালবাসা জন্মাতে পারে না—; এটা স্বভাবজ। যাঁদের একাগ্রতা নেই, তাঁদের প্রণয় জন্মায় না; মাত্র সাংসারিক সম্বন্ধ জনিত একটা ভাব হয়। আমাদের শাস্ত্রে দেখতে পাবে দময়ন্তীর এই প্রণয় হ'য়েছিল, সাবিত্রীর এই প্রণয় জন্মেছিল, এই প্রণয় উদয় হ'য়ে ছিল বলেই শ্রীরামচন্দ্র যখন হরধনু ভঙ্গ করতে যান সীতার মন তখন আনন্দে উৎফুল্ল হয়েছিল।—

৩য়।—তবে যে কেহ কেহ শুনে হাসে, ঠাট্টা করে—

১ম।—তা'রা মূঢ়, তা'দি'কে জানতে হবে প্রণয়হীন।—তা'দের পতি-পত্নী সম্বন্ধ সাংসারিক বন্ধন-জনিত, স্বর্গীয় প্রণয়

ঘটিত নয়।—পৃথ্বীরাজ-সংযুক্তার যে ভালবাসা সেটা কি ঠাট্টার জিনিষ হ'তে পারে?—এও ত সেইরূপই।—

৩য়।—যজ্ঞবাবু নাকি বলেচেন, "বাম চরণের ঘরে আমি মেয়ের বিয়ে দেবো না;" তবে কালীর সঙ্গে কালীচরণের বিয়ে কি করে হবে!—কালীকে ত অন্য লোককে বিয়ে ক'রতে হবে!—

১ম। বোধ হয় নয়—তবে কি হয় সেটা দেখবার জিনিষ—শেখবারও জিনিষ।—

আচ্ছা আমার একটা বিষয়ের সন্দেহ যাচ্চে না।—আমরা ত আর আগেকার মত পচা পুকুরের জল খাই না, পচা জলে স্নানও করি না, তবে কেন আমার বউর জ্বর সারচে না?—

৩য়। তোমার বউর অসুখের জন্য তুমি সব দিন বুঝি বক্তৃতা শুনতে যেতে পাও না?—তাই।—সব দিনই যেতে হয়—কোন্ দিন কি শিক্ষা পাওয়া হয় তার্ ঠিক কি?—অনেকে তাই ভাবে, সেই ত একই কথা বলবে—কিন্তু তা'রই মধ্যে প্রতি বক্তৃতাতেই কিছু না কিছু নূতন থাকেই।—সে দিন ডাক্তার জ্ঞানেন্দ্র বাবু বললেন 'কেহ কেহ হয় ত ভাববেন যে—আর কি—Tube well এর জল খাচ্চি, পুস্করিণীর পঙ্কোদ্ধার হ'য়ে গেল—, ভাল জলে স্নান করচি—আর কোনও রোগই হবে না—আর যদি পুনশ্চ রোগে পড়েন তা হ'লেই ভাববেন—দূর ছাই—সেই ত রোগ হচ্চেই—তবে আর এত সব করার ফল কি হল?—জানবেন এমন ধারণা হওয়া বড়ই ভুল; যুগ যুগ

ধ'রে, পুরুষানুক্রমে পচা জল ব্যবহার ক'রে—যে রোগবীজ শরীরের মধ্যে পোষন ক'রে আসচি—সে সব সহজে যাবার নয়—রীতিমত ঔষধ সেবনে—বহুকাল সাবধান থেকে—তবে তা যেতে পারে—হয় ত কত লোককে সে পূর্ব্বের পোষা রোগ হ'তে—থেকে থেকে মাঝে মাঝে ভুগে—মর্‌তেও হবে—। তবে আর সেইরূপ পচা জল ব্যবহার না করার ফল এই হবে—যে সেইরূপ রোগবীজ আরও নুতন করে শরীরে প্রবেশ করবে না—শরীর অচিরে সুস্থ হবার সম্ভাবনা থাকবে।—

১ম। ওঃ! বুঝলাম। আচ্ছা। এইবার থেকে যে দিন বক্তৃতা হবে সেই দিন শুনতে যা'ব। বাস্তবিক আমি মনে করেছিলাম সেই একই কথা ত বলবে, রোজ রোজ গিয়ে কি হবে ?

৩য়। আর একটা নুতন অনুষ্ঠান শীঘ্রই হবে—

২য়। কি ?—

৩য়। সুবর্ণেশ্বরের তলায় রাত্রে একটী বিদ্যাপীঠ বসিবে—তা'তে ভক্তদি'কে পূজার বিধি ও মন্ত্র সব্যাখ্যা শেখান হবে।—আজ কাল বাড়ী বাড়ী যে বিগ্রহ আছেন, প্রায় ত সে গুলির পূজাই হয় না—বাড়ীর কেহ ঠাকুর ঘর ধুয়ে দেন আর বামুন গিয়ে একবার ঘণ্টা নেড়ে চা'ল কলা যা থাকে লয়ে চলে যান, কোনও বামুন এক আধ বার ওঁ ভং মং ভং ক'রে চীনে ভাষা দু একটা আওড়ান কিন্তু তদ্বারা ত গৃহস্থের পূজা করা হয় না—যা'তে মানে বুঝে রীতিমত পূজা

ক'রতে পারেন ভক্তকে তা'ই শেখান হবে—। আরও নিয়ম হবে যে বাড়ীতে যখন বিগ্রহ পূজা হবে তখন বাটীর সকলকে দেবালয়ে উপস্থিত হতে হ'বে, সকলে মিলিত কণ্ঠে ভগবানের স্তোত্র পাঠ করতে পারবেন; সকলকে একসঙ্গে প্রণাম ক'রতে হবে; সকলকেই প্রসাদ পেতে হবে। এই ত গেল গৃহ-বিগ্রহ পূজার ব্যবস্থা। সুবর্ণেশ্বরের পূজার নিয়মও সেইরূপই হবে। এখন সুবর্ণেশ্বরের মন্দির প্রায় সকল সময়েই বন্ধ থাকে, এবার তা'র উল্টা নিয়ম হবে—মন্দির প্রায় সকল সময়ে খোলা থাকবে; কেবল ভোগের সময় বা সেই রকম যে যে সময় বন্ধ করার বিধি আছে—মাত্র সেই সেই সময়ে বন্ধ করা হবে—অপর সকল সময়ে খোলা থাকবে যা'তে সকলে ইচ্ছামত দর্শন করতে পারেন। আর সপ্তাহে একদিন ক'রে আরতির সময় গ্রামের ইতর ভদ্র সকলকে সেখানে যেতে হবে, ইচ্ছা করলে একসঙ্গে সমস্বরে পূজার মন্ত্রোচ্চারণ করবার বাধা থাকবে না—সকলকে একসঙ্গে প্রণাম করতে ও প্রসাদ পেতে হবে। ঠাকুরের প্রসাদ আর বিক্রী হবে না। দেবালয়ে সকলেই প্রার্থনা করতে পারেন। যা'দের বাড়ীতে বিগ্রহ নেই জাতি নির্ব্বিশেষে তা'দের সকলকেই প্রত্যহ সুবর্ণেশ্বরের মন্দিরে গিয়ে প্রার্থনায় যোগ দিতে হবে। সেখানে গীতা, রামায়ণ, মহাভারত ব্যাখ্যা ক'রে শোনান হবে। এও প্রস্তাব হ'য়েছে যে সেখানে গ্রামের সকল হিন্দুর নাম লেখা খাতা থাকবে;

কে কে না যান তা'রও হিসাব রাখা হবে; তাঁ'রা কেন অনুপস্থিত হন তার অনুসন্ধান হবে। এমন কি এ ও শুনেছি যে মাসে একবার ক'রে বারোয়ারী তলার ময়দানে সমস্ত হিন্দু ও মুসলমান মিলে একসঙ্গে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করা হবে "হে ঈশ্বর!—খোদা! আমাদের সকলের জননী এ জন্মভূমীকে উদ্ধার করুন, মুক্ত করুণ, উন্নত করুন"।—অবশ্য অল্প অল্প ক'রে ক্রমে সইয়ে সইয়ে এ সমস্ত নিয়ম প্রচলিত করা হবে।—

১ম। এ সবের মতলব কি?

৩য়। মতলব—সকলকে ধার্ম্মিক করা; ধর্ম্মের টানে সকলকে একত্রিত করা; বসু মহাশয় বলেন "এতে সমস্ত পাপ, সমস্ত দোষ, সমস্ত অপগুণ দূরে পলায়ন করবে—বিশুদ্ধ হয়ে সমাজ জেগে উঠবে, দেশ উদ্ধার হবে, জন সাধারণ উন্নত হবে।—

আজ সঙ্ঘের সভা আছে। গানি মিঞা ও বসু মহাশয় কিছু ব'লবেন;—যেয়ো—

অপর সকলে।—নিশ্চয়ই যাবো।—



# চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

## শ্রমিক সঙ্ঘ

সুবর্ণপুর গ্রামের নবপ্রতিষ্ঠিত শ্রমিক সঙ্ঘের আজ এক অধিবেশন। বারোয়ারী তলার ময়দানে সুবর্ণপুরের ও তাহার চতুষ্পার্শের গ্রাম সমূহের চাষী, কিষাণ, জন, মজুর, দাস, দাসী, জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সকলেই উপস্থিত; সকলের মুখে উৎসাহের জ্যোতিঃ দেখা যাইতেছে।—

মধ্যস্থলে তৃণোপরি বসিয়া আছেন—শেখ আবদুল গানি মিঞা, তাঁহার পার্শ্বে শ্রীযুক্ত মনীন্দ্র সামন্ত। বামাচরণ ও শ্যামাচরণ মিত্র, সত্যেন্দ্র নাথ বসু মহাশয়রাও সেই খানেই আছেন। আর তাঁহাদের চতুষ্পার্শে তাঁহাদিগকে ঘিরিয়া যত শ্রমিক তাঁহাদেরই মত তৃণাসনে বসিয়া আছেন।—

ঠিক সন্ধ্যা পাঁচটার সময় পণ্ডিত দিগম্বর চৌধুরী মহাশয়ের দুইটী ছাত্র সুমধুর অথচ জলদগম্ভীর স্বরে বেদের কয়েকটী ঋক উচ্চারণ করিতে লাগিলেন—

উদুত্তমং মুমুগ্ধি নো বি পাশং মধ্যমং চৃত।
অবাধমানি জীবসে।

আমাদের শিরোগত পাশ উপর দিয়া খুলিয়া দাও; আমাদের উদরগত পাশ বিছিন্ন কর, পাদগত পাশ নাশ কর, যেন আমরা জীবিত থাকি

ঋগ্বেদ ১ম ২৫সূ ২১—

শগ্ধি পূর্ধি প্রযংসি চ শিশীহি প্রাস্যুদরং।
পূষন্নিহ ক্রতুং বিদঃ॥

আমাদিগকে অনুগ্রহ করিতে সক্ষম হও, আমাদিগের গৃহ পরিপূর্ণ কর, অভিষ্ট বস্তু দান কর, আমাদিগকে তীক্ষ্ণতেজা কর, আমাদিগের উদর পূরণ কর, হে পূষা! তুমি এই পথে আমাদের রক্ষণের উপায় অবগত হও

ঋগ্বেদ ১ম ৪২সূ ৯

সং নো রায়া বৃহতা বিশ্বপেশসা মিমিক্ষ্বা সমিলাভিরা।
সং দ্যুম্নেন বিশ্বতুরোষো মহি সং বাজৈর্বাজিনীবতি॥

হে উষা! আমাদিগকে প্রভূত ও বহুবিধ রূপযুক্ত ধন দান কর, এবং গাভী দান কর। হে পূজনীয় উষা! আমাদিগকে সর্ব্বশত্রু নাশক যশ দান কর। হে অন্নযুক্ত ক্রিয়াসম্পন্ন উষা! আমাদিগকে অন্ন দান কর।—

ঋগ্বেদ ১ম ৫৮সূ, ১৬—

স্যোনা পৃথিবি ভবানৃক্ষরা নিবেশনী।
যচ্ছা নঃ শর্ম সপ্রথঃ॥

হে পৃথিবি! বিস্তীর্ণা কণ্টকরহিতা ও নিবাসভূতা হও; আমাদিগকে প্রচুর সুখ দাও।—

ঋগ্বেদ ১ম, ২২সূ ১৫

পরে শ্রীযুক্ত মনীন্দ্র সামন্ত মহাশয় উঠিয়া বলিলেন "ভাই, শ্রমিক! আজ আমাদের বিশেষ কোনও কাজ নেই, তবে মধ্যে মধ্যে আমাদের সকলে মিলিত হ'য়ে একত্র হওয়া উচিত,

এই জন্যই আজ আমাদের সকলকে ডাকা হয়েছে। এই অবকাশে সভাপতি, পূজ্য আবদুল গানি সাহেব আপনাদি'কে কিছু বলবেন।"—

গানি মিঞা উঠিয়া সকলকে সেলাম করিয়া বলিলেন "ভাই শ্রমিক, আমি বক্তা নই, উপদেশকও নই, আপনাদের মত এক দীন শ্রমিক।—আমাদের দেশে পূর্ব্বে কখন আজ কালকার মত শ্রমিক সঙ্ঘ হয় নাই বা ছিল না, আর শ্রমিকরাই দেশের শতকরা ৯৮ জন। এ দেশে জাতিভেদ প্রথা প্রচলিত থাকায়, ও হিন্দু শাস্ত্রে এই বিপুল শ্রমিক সম্প্রদায়কে শূদ্র আখ্যা দিয়া শিক্ষা হ'তে বঞ্চিত ক'রে রাখায়, বা সমুদ্রযাত্রা নিষেধ দ্বারা পৃথিবীর অপর দেশের জ্ঞানোন্নতি আমাদের দেশের বাহিরে রাখার দরুণ বা যে কোনও কারণেই হউক ভারতের এই শতকরা ৯৮ জন, গণ সমূহ—অজ্ঞ ও একতা বিহীন থাকার ফলে—স্বাধীনতা, ও বিপুল ধনৈশ্বর্য্য, সৈন্য সামন্ত, দ্রব্য সম্ভার থাকতেও মাত্র জনকতকের স্বার্থপরতা বা দুর্ব্বুদ্ধির জন্য এতবড় এক বিপুল মহাদেশ বিদেশীর হস্তগত হ'য়েছিল।—যদি জন সাধারণ সুশিক্ষিত ও সঙ্ঘবদ্ধ হ'তেন তা' হ'লে দেশের রাজ্যাধিকারী-গণ বা রাজ্যপরিচালকগণ তদনুরূপই হ'তেন।—তাই মনে হয়, এই শ্রমিকের উত্থান, সাধারনের উত্থান বা গণের উত্থান ও সঙ্ঘবদ্ধতাই দেশোদ্ধারের একমাত্র উপায়। যদি তা নাও হয়, তবুও আমাদের নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য আমাদের সকলের এক হওয়া প্রয়োজনীয়। আমরা সকলে এক হ'লে,

এক হয়ে থাকলে, যাতে আমাদের অনিষ্ট হ'তে পারে তা' বন্ধ করতে পারবো, যাতে ইষ্ট হ'তে পারে তা'র অনুষ্ঠান করতে পারবো।—

চেয়ে দেখুন আমাদের বাঙ্গলার গ্রামগুলি কি অবস্থায় পরিণত হ'চ্চে। গ্রামের পুষ্করিণী সব (কচুরী) পানায় ভ'রে যাচ্চে; গ্রাম আগাছা কুগাছার বনে পূর্ণ হ'য়ে যাচ্চে—আমাদের গ্রামের উপস্থিত অবস্থার কথা ছেড়ে দিন, এ পরিবর্ত্তন শ্রমিক-সঙ্ঘেরই দুই সদস্য ধর্ম্মঘটকারী শ্রীযুক্ত বামাচরণ ও শ্যামা চরণ মিত্র ভ্রাতৃদ্বয় এসে গ্রামে যে যে মহানুভব ব্যক্তি ছিলেন তাঁদের সঙ্গে মিলে যে সব সদনুষ্ঠান আরম্ভ ক'রেছেন, তারই ফল—বাঙ্গলার প্রায় সকল গ্রামই শ্মশানভূমীতে পরিণত হচ্ছে। দেশের শ্রমিকরা ম'রে ভূত্ হয়ে যাচ্চেন, আর তাঁদের স্থানে পেটের জ্বালায় স্বদেশ ত্যাগ ক'রে ধাঙ্গোর, সাঁওতাল, কোল, পশ্চিমা, উড়ে, এসে জুটছেন, আর তাঁ'রাও এখানে কিছুদিন ভুগে দেহ রাখছেন। এই ভাবে আমাদের এ দেশ সকল প্রদেশ-বাসীর মৃত্যুভূমী হ'য়ে উঠছে। কেন এমন হচ্ছে? তা'র কারণ দেশের ধনী যাঁরা তাঁরা গ্রামে থাকেন না; গ্রামের অবস্থার জন্য তাঁদের কিছু যায় আসে না; মাত্র গ্রামের মনফার সহিতই তাঁদের সম্পর্ক। যদি কোনও ধনী গ্রামে থাকেন ত তিনি স্বীয় অট্টালিকা ও তা'র সন্নিকটস্থ চতুষ্পার্শ মাত্র সুন্দর সুসজ্জিত করে রাখেন, গ্রামের অপর সাধারণের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক কেবল খাজনা ও তাঁদের শ্রম লয়ে; গ্রামবাসীর

সুখ-দুঃখে, উন্নতি অবনতিতে, অজ্ঞতা মুর্খতায় তাঁর কিছু যায় আসেনা। আর আমরা শ্রমিক ও চাষী, জন সাধারণ, গ্রামের পনের আনা তিন পাই, গণ সর্ব্বস্ব, ছিন্ন ভিন্ন বিদীর্ণ থাকি, এক হ'তে জানি না; সঙ্ঘবদ্ধ হ'য়ে নিজের উপায় চিন্তা করি না।

ভাই! বেঁচে থাকবার জন্য, পিতৃপুরুষদের এই ভদ্রাসনে সুখে থাকবার জন্য, আমাদি'কে এক হ'য়ে সঙ্ঘবদ্ধ হ'য়ে, নিজেদের মঙ্গলের জন্য, গ্রামের উন্নতির জন্য সচেষ্ট হ'য়ে থাকতে হবে।—

সঙ্ঘবদ্ধ না হ'লে, একা আমরা কিছুই করতে সক্ষম হ'তে পারি না।—অর্থসম্পদ-বিহীন পতিত এ জাতির একের কথা কে শুন্‌বে? মাত্র অনুগ্রহ ভিক্ষা ভিন্ন একা সে কি করতে সক্ষম হ'তে পারে? ভিক্ষার উপর নির্ভর ক'রে কয়টা লোক উন্নতি সাধন করতে পারে? ভিক্ষা করা মনুষ্যোচিত কাজ নয়। ভিক্ষা মানুষের মনোবৃত্তি নীচগামী করে দেয়। নীচ প্রকৃতির লোকই অনুগ্রহ ভিক্ষা করতে পারে, আর সে তদ্বারা উত্তরোত্তর আরও নীচ হ'তে থাকে। ভাই! আমরা প্রত্যেকে দুই পায়ের উপর সমান ভর দিয়ে, বক্ষ স্ফীত ক'রে, মস্তক উন্নত ক'রে দাবী করতে শিখি আসুন "আমি শ্রমিক, পরিশ্রমের দ্বারা আমি যা উৎপন্ন ক'রেছি তাতে আমার হক আছে; তা হ'তে আমার ও আমার পরিবারের জীবিকা নির্ব্বাহ হওয়া চাই; তা হ'তে আমাদের স্বাস্থ্যোন্নতি, জ্ঞানোন্নতি, দেশোন্নতি সবই হওয়া চাই।" এমন দাবী

করতে তখনই আমরা সক্ষম হবো যখন আমাদের প্রত্যেকের পশ্চাতে সমগ্র শ্রমিকদের সমষ্ঠি সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকবে, যখন আমরা প্রত্যেকে এক বিরাট সঙ্ঘের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ স্বরূপ হবো।—

ভাই যাঁ'রা ক্ষেত্রে চাষ করেন তাঁরা যদি সকলে একজোট হ'য়ে থাকেন, আর তাঁদের সঙ্গে যদি অপর সর্ব্ববিধ শ্রমিক একজোট হয়ে মিলে যান ও মিলে থাকেন তা' হ'লে সুধু যে গাঁয়ের কাহার উপর অত্যাচার হ'তে পারবে না, তা'ই নয় ;— গাঁয়ের বড় লোকরা কায়দায় থাকবেন ; আর তাঁদের দিয়ে গাঁয়ের অনেক উন্নতিও সাধন করা যাবে ; আর গাঁয়ের কুচক্রীরা ( আমাদের দেশে গ্রামে গ্রামে দু দশটী কুচক্রী আছেই ) সোজা থাকবে ; কুঁদের মুখে যেমন বাঁক টেকে না— তেমনই দূরদর্শিতা সহকারে সৎউদ্দেশ্যে সন্মার্গে অর্থাৎ দেশের জনসাধারণের মঙ্গল কামনায় পরিচালিত শ্রমিক-চাষীর সঙ্ঘ শক্তির সম্মুখে গ্রামের জনসাধারণের অপকারী কোনও চালই কোনও আবর্জ্জনাই টিকবে না। সবই সোজা হ'য়ে যাবে।—

যে গ্রামের অর্থপ্রতিপত্তিশালীরা গ্রামের গরীব সাধারণের উন্নতি বা মঙ্গলানুষ্ঠানে নিশ্চেষ্ট বা বিমুখ সে গ্রামে শ্রমিক-চাষীদিগের জাগরণ, শিক্ষা, সমষ্ঠি সংগঠন, সমবায় সংস্থাপন উন্নতির একমাত্র উপায় ; হয় ত তথায় প্রথম প্রথম কিঞ্চিৎ সাধনার প্রয়োজন হ'তে পারে, কারণ হয় ত, অর্থপ্রতিপত্তিশালীরা স্বার্থহানির

আশঙ্কায় প্রথম প্রথম বাধা বিঘ্ন উৎপাদন করতে পারে, সে বাধা বিঘ্ন কাটাবার জন্য সাধনা করতে হবে, কষ্ট সইতে হবে, হয় ত বা দু একটা মহৎ প্রাণও দিতে হবে—বিনা সাধনায় কোন মহৎ কার্য্য সম্পন্ন হয় ?

ভাই ! মনে করবেন না আমাদিগকে খেটে খেতে হয় ব'লে আমরা নীচ, আমরা ভৃত্য,—আমরা নীচ নই, আমরা ভৃত্য নই ; আমরা শ্রমিক। আমরা মাথার ঘাম পায়ে ফেলি ব'লে—পৃথিবীর সমস্ত জিনিষ হয় ; আমরা খেটে উৎপাদন করি ব'লে এ জগতে ফল শস্য উৎপন্ন হয়—যা খেয়ে পৃথিবীর সকল জীব বেঁচে থাকে ; আমরা খেটে বস্ত্র তৈয়ারী করি ব'লে—জগতের নর নারীর লজ্জা নিবারণ হয়, শীতাদি ঋতু হতে আত্মরক্ষা হয় ; আমরা আলোক বাতি তৈয়ারী করি, আমরাই আবার তা জ্বালি ব'লে অন্ধকারেও জগত উদ্ভাসিত হয় ; আমরাই জগতের দ্রব্যসম্ভার গাড়ী জাহাজ দ্বারা দেশ দেশান্তরে বহন ক'রে দেশ দেশান্তরের আহার্য্যাদি সকল প্রয়োজনীয় সামগ্রী যোগাইয়ে দিই ; আমাদেরই পরিশ্রমের ফলে জগতের লোকে এত সুখ-সচ্ছন্দ, ভোগ-বিলাস সম্ভোগ করেন ; দেশে আমরাই শান্তি রক্ষা করি, যুদ্ধে আমরাই প্রাণ দিয়ে দেশ নিরাপদ করি ;—আমাদের এই শ্রম বিনা জগতের সকল জিনিষই ধ্বংস মুখে যেতে বাধ্য। অথচ আমাদের অবস্থা অতি শোচনীয়—; আমরা পেট ভ'রে সারক স্বাস্থ্যকর পুষ্টিকর খাদ্য খেতে পাই না, আমাদের আরামে থাকবার স্থান

নেই ;—অঙ্গে প্রয়োজনীয় বস্ত্র আমাদের জুটে না ; হায় ! আমাদের ছেলেরা দুগ্ধ খেতে পায় না ; সুশিক্ষা পাওয়া আমাদের সঙ্গতির বহির্ভূত ; আজীবন খেটে বৃদ্ধ হ'লেও আমাদের অব্যাহতি নেই ; বৃদ্ধাবস্থাতেও না খাটলে আমাদের অনাহারে মরতে হবে ;—বরং তখন আমাদের দুর্গতি আরও বেশী—কারণ বৃদ্ধ হ'লে তখন কেহ আমাদিগকে রাখতেও চায় না ;—কেন আমাদের এত দুর্গতি ? যাঁ'রা মেহনত করে স্বহস্তে সকল ভোগের জিনিষ তৈয়ারী করেন তাঁ'রাই কেন ভোগ সুখে বঞ্চিত দুর্দ্দশাগ্রস্ত ? তার কারণ, একমাত্র কারণ, আমরা ভাবি না যে আমরাই সেই জাতির লোক যাঁরা এ সব, জগতের সমস্ত স্বহস্তে প্রস্তুত করেন ; আমরা ভাবি না যে আমরা সকলে কর্ত্তার জাত—আমরা ভাবি না যে আমরা শ্রমিক ; আমরা ভাবি আমরা চাকর, চাষা, ডোম, চামার, কায়েৎ, বাগদী, মেথর, কামার, লোহার, ছুতোর, কুমার, তাঁতি, বাবু, কুলি, হিন্দু, মুসলমান আর কত কি. আমরা আপনাদি'কে পৃথক পৃথক ভাবি, ছোট ছোট স্বার্থের জন্য মরি—তাই আমাদের এ দুর্দ্দশা. তাই আমরা নীচেয় পড়ে থাকি, তাই আমরা এমন ভুগী, এত মরি ; যদি আমরা আমাদের সকলের আসল জাতীয়তাটা ভাবি—আমাদের আসল পেশাটা ভাবি যে আমরা সকলেই সেই এক মহান্ জাতি শ্রমিক, যে আমরাই সবের কর্ত্তা, আমাদের সাহায্য ভিন্ন জগতের সমস্তই লয় পেয়ে যাবে, তা হ'লে—আমরা এক হ'য়ে যেতে পারি ;

একতায় আমরা এমন শক্তি পেতে পারি যে কেহই—কোনও শক্তিই—আমাদি'কে দাবিয়ে রাখতে পারে না, আমাদের সকল দুর্দ্দশা ঘুচে যায়, আমাদের নেয্য স্থান আমরা অধিকার ক'রে লই।

ভাই! আসুন—আজ থেকে আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পার্থক্য ভুলে গিয়ে, আমরা সবাই যে এক মহান শ্রমিক সম্প্রদায়ভুক্ত তাই মনে রেখে এক হ'য়ে যাই; মনে এক, প্রাণে এক, হৃদয়ে এক, আত্মায় এক হ'য়ে আমাদের এই সঙ্ঘটাকে শক্ত ক'রে বাড়াতে থাকি—গ্রামের সংস্কার, দেশের উদ্ধার যেন আমাদের উদ্দেশ্য হয়।—

আর একটা বিষয়ে আপনাদি'কে সাবধান করে দিই,—আমাদের মধ্যে, পরস্পরের মধ্যে, আপোশের মধ্যে, সংশয় বা বা ভেদ উৎপাদনকারী কোনও ব্যক্তিকে স্থান দেবেন না; যে আমাদের মধ্যে সংশয় উৎপাদন করে, ভেদ উৎপাদন করবার উদ্দেশ্যে যে প্রণোদিত, তা সে সমাজের দোহাই দিয়েই হ'ক, ধর্ম্মের দোহাই দিয়েই হ'ক—সে হিন্দু হ'ক, মুসলমান হ'ক, মৌলবী হ'ক বা ধর্ম্মোপদেশক হ'ক—যেই হ'ক না কেন, আর যে কোন উপায়ে বা প্রকারে সে তা সমাধা করবার চেষ্টা করুক না কেন, বাক্যের দ্বারা, বক্তৃতা দ্বারা, পুস্তকের দ্বারা, সংবাদ পত্রের দ্বারা বা অপর কোনও উপায় দ্বারা, জানবেন সে ভেদক আমাদের সকলকার শত্রু, আপনার শত্রু, আমার শত্রু, সঙ্ঘের শত্রু, জাতির শত্রু, গ্রামের শত্রু, দেশের শত্রু, মুসলমান হ'লেও

সে মুসলমানের শত্রু, হিন্দু হ'লেও সে হিন্দুর শত্রু, সে বর্জ্জনীয় ; ঘৃণাই তা'র প্রাপ্য ; হিংস্রক জীব অপেক্ষাও সে পরিত্যজ্য।— যারা সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ভাবের উদ্দীপনা করে তা'রা স্বীয় সম্প্রদায়ের হিতার্থে তা করে না ; একটু অনুসন্ধান করলেই দেখিতে পাইবেন তা'রা কোনও নীচ স্বার্থ সিদ্ধির জন্য তা করে , তা'রা জনসাধারণকে উত্তেজিত ক'রে স্বয়ং নিরাপদ স্থানে অবস্থান করে।—

যে ব্যাপার ল'য়ে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে এত বিরোধ, যা'র জন্য এত মারামারী, কাটাকাটী, খুন খারাপী হয়, তা যে কিছুই নয়, তা একটু শান্ত ভাবে বিচার করলেই বোঝা যাবে।—

প্রথমতঃ গো-হত্যা।—মুসলমানদের পক্ষে যে গো হত্যা বা গো কোরবানীই কোরান-আদিষ্ট-প্রয়োজনীয় তা বলা যায় না।—আমাদের এ জন্মভূমী ভারতবর্ষ গ্রীষ্মপ্রধান দেশ, এ দেশে বিশুদ্ধ গো-দুগ্ধ ও দুগ্ধজ সামগ্রী সেবন প্রয়োজনীয় ও উপকারী ; আবার গো-দুগ্ধ সহজেই রোগ-বীজ-কীটাণু দ্বারা আক্রান্ত ও দুষ্ট হয়, তাই ঘরে ঘরে গো রক্ষণ বিধেয়, যা'তে দুগ্ধটা বিশুদ্ধ টাটকা নির্দ্দোষ অবস্থাতেই গৃহস্থ বা তাঁ'র শিশুরা সেবন ক'রতে পায়। তা ছাড়া আমাদের এ দেশ কৃষিপ্রধান, ধান-চাষের জন্য গো জাতি আবশ্যকীয়। তাই গো-হত্যা না ক'রে গো রক্ষাই ভারতবাসী মাত্রের দরকার।—হিন্দুরা বহু যুগ যাবৎ ভারতবর্ষে বাস ক'রে এ সত্য বুঝেছে ব'লেই গো জাতিকে তা'রা অবধ্য ক'রে তুলেছে। এখন, যে হেতু আমরা

মুসলমানরাও ভারতবাসী, মুসলমানদের পক্ষেও গো জাতি সমানই প্রয়োজনীয়; তাই হিন্দুকে বিরক্ত করবার জন্য গো বধ করা, প্রতিবেশীকে রাগাবার জন্য তাঁ'র চালে আগুন দেওয়ার সঙ্গে সমান; সে আগুন তাঁ'র গৃহও যেমন ভস্মীভূত ক'রবে, আমার, তোমার ও গ্রামবাসী সকলকার ঘরও তেমনই ভস্মীভূত করবে।—গো-হত্যা করলে, গো জাতি মহার্ঘ হ'লে হিন্দুই বা কি মুসলমানই বা কি ভারতবাসী মাত্রেরই অমঙ্গল। একে ত রপ্তানির উপর আমাদের হাত না থাকায় কত গরু জীবিত বা গো-মাংস অবস্থায় বিদেশে রপ্তানি যাওয়ায় দেশের গো জাতি দুষ্প্রাপ্য ও মহার্ঘ হ'য়ে গেছে, তা'র উপর আবার নিজেরাই গো হত্যা ক'রে নিজেই নিজের সর্ব্বনাশ করি কেন?—

দ্বিতীয়তঃ মসজীদের নিকট বাদ্য। এ বিষয়ে একজন বিশিষ্ট বিদ্বান মুসলমান কি বলেন শুনুন। মৌলানা মহম্মদ ইয়াকুব ভারতীয় রাষ্ট্র পরিষদের নির্ব্বাচিত সহকারী সভাপতি (Deputy President of the Legislative Assembly) সেই সভায় তিনি বলেছেন 'The question of music before mosque' is not a religious matter. What our religion says is that the Mussalmans should not be purposely disturbed when they say their prayers. If there is any intention to disturb the prayers then it is criminal. I challenge any Mussalman

to show me anything to say that playing of music before mosque is itself irreligious. অর্থাৎ মসজীদের সম্মুখে বাজনা ধর্ম্মগত সমস্যা নয়। আমাদের ধর্ম্মে যা' বলে তা' এই যে মুসলমানরা যখন প্রার্থনা করেন তখন ইচ্ছা পূর্ব্বক তাঁ'দিকে বিরক্ত করা উচিত নয়। যদি প্রার্থনা কালে বিরক্ত করা মতলব থাকে তবেই তা' অপরাধ। আমি স্পর্দ্ধা সহকারে ব'লছি কোনও মুসলমান আমাকে এমন কিছু দেখাতে পারেন না যা'তে বলে যে মসজীদের সম্মুখে বাদ্য করা মাত্রই ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ।—

ভক্ত মুসলমান মসজীদে গিয়ে যখন প্রার্থনা করেন, তখন প্রলয়ের ঝড়ই বহুক বা অতি বৃষ্টিই হউক বা ভীষণ মেঘ-গর্জ্জনই হউক বা বজ্রপাতই হউক, বা মটরের কর্কশ আওয়াজই হউক, বা নিকটস্থ পথের উপর দিয়ে কোনও মহাপুরুষের পরিজনবর্গ তাঁহার শব দেহ বাদ্য সহকারে ভগবানের নাম গান করিতে করিতে শ্মশানে ল'য়ে যাক, বা কোনও জনতা তাঁদের ধর্ম্মানুসারে মধুর তানে ভগবানের নাম কীর্ত্তন ক'রে যাক, তা'তে সে ভক্ত কর্ণপাত করবেন কেন? হিন্দু গৃহাভ্যন্তরে, সংসারের মধ্যে, পুত্র, কন্যা, পরিজন বেষ্টিত হ'য়ে থেকে ধ্যানস্থ হ'তে পারেন, আর মুসলমান আমরা চারিদিকে দেওয়াল দেওয়া মসজিদের মধ্যে গিয়া খোদার আরাধনায় মনঃসংযম করিতে অক্ষম? আমরা সন্ধ্যায় সন্ধ্যায় যখন চীৎকার ক'রে আজান করি, তখন ত সন্ধ্যা-আহ্নিক-মগ্ন হিন্দু ভদ্র রা বিচলিত হ'ন ব'লে আপত্তি

করেন না ; রমজান মাসে যখন আমাদের লোক প্রতি শেষ রাত্রে চীৎকার ক'রে ও নানা রূপ শব্দ ক'রে হিন্দু-মুসলমান নির্ব্বিশেষে সকল পল্লীবাসীর নিদ্রা ভঙ্গ করেন ( কত রোগীরও নিদ্রাভঙ্গ করান হয়, কত শিশু ভীত হ'য়ে উঠে ) তখন ত হিন্দুরা তজ্জন্য আপত্তি করেন না ; তবে আমরা কেন মসজিদের সম্মুখ দিয়ে কদাচ কোন উৎসব বা প্রয়োজনের জন্য হিন্দু জনতা বাদ্য সহকারে পার হ'লে প্রতিবেশী ( হিন্দু ) হত্যা করতে প্রস্তুত হই ? এরূপ আচরণ কি আমাদের ধর্ম্ম সঙ্গত হ'তে পারে ? কত মসজিদ সহর ও পল্লীর মধ্যে স্থিত, সে সকল মসজিদের চতুস্পার্শস্থ প্রতিবেশীরা স্বগৃহে ইচ্ছামত গীত বাদ্য করতে পাবেন না এও কি ন্যায় সঙ্গত হ'তে পারে ?—হিন্দুদি'কে সাধারণ রাজপথে বা স্বগৃহে গীতবাদ্য ক'রতে না দেওয়া যে তাঁদের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা হয়।—আমরা না স্বাধীনতা প্রয়াসী ? যদি আমরা ভারতবাসীরা স্বাধীনতা প্রয়াসী হই, তবে আমাদের এক সম্প্রদায় অপর সম্প্রদায়ের স্বীয় বিশ্বাসানুযায়ী ক্রিয়া করবার স্বাধীনতা বিরোধী হওয়া উচিত নয়।—

ভাই ! হিন্দুও যেমন ভারতবাসী আমরাও তেমনই ভারতবাসী, আমরা কিছু এ সুজলা, সুফলা, মলয়জ শীতলা, শস্য শ্যামলা ভারতমাতা ছেড়ে সে মরুময় আরব দেশে গিয়ে বাস করতে পারবো না ; এখানে হিন্দুকে প্রতিবেশী ক'রেই আমাদি'কে চিরদিনই পুরুষানুক্রমে এই ভারতেই বাস করতে হবে ; তাঁদের সঙ্গে আমাদের সুখ দুঃখ, মঙ্গল অমঙ্গল, দৈন্য

দারিদ্র, স্বাস্থ্য অস্বাস্থ্য, স্বাধীনতা পরাধীনতা জড়িত রয়েছে, থাকবেও। দৈব-দুর্ব্বিপাকে, মহামারী, দুর্ভিক্ষে, ঘূর্ণীপাকে, জল-প্লাবনে আমরা কি সমভাবে নিপীড়িত হই না?

ভাই! এখনকার এ যুগে বিদেশী যে কোনও ধর্ম্মাবলম্বীই হউক না কেন, তুর্কীই হউক, আরবীই হউক, আফগানই হউক, বা জাপানীই হউক ইংরাজের মত আমাদের দেশে রাজত্ব করতে পারলে সে আমাদি'কে অধীন ক'রে রেখে, আমাদের দেশের ধন সামগ্রার দ্বারা নিজের দেশ পরিপূরণ করবে; জাপান চীনে আধিপত্য ক'রে তা দেখিয়ে দিয়েছে। এখনকার এ সভ্য যুগের এই ধর্ম্ম, স্বদেশ প্রীতি এ যুগের ধর্ম্ম। তবে কেন আমরা হিন্দু-মুসলমান প্রতিবেশী সদ্ভাবে না থেকে, কুচক্রীর কথায় উত্তেজিত হ'য়ে অশান্তি ভোগ ক'রে মরি?—এখন আমাদি'কে হিন্দুর সহিত সমস্বরে গাওয়া উচিত ;

বঙ্গ আমার, জননী আমার
ধাত্রী আমার, আমার দেশ,—
দেবী আমার' সাধনা আমার
স্বর্গ আমার, আমার দেশ

ভাই রে! মনে পড়ে কবির গান—.

এমন দেশটী কোথাও খুঁজে পাবে না ক তুমি
সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমী—

হায়! আমাদের এ জন্মভূমী আর সকল দেশের রাণী নাই; জননী জন্মভূমী আমাদের দরিদ্র-দুঃখ পীড়িতা, শৃঙ্খলাবদ্ধা

মৃতপ্রায় বাঁদি; আর আমরা আপোষে মারামারী ক'রে, সে মায়ের শৃঙ্খল আরও দৃঢ়তর ক'রে দিচ্ছি। ভাই রে? ভেবে দেখ কর্ত্তব্য কি।—

ভাই! আমাদের অর্থাৎ শ্রমিকদের সঙ্ঘের দ্বারাই গ্রামের উন্নতি সম্ভবপর—কারণ গ্রামের উন্নতিতে আমাদেরই স্বার্থ; ধনী, জমীদার, যাঁরা সহরে থাকেন বা সুখে সচ্ছন্দে অট্টালিকায় বাস করেন—তাঁদের কি স্বার্থ তাতে থাকতে পারে?—

ভাই শ্রমিক! আমাদের সঙ্ঘ সংগঠনের কত প্রয়োজন তা জানেন কি? আমরা খেতে পাই না অথচ আমাদের দেশ হ'তে চাউল গম ইত্যাদি খাদ্য দ্রব্য রপ্তানি হয়—টন—(২৭ মন ১০ সের ১৪-৫৪ ছটাকে এক টন)—

| | চাউল | গম ও ময়দা | ভুট্টা | বুট (যাহার ছাতু গরীব শ্রমিকদের খাদ্য) |
|---|---|---|---|---|
| খৃ—১৯১৯-২০ | ৬,৫১,৪৩১ | ৫৬,৮৫২ | ৮২৯ | ৫,১৯০ |
| ১৯২০-২১ | ১০,৯৫,১৯১ | ২,৯৮,৪৩৪ | ৩,৭৬২ | ৫,৭৩৩ |
| ১৯২১-২২ | ১৪,০৫,৪৭৪ | ১,৪৫,২২৯ | ১,৭৪৪ | ৪,৯৩৮ |
| ১৯২২-২৩ | ২১,২৫,২৬৭ | ২,৭০,২৪৯ | ২২,৪৮৮ | ২১,৯১৭ |
| ১৯২৩-২৪ | ২২,০৬,৩২১ | ৬,৯৫,৫৪৭ | ৬৬,৯৬০ | ৭১,৩০৮ |

অর্থাৎ ১৯২৩-২৪খৃ—৬,০০,৫৬,০৫৭ মন চাউল
১,৮৯,৩২,৭৮৯ " গম ও ময়দা
১৮,১২,৬৫১ " ভুট্টা
১৯,৪১,০০৩ " বুট

মোট ৮,২৭,৫২,৫০০ মন

ভারতের জন সংখ্যা ৩১,৮৯,৪২,৪৮০

এখন হিসাব করিয়া লও কত লোকের খোরাক রপ্তানি হইতেছে।—

বিদেশে রপ্তানি হয়েছে ; যে দেশে চারি কোটী লোক প্রতিদিন অর্দ্ধাশনে থাকে সে দেশ হ'তে এত খাদ্য সস্য রপ্তানি হ'তে দেওয়া হয় *। এমন কি ক্ষেত্রের উর্ব্বরতা শক্তির উত্তেজনার জন্য যে সার দেওয়া যায় তা'ও ৩৫,৫৮,৪৪৩ মন ১৯২৩-২৪খৃঃ বিদেশে রপ্তানি হয়েছে।—

আমরা স্বহস্তে এসব খাদ্য দ্রব্য বিদেশে পাঠিয়ে দিচ্চি, আর ক্ষুধার জ্বালায়, সল্পাহারে রোগে মহামারিতে পঙ্গপালের মত মরছি।—

বেশ ক'রে ভেবে দেখুন আমরা খেটে দেশটা ধানে ধানময় ক'রে দিচ্ছি, পৃথিবীটা শস্যময় ক'রে তুলছি ; নিজের হাতে রোপন ক'রে, কেটে, মেড়ে, শস্য তৈয়ারী করচি—অথচ আমরাই এ শস্য আমাদের ব'লে দাবী করতে পারি না ; আমাদের যেন তা'তে কোনও হক্ নেই ; চিনির বলদের মত, ধোপার গাধার মত বোঝা ব'য়ে মরি। খোল ছানির মত মাত্র সামান্য দিন মজুরী আমাদের ভাগ্যে জোটে !—আশ্চর্য্য নয় কি ? আমরা পশু ? না, আমরাও মানুষ ?—

হায়! একদিকে স্বহস্তে বোঝাই লাদাই করে, গাড়ী চালিয়ে আমরাই আমাদের মুখের অন্ন পরের ঘরে পাঠিয়ে দিচ্চি

---

* Sir William Hunter, the famous Historian said that 40 millions of Indians lived on one meal a day.

Lord Sinha said "Half the population never had a full meal in the day."

আর অন্য দিকে আমাদের প্রয়োজনীয় জিনিষ কেনবার ক্ষমতা পৃথিবীর অপর জাতির তুলনায় কত কম তা' দেখুন—

গড়ে প্রতি মানুষের দৈনিক আয়—

| | | |
|---|---|---|
| জাপানে | টাকা | ৪৸৵০ |
| ইংলণ্ডে | " | ৬৶০ |
| আমেরিকায় | " | ১৪৷০ |
| ভারতে | আনা | ৵১০ |

আমরা এত আহাম্মক যে আমাদের নিজেদের মধ্যে যে সকল স্বার্থত্যাগী শ্রমজীবিদের সেবক আছেন—প্রতিনিধি স্বরূপ তাঁ'দি'কে ব্যবস্থাপক সভায় না পাঠিয়ে ধনবানদি'কে ও যারা কোনও না কোনও উপায়ে আমাদের অর্থ শোষণ করে—যারা এবম্বিধ রপ্তানির পক্ষপাতি হ'য়ে ভোট দেয়, তাদের কথায় ভুলে—তা'দি'কে প্রাদেশিক এবং ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় যাবার জন্য ভোট দিই।—

আমাদের চক্ষু উন্মিলিত হলে আমাদেয় সঙ্ঘ শক্তিমান হ'লে, তবেই এর প্রতিকার হতে পারে, আমাদের খাবার, আমাদের প্রয়োজন মত সব জিনিষ দেশে রাখতে পারি; প্রতিনিধি স্বরূপ সর্ব্বত্রই আপন লোক, শ্রমিক সেবক, রেখে আপন স্বার্থ সংরক্ষণ করতে পারি। তবেই আমরা বাঁচতে পারি—। অন্য কার এতে স্বার্থ? বড় লোক এ সকল দেশের অন্ন বিদেশীকে বিক্রী করে অর্থ পকেটস্থ ক'রে, ব্যাঙ্কে টাকা বাড়িয়ে, পেট মোটা ক'রে, সহরে থেকে আরাম করে;

দেশের খাদ্য মহার্ঘ হ'লে দেশের লোক অনাহারে মরলে তা'র কিছু যায় আসে না। তাই আবার বলি—শ্রমিক সম্প্রদায়ই গ্রাম সংস্কারের একমাত্র ভরসা; শ্রমিকের শিক্ষা, শ্রমিকের জাগরণ, শ্রমিকের সঙ্ঘ বদ্ধ হওয়াই গ্রামকে দেশকে ধ্বংস হতে বাঁচাতে পারে। সকলে সঙ্ঘে যোগ দিয়ে এক হয়ে সঙ্ঘ শক্তিমান করুন।

গানি মিঞা বসিলেন।—সামন্ত মহাশয় বলিলেন—"এবার পূজ্যপাদ বিদ্বান সত্যেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বলবেন।"

বসুমহাশয় উঠিয়া করজোড়ে সকলকে নমস্কার করিয়া বলিতে লাগিলেন—

শ্রমিকবৃন্দ!—আমি আমাদের একটী দুর্ব্বলতা সম্বন্ধে আপনাদি'গকে বলতে ইচ্ছা করি!—আপনাদের দোষ শুনতে যদি আপনাদের ইচ্ছা হয় তবেই বল'তে পারি—

সকলে "বলুন, বলুন, সংশোধনের জন্য দোষ দেখান দরকার।"—

বসু মহাশয় বলিতে লাগিলেন—

ভাই শ্রমিক আমরা—ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, ক্ষত্রিয় ব'লে,—উচ্চ জাতি ব'লে—গর্ব্ব করি!—আর নীচ জাতি বলে—দেশের যাঁরা প্রকৃত শ্রমিক, যাঁরা দেশের মেরুদণ্ড, যাঁদের ভিন্ন সমাজ চলতে পারে না—তাঁদি'কে আমরা ঘৃণা করি! ভাই! যাদের স্বজাতি পাচকের কাজ করে, পানি পাঁড়ের কার্য্য করে, পিয়নের কর্ম্ম করে; বিদেশী বেনের মুহুরির কার্য্য করে, শকট-চালক-সংযোগের মুনসির কার্য্য করে, মুটে,

দ্বারবানের কার্য্য করে তা'রা জাতি শ্রেষ্ঠ বলে গর্ব্ব কি ক'রে করে?—যাঁ'দের দেশ পরাধীন, বিনা অনুগ্রহে অস্ত্র ধারণ পর্য্যন্ত করবার ক্ষমতা যাঁদের নেই, তাঁ'রা ক্ষত্রিয় বলে কেমন করে শ্লাঘা করেন?—ভগবান রামচন্দ্র চণ্ডালকে সাদরে বক্ষে ধারণ করেছিলেন, সূর্য্যবংশীয় রাজকুল বধুকে লয়ে চণ্ডাল গৃহে সানন্দে থাকতে পেরেছিলেন; আর আমরা—ধর্ম্মচ্যুত, আচারভ্রষ্ট, পরপদলেহী, হীন জাতি আমরা উচ্চ জাতি ব'লে গর্ব্ব করি—দেশের গণসমূহকে নীচ বলে ঘৃণা করি।

বন্ধুবর আবদুলগনি বোধ হয় হিন্দুর মনে কষ্ট হবে বলে বললেন না যে দেশবাসী এ জাতিজ ঘৃণায় পৃথক হয়ে ছিলেন বলে, দেশের যাঁরা সংখ্যায় কোটী কোটী, সেই শ্রমিক সম্প্রদায় শিক্ষায় বঞ্চিত ছিলেন বলে; বিদেশের জ্ঞানোন্নতির সংবাদ রাখতেন না বলে, স্বীয় স্বার্থ সম্যক রূপে উপলব্ধি করতে পারতেন না বলে, সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে কাজ করতে অক্ষম ছিলেন বলে—মাত্র সপ্তদশ জন মুসলমান এত বড় বঙ্গ দেশটাকে জয় করতে পেরে ছিলেন।—ভাই! সর্ব্বসাধারণের ঐক্যহীনতা এমনই কুফলপ্রদ।—

আমাদেরই পূর্ব্বপুরুষেরা অসুরদের সঙ্গে মিলিত হ'য়ে সমুদ্র মন্থন করে লক্ষ্মীলাভ অমৃতলাভ করে অমর হয়ে ছিলেন;—আর আমরা সমুদ্র যাত্রা নিষেধ করে—সমুদ্র পারের লোকেরদ্বারা বিদ্যা বুদ্ধি বলে বিজিত হয়ে পরাধীনতা বিষে

জর্জ্জরিত হয়ে মরচি! অনৈক্যতা ও জ্ঞানালোকের পথ রোধ করা এমনই কুফলপ্রদ!

আমাদের জাতিগুলি ত আমাদের বৃত্তির উপরেই প্রতিষ্ঠিত? আচ্ছা আমাদের কি এখন সেকালকার মত পুরুষানুক্রমিক বৃত্তি আছে?—ব্রাহ্মণ কি এখন অবৈতনিকভাবে জগতকে বিদ্যা শিক্ষাই দিয়ে থাকেন? না, ক্ষত্রিয় দেশের স্বাধীনতা রক্ষা, দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন, রাজ্য শাসন করে থাকেন; সবাই কি আপন আপন জাতিবৃত্তি মাত্র অবলম্বন করে আছেন—না থাকা সম্ভব?—ব্রাহ্মণ সন্তান এখন কোন্ বৃত্তি অবলম্বন না করেছেন? কামার কুমার তেলী তাঁতি ধোপা নাপিত এঁরা কি ব্রাহ্মণ কায়স্থের কাজ করছেন না? ডোম, চামার, গোয়ালা, মেথর এঁরা কি ক্ষত্রিয়ের বৃত্তি করচেন না?—মুসলমান যে এখন বেদ পাঠ করে ব্রাহ্মণাদি সকল জাতির শিক্ষকের কাজ করছেন;—আবার হারামখোর বিদেশী বিধর্ম্মীর বাবুর্চীরও কাজ করছেন! সবই যে ওলোট পালোট হ'য়ে মিশে গিয়ে একমাত্র "চাকুরীই" দেশবাসী সকলেরই বৃত্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে।—

না; না; আর সে পুরাকালের সে পৃথক পৃথক জাতীয়তা আমাদের নাই, সে ভিন্ন ভিন্ন জাতীয়তা সে কালের সঙ্গে চ'লে গেছে। যে দিন হ'তে বিদেশী বণিক আমাদের সকলকার জননী জন্মভূমী এই এক ভারতভূমীতে এক বিশাল সাম্রাজ্য বিস্তার ক'রে আমাদের সকলের মনিব হয়েছেন,

সেই দিন হ'তে আমরা সকলে একই জাতি ভূক্ত হয়েছি—সেটী শ্রমিক; যে দিন হতে পৃথিবীতে মেশিন কলের উদ্ভাবন হয়েছে, সেই দিন হ'তে হাতে কাজ করা ব্যবসা উদ্ভূত ছোট ছোট জাতি সব উঠে গিয়ে এই এক মহাজাতি শ্রমিক গঠিত হয়েছে; ইহাই এ কালের নিয়ম, সময়োচিত পরিবর্ত্তন।

আমাদের এ আর্য্যাবর্ত্তে কত না পরিবর্ত্তন—কত অভাবনীয় মহা পরিবর্ত্তন—হ'য়ে গিয়েছে।—

শ্রীরামচন্দ্রের সময়ে দক্ষিণাপথের পশুবৎ ঘৃণিত আনার্য্য-জাতির সহিত আর্য্য দেবদিগের সখ্যতা স্থাপন; কুরুপাণ্ডবদের সময়ে নাগ, রাক্ষসাদি কথিত অনার্য্য জাতির সহিত আর্য্যদের শুভপরিণয়; মৌর্য্য সময়ে বিদেশী ম্লেচ্ছ গ্রীকজাতির সহিত হিন্দুর বিবাহ। আবার যখন জাগ যজ্ঞের ঘটাপটায় জীবরক্তে নদী বহে যেতো, ধর্ম্ম কর্ম্মের নামে নিষ্ঠুরতার চরম কাণ্ড সাধিত হ'ত তখন সিদ্ধার্থ বুদ্ধ "অহিংসা পরম ধর্ম্ম" প্রচার ক'রে জাতিভেদ উঠিয়ে দিয়ে, আর্য্য অনার্য্য, ব্রাহ্মণ শূদ্র, ইতর ভদ্র, সকলকে সমান করে ফেললেন, ভারত ও বহির্ভারত এক হয়ে গেল, ভারত উন্নতির শিখরে উঠ্‌লো। কালক্রমে যখন বৌদ্ধদের মধ্যে গ্লানি দেখা দিল, রাজন্যবর্গ নির্বীর্য্য ও হীনপ্রভ হয়ে পড়ল, সাধারণ মনুষ্য ঈশ্বরকে ভুলতে আরম্ভ করল; তখন শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য সর্ব্বজীবেই ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রচার ক'রে আবার সনাতন হিন্দুধর্ম্মের পুনরুদ্ধার করলেন।

হিন্দু-বীর্য্য-প্রভাবে ভারত পুনঃ গৌরবান্বিত হ'ল।—কিন্তু এতভেও হিন্দু জন সাধারণের বা শাস্ত্রকর্ত্তা ব্রাহ্মণদের চৈতন্য হ'ল না; হিন্দুদের গোঁড়ামী ও সঙ্কীর্ণতা দোষে আবার জাতি-ভেদের প্রাদুর্ভাব, ধর্ম্মদ্বেষের প্রাদুর্ভাব, সাম্প্রদায়িক বিভিন্নতার প্রাদুর্ভাব হ'ল; অদূরদর্শী শাস্ত্রকর্ত্তারা লেখনী চালনা দ্বারা সমুদ্র যাত্রা নিষিদ্ধ ক'রে অন্যান্য দেশের সহিত ভারতের সম্পর্ক বন্ধ করে—জ্ঞান বিজ্ঞানের আদান বন্ধ করে দিলেন—বিভিন্ন দেশবাসী ভারতে এসে ভারতবাসীর জ্ঞানালোক প্রাপ্ত হ'তে লাগল, কিন্তু ভারতবাসী সে পথে অর্গল দিয়ে পৃথিবীর নবাবিষ্কৃত জ্ঞান বুদ্ধি হ'তে আপনাকে বঞ্চিত করতে লাগ্‌ল; ভারতের নৌবলও সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর অপর জাতির সমকক্ষ থাকতে পারলে না।—সমাজ তথা রাজ্য বহুধা বিদীর্ণ হয়ে পড়ল, একতা নষ্ট হয়ে গেল।—ভারতবর্ষ পরস্পরের ঈর্ষা পরবশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু রাজ্যে বিভক্ত হ'য়ে পড়ল; "বার রাজপুতের তের হাঁড়ির" দরুণ যুদ্ধ ক্ষেত্রে সুশৃঙ্খলা রাখা কঠিন হ'ল;—তখন একেশ্বর বাদী, উচ্চনীচ ভেদাভেদ বিহীন মুসলমানেরা এসে রাজ্যাধিকার করল; আবার তাঁদের শাসন কালে যখন হিন্দুর জাতিভেদের উপর হিন্দু-মুসলমান ভেদ হ'তে লাগল, তখন রামানন্দ ও কবীর জন্ম গ্রহণ ক'রে প্রচার করলেন "মনুষ্য মাত্রেই ঈশ্বরের সন্তান তা তাঁকে আল্লাই বল বা রামই বল"। হিন্দু-মুসলমানের বিরোধে ব্যথিত হ'য়ে সাধু নামক প্রচার করলেন "ঈশ্বর এক ভিন্ন দুই নন, হিন্দু ধর্ম্ম ভাল বা মুসলমান

ধর্ম্ম ভাল এমন কোনও কথাই নাই।—" এদিকে বিশ্বম্ভর নিমাই শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য বাঙ্গালায় ভক্তি মাহাত্ম্য প্রচার করতে লাগলেন "ঈশ্বরে ভক্তি ভিন্ন মুক্তি নেই।—" জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সকলকে তিনি এক প্রেম সূত্রে বেঁধে দিতে লাগলেন। কিন্তু এত সুযোগেও, এত শিক্ষাতেও জনসাধারণ স্থায়ীভাবে আত্মোন্নতি করতে পারলেন না। ব্রাহ্মণেরা আপন সংকীর্ণতা ও স্বার্থপরতা ত্যাগ করলেন না, মুসলমানরাও উদার হলেন না। সকলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থ লয়ে ব্যস্ত হলেন, মিলিত হয়ে সকলে এক মহাজাতিতে পরিণত হতে পারলেন না।

যে মহা উদ্দেশ্যে ভগবান এই অদ্বৈতবাদী একতা সম্পন্ন মুসলমানকে ভারতে রাজপদ দিয়ে পাঠিয়ে ছিলেন, যখন তাঁরা সেই উদ্দেশ্য সাধনে অক্ষম হলেন; ভারতে একতা, সমতা, শান্তি ও শক্তির পরিবর্ত্তে যখন জাতিভেদ, ধর্ম্মভেদ, স্বার্থপরতা বিশ্বাসঘাতকতা বিরাজ করতে লাগল—তখন ভগবান সুদূর সাগরপার হ'তে জাতীয়তা ও একতা শেখাবার জন্য, জাতীয়তা ও একতা যাঁদের স্বভাবের বিশেষত্ব সেই ইংরাজকে পাঠালেন, এঁরা রাজ্যাধিকার করে হিন্দু-মুসলমান তথা ব্রাহ্মণ চণ্ডাল, আর্য্য অনার্য্য সকলকেই সমান করে ফেলেছেন। সমদর্শী ইংরাজ সর্ব্বসাধারণের শিক্ষা ও উন্নতি মার্গের অর্গল মুক্ত ক'রে দিয়েছেন।—আবার এর উপরও মাঝে মাঝে কেশব সেন, রামমোহন রায়, দয়ানন্দ, বিবেকানন্দ ইত্যাদি মহাপুরুষ

আবির্ভাব হয়ে মানব সমাজের সমতা সম্বন্ধে শিক্ষা দিয়েছেন। তার উপর সভ্যজগতে সর্ব্বত্রই শ্রমিকরা একত্র হয়ে স্থানে স্থানে রাজ্যাধিকারও করে গণতন্ত্রের যুগ এনে ভারতকে শিক্ষা দিচ্ছেন যে শ্রমিক, যাঁরা সর্ব্বত্র শতকরা ৯৮ জন এখন এ তাঁদের যুগ এসেচে।—কালের নিয়মে জগতের সর্ব্বত্রই শ্রমিকরা মিলিত হয়ে এক মহাজাতিতে পরিণত হচ্ছে।—মানব সমাজে দারিদ্র বৈষম্য দূর ক'রে সমতা সুখ স্থাপনই এ মহাজাতির উদ্দেশ্য। এদেশেও আমরা সকলে প্রকৃত পক্ষে এই জাতিতে পরিণত হয়েছি। তবে আর কেন, এস, এখন অপ্রকৃত যা তা ছেড়ে দিয়ে এই প্রকৃতটাকে বুঝে লয়ে গড়ে তুলি এস—।—যাহা কালোচিত নয় সে প্রথার বহিস্কার ও তৎস্থানে সময়োচিত নূতন প্রথার প্রচলনারম্ভ সমাজের সজীবতার লক্ষণ; এতদিন আমরা সময়ের সহগ্রামী না হয়ে লোকাচার ও দেশাচারকে আঁক্‌রে থেকেই ত মৃত্যু ডেকে এনেছি।—এস আবার এ দেশকে সঞ্জীবিত করি।—এস আমাদের এই উপস্থিত মহাজাতীয়টাকে আমরা সম্যক বুঝে লই এস; এইটার মহত্ব বুঝলেই আমরা উত্থান করতে পারবো; এখন যে আমরা সেই মহান্ জাতি, যে জাতি বিলাতে সসাগরা ভুবনবিস্তৃত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যটা করতলগত করতে উদ্যত।

ভাই! আমরাই বা কেন না আপনাকে মহান করে ল'তে পারবো? সঙ্ঘ বদ্ধ হলেই যে আমরা উন্নত হ'তে পারবো। তবে আজ থেকে আমরা আপনাদিকে শ্রমিকই—কেবল

শ্রমিকই—ব'লে যেন মনে রাখি ; আর সকলেই সঙ্ঘ ভুক্ত হই এসো।—

সভাপতি সকলকে কথাগুলি ভাবিতে বলিয়া সভাভঙ্গের আদেশ দিলেন।—

শ্রমিকরা সকলে সোৎসাহে "বন্দে মাতরম্" বলিতে বলিতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।—

# পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

যজ্ঞেশ্বর বাবু সকলের দ্বারা পরিত্যক্ত হইয়া এবং তাঁহার বন্ধুগণের বিশ্বাসঘাতকতা ও বিরুদ্ধাচরণের কথা শুনিয়া কি করা উচিত এতদ্বিষয়ে পরামর্শের জন্য—উপযুক্ত পুত্রদ্বয়কে আসিতে লিখিলেন; কারণ তাঁহার বিশ্বাস ছিল পুত্রদ্বয় মামলা মোকদ্দমা লইয়াই থাকেন—তাঁহারাই পরামর্শ দিবার সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত।—

পেস্কার মহাশয় ও নবীন উকিল মহাশয় পিতার আহ্বানে আসিলেন, কারণ পিতা তাঁহাদিগকে অবশ্য অবশ্য আসিতে লিখিয়া ছিলেন।—

আসিলে যজ্ঞেশ্বর বাবু দুইজনকেই সমস্ত ব্যাপার বলিলেন—তাঁহার প্রতিপত্তি কমিয়া যাইতেছে, কি করিয়া তাহার পুনরুদ্ধার হয়, দুষ্টদিগকে কি করিয়া জব্দ করা যায়, এ সমস্ত বিষয়ে তাঁহাদের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন।—

এদিকে গৃহিণী রাজলক্ষ্মীও পুত্রদিগকে সমস্ত সংবাদ জানাইলেন; তাহাদের ভগিনীর মনের অবস্থার আভাস দিয়া কালীচরণের সহিত তাহার বিবাহ দিবার ইচ্ছাও তাহাদিগকে জানাইলেন। —

পণ্ডিত মহাশয়, মনীন্দ্র সামন্ত, সত্যেন্দ্র বসু মহাশয় ও তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন.—গ্রামে কি কি নুতন

নুতন অনুষ্ঠান হইয়াছে আরও কি কি অনুষ্ঠান প্রস্তাবিত আছে ও কখন কখন কেমন ভাবে তাহার প্রবর্ত্তন করা হইবে তাহাও জানাইলেন; কালীচরণের সহিত কালীর বিবাহ দিতে অনুরোধ করিলেন—পরিনামের জীবন্ত উদাহরণ স্বরূপ সুবোধ সিংহের অবস্থার কথা বলিলেন।—

প্রথম পুত্র পেস্কার মহাশয়—এই সামান্য কারণে তাঁহাকে ডাকা হইয়াছে শুনিয়া—বিরক্তি সহকারে পিতাকে বলিলেন "এজন্য আমাকে ডাক্‌বার প্রয়োজন কিছুই ছিল না—আপনি আছেন, মা আছেন কালীর বিবাহ আপনারাই দেবেন; প্রয়োজন হয় আমাকে যা' সাহায্য করতে বল্‌বেন, আমি তা'ই করবো; বিবাহের দিন স্থির ক'রে সংবাদ দিলেই আসবো; অনর্থক আমার সময় ও অর্থ নষ্ট করবার প্রয়োজন কি ছিল"—এই বলিয়া তিনি পরদিন প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।—

দ্বিতীয় পুত্র উকিল মহাশয় ফিরিয়া যাইবার জন্য বিশেষ ব্যগ্রতা কার্য্যতঃ প্রকাশ করিলেন না; মুখে সততই বলিতে লাগিলেন "আমি এখানে থাকায় সেখানে মক্কেলদের বড্ড ক্ষতি হ'চ্চে—তা কি করি?—বাবা ডেকেচেন—আর গ্রামেও ত মাঝে মাঝে আসা চাই—গ্রামের পাঁচ জনের সঙ্গে ত মাঝে মাঝে দেখা সাক্ষাৎ দরকার—হাজার হ'ক দেশ"।—

মুসলমান পাড়া হইতে মুরগী আনাইয়া—কারণ হিন্দু সমাজানুশাসনে (শাস্ত্রানুশাসনে?) মুর্গী খাওয়া বা মুর্গী বা

ছোট বড় জলচর, ভূচর, খেচর, উভচর, বা ত্রিচর কোনও মাংসের হোটেল করা দোষনীয় নহে, কিন্তু যদি কেহ সাশ্রয়ের জন্য বাটীতে মুর্গী রাখে তা হ'লেই সর্ব্বনাশ—ও পুষ্করিণী হইতে বড় বড় মাছ ধরাইয়া বেশ সুন্দর রূপে রসনার পরিতৃপ্তি সাধন করিতে লাগিলেন, আর বাড়া বাড়ী ঘুরিয়া আড্ডা দিতে লাগিলেন।—

এক পক্ষ কাটিয়া যাইবার পর পিতাই তাহাকে বলিলেন "যাও, উকিল মানুষ, বেশী দিন থাকলে মক্কেল সব বে হাত হ'য়ে যাবে"—অগত্যা পিতৃ আজ্ঞানুযায়ী তিনি প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য প্রস্তুত হইলেন, অবশ্য বহুবিধ দ্রব্যাদি লইয়া— ।

যাইবার পূর্ব্বে পিতাকে বলিলেন "বাবা! গ্রামের সম্ভ্রান্ত লোকদের সঙ্গে মিলে থাকাই যুক্তি যুক্ত; কালীচরণের সঙ্গে কালীর বিবাহ দিলে বেশ হ'বে;—কালীচরণ ছেলেটী ভাল; বিষয় আসয়ও বেশ আছে—আর দশ বার হাজার টাকাও ত বেঁচে যাবে—; দশ বার হাজার টাকা ত কম নয়, ঐ টাকাটা আমি পেলে খুব ঠাট বাট ক'রে লই—তা হলেই খুব মক্কেল পাওয়া যাবে; ঢং ঢাং এ ই ত উকিলদের মক্কেল জোটে—; মায়ের যখন মত, ঐ খানেই বিয়ে দিন; আর মজুর গুলোর একতা আজকালকার রীতি হয়েচে; তা কি করবেন;—একটু নরম হয়ে চলবেন।—এই মজুরদের হাত ক'রে তা'দের মোকদ্দমাতেই ত অনেক উকিল নাম বার ক'রেচে; প্রথম প্রথম মক্কেল পেলে বেগারই খেটে দেয়; মুজুর মক্কেল

তার কাছে যেতে আরম্ভ করলে ক্রমে তা'রা যা' দেয় তাই লয়, পরে কোনও ক্রমে সত্য মিথ্যা রটনা দ্বারাই হউক বা দৈবাৎ দু একটা ভাল মোকদ্দমা জেতার দরুনই হউক পসাড় একবার হ'য়ে গেলে, তখন আর পায় কে? উত্তরোত্তর ফী বাড়িয়ে বেশ বড় লোক হওয়া যায়।—অনেক উকিল নাম করবার জন্য মজুরদের সভায় যোগ দেয়; আমারও ইচ্ছা আমি এদের সভায় দু এক দিন যাই; আর আমি যে মজুরদের পরম বন্ধু ও তাদের সভায় বক্তৃতা দিই—তা কেহ খবরের কাগজে তুলে দেয়—।" ইত্যাদি—

উকিল পুত্রের এইরূপ পরামর্শ পাইয়া যজ্ঞেশ্বর বাবু দমিয়া গেলেন।—

পুত্রদ্বয় যাইবার পর গৃহিণী রাজলক্ষ্মীও আবার কালীচরণের সহিত কালীর বিবাহ দিবার জন্য কর্ত্তাকে পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন; তাঁহার কুসংসর্গবর্গের কুচক্রান্তেরও কথা যখন তখন উত্থাপন করিয়া সৎসঙ্গের পরামর্শ দিতে লাগিলেন।—পণ্ডিত মহাশয়, সামন্ত বাবু, বসু মহাশয় মাঝে মাঝে তাঁহার বৈঠকখানায় আসিয়া তাঁহার সহিত নানারূপ কথাবার্ত্তা করিতে আরম্ভ করিয়াদিলেন।

যজ্ঞেশ্বর বাবু প্রায়ই চুপ করিয়া থাকিতেন, যে যাহা বলিতেন শুনিয়া যাইতেন মাত্র; কোনও মতামত প্রকাশ করিতেন না।—

আবার একদিন বামাচরণ বাবু আসিয়া তাঁহার কন্যার সহিত ভ্রাতা কালীচরণের বিবাহ দিবার জন্য অনুনয় বিনয়

করিলেন ;—সঙ্গে সঙ্গে পণ্ডিত, সামন্ত, বসু মহাশয়গণও তজ্জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগলেন। যজ্ঞেশ্বর বাবু অন্যোন্যো-পায় হইয়া পণ্ডিত মহাশয়কে বলিলেন "আপনার ইচ্ছা হয়, আপনি কার্য্য করাতে পারেন করুন, আমায় কিছু বল্‌বেন না; আমি পারব না"—পণ্ডিত মহাশয় তখনই অন্তঃপুরে গিয়া গৃহিণীকে একথা বলিয়া তাঁহার মত জিজ্ঞাসা করিলেন; গৃহিণী বলিলেন—"তিনি যখন আপনার উপর ভার দিচ্ছেন তখন আপনি আশু এ শুভকর্ম্ম সম্পাদন করান—আমার এই প্রার্থনা"—এই বলিয়া পঞ্জিকা আনিয়া পণ্ডিত মহাশয়ের হস্তে দিলেন; পণ্ডিত মহাশয় পঞ্জিকা হস্তে বলিলেন—"আজ পাত্রী আশার্ব্বাদ, পরশ্ব পাত্র আশীর্ব্বাদ, আর আগামী সপ্তাহে বৃহস্পতিবার রাত্রে বিবাহ হ'তে পারে।—রাজলক্ষ্মী তাহাতেই সম্মত হইলেন ও কর্ত্তার ও বামাচরণ বাবুর মত জিজ্ঞাসা করিতে বলিয়া বলিলেন "তাঁহাদের আপত্য না থাকলে, ঐ দিনই ধার্য্য করে দেবেন—শুভ কর্ম্ম শীঘ্রই হওয়া ঠিক।—"

পণ্ডিত মহাশয় তখনই বৈঠকখানায় গিয়া যজ্ঞেশ্বর বাবু ও বামাচরণ বাবুর মত জিজ্ঞাসা করিলেন। বামাচরণ বাবু আনন্দ সহকারে তাহাতে সম্মতি প্রকাশ করিলেন, যজ্ঞেশ্বর বাবু বলিলেন "আমি ত যা' বলবার ব'লে দিয়েছি—আর কিছু বলতে পারি না—"

পণ্ডিত মহাশয় তখনই যজ্ঞেশ্বর বাবুর প্রথম ও দ্বিতীয় পুত্রদ্বয়কে এই মর্ম্মে টেলিগ্রাম করিলেন যে—তোমাদের পিতার

কথামত তোমাদের ভগিনী কালীর বিবাহের ভার লইয়া আমি স্থির করিয়াছি যে আগামী বৃহস্পতিবার রাত্রে আমাদের গ্রামের শ্রীমান কালীচরণ মিত্রের সহিত তাহার শুভ বিবাহ হইবে, তোমরা আসিয়া এ শুভ কর্ম্মে আমায় সাহায্য করিবে।”

আর জমীদারী সেরেস্তার মুহুরীর দ্বারা যজ্ঞেশ্বর বাবুর যে যে গ্রামে জমীদারী ছিল—তাহার প্রত্যেকটীর গণ্য, মান্য সম্ভ্রান্ত সকলকেই এই মর্ম্মে পত্র লিখিলেন—যে “আমার পুত্র তুল্য প্রিয় ছাত্র শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর দত্ত তাহার কনিষ্ঠ কন্যার বিবাহোৎসবের ভার আমার উপর দেওয়ায় আমি তোমাকে ও তোমাদের গ্রামের সকলকে জানাইতেছি যে—আগামী বৃহস্পতিবার রাত্রে শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর দত্তের কন্যা শ্রীমতী কালীর আমাদেরই গ্রামের ৺গঙ্গানারায়ণ মিত্রের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান কালীচরণ মিত্রের সহিত শুভ বিবাহ হইবে—তোমরা সকলে সবান্ধবে আসিয়া এ গুরুভার সুসম্পন্ন করিতে আমাকে সাহায্য করিবে এবং ইহাই বিবাহোপলক্ষে নিমন্ত্রণ বলিয়া গ্রহণ করিবে। তোমরা জান যে আমি অতি বৃদ্ধ, বাটী বাটী গিয়া প্রত্যেককে নিমন্ত্রণ করিতে অক্ষম, তাই পত্রের দ্বারা সকলকে একসঙ্গে নিমন্ত্রণ করিলাম। ইতি তোমাদের শিক্ষা গুরু—দিগম্বর চৌধুরী—”

সুবর্ণপুর গ্রামের ইতর ভদ্র হিন্দু মুসলমান সকলকেই তিনি নিমন্ত্রণ করিলেন।—

নিমন্ত্রণ বার্ত্তা-বাহকেরা ইহাও প্রচার করিয়া দিলেন যে এ বিবাহে কোনও পণ-অর্থ দেওয়া বা লওয়া হইবে না।—

পাত্র ও পাত্রীর আশীর্ব্বাদ হইয়া গেল।—

পণ্ডিত দিগম্বর চৌধুরী মহাশয় পুরাকালের ব্রাহ্মণ গুরুগণ কিরূপ ছিলেন তাহারই এক আদর্শ স্বরূপ। তিনি পরম ধার্ম্মিক; আজ কালকার গোঁড়া ধর্ম্মধ্বজী নামধারী ব্রাহ্মণদের মত নহেন; তিনি দয়া ও প্রেমের জীবন্ত মূর্ত্তি স্বরূপ, সর্ব্বভূতে ব্রহ্ম-দর্শী, মহা বিদ্বান, বেদজ্ঞ; তিনি যৌবন হইতেই সুবর্ণপুরের সেই বিদ্যালয়ে শিক্ষকের কার্য্যে নিযুক্ত, কতবার কত উত্তম উত্তম কার্য্য তিনি পাইয়াছিলেন, কিন্তু স্বগ্রামের সে কার্য্য কিছুতেই ছাড়েন নাই।— বর্দ্ধমান ও বাঁকুড়া জেলার অনেক গণ্য মান্য মহাপুরুষই ছাত্র হইয়া তাঁহার কাছে শিক্ষা পাইয়াছিলেন।—তিনি সেই বিদ্যালয়ে নিকটবর্ত্তী গ্রাম সমূহের তিন পুরুষকে পড়াইয়া আসিতেছেন।—

মান্যবর শিক্ষাগুরুর নিমন্ত্রণ পাইয়া সকলেই আশ্চর্য্য হইলেন; ইহাও রাষ্ট্র হইয়া পরিল যে এ বিবাহ পণ্ডিত মহাশয়ই দিতেছেন, যজ্ঞেশ্বর বাবু ইহাতে কোনও সাহায্য করিবেন না; কি করিয়া এমন শিক্ষাগুরুর মান রক্ষা হয় গ্রামে গ্রামে সম্ভ্রান্ত লোক মিলিয়া তাহার আলোচনা করিতে লাগিলেন; ঠিক হইল—সঙ্গতি-সম্পন্ন যাঁহারা—তাঁহারা যাঁহার যেমন সাধ্য তিনি সেই রূপই দ্রব্যসম্ভার যোগাড় করিবেন ও কার্য্য যাহাতে সুসম্পন্ন হয়—নিজে উপস্থিত হইয়া তাহার চেষ্টা করিবেন।—

মুসলমানগণ পূর্ব্বে কখনও হিন্দুর বিবাহে নিমন্ত্রণ পান নাই,—তাঁহারা সর্ব্বসাধারণের শিক্ষাগুরু সর্ব্বজনমান্য পণ্ডিত মহাশয়ের নিমন্ত্রণ পাইয়া আনন্দাশ্চর্য্যে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন।—তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা বিশেষ সঙ্গতি সম্পন্ন ছিলেন হিন্দুদের মত তাঁহারাও দুগ্ধ, ফল, তরকারী, মৎস্য ঘৃত, ময়দা ইত্যাদি দ্রব্য সম্ভার সহ উৎসবে যোগ দিলেন।— এদিকে গানি মিঞা মুসলমানদের খাতির যত্নের ভার লইয়া রীতিমত ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন।—

সামন্ত মহাশয় বিবাহের সমস্ত বন্দোবস্তের ভার লইয়া কার্য্য করাইতে লাগিলেন।—

যথা সময়ে ভারে ভারে দ্রব্যসম্ভার চারিদিক হইতে আসিতে লাগিল।—

যজ্ঞেশ্বর বাবুর পেস্কার ও উকিল পুত্রদ্বয় আবার আসিলেন। তাঁহারা আসিয়া যাহা দেখিলেন তাহাতে বিমুগ্ধ হইয়া গেলেন।

যজ্ঞেশ্বর বাবু তাঁহার প্রথমা কন্যার বিবাহে বহু অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন,—জোর জুলুম করিয়া প্রজাদের নিকট হইতে অনেক অর্থ ও দ্রব্য আদায় করিয়াছিলেন; জবরদস্তি সহকারে কত লোককে বেগার খাটাইয়াছিলেন;—কিন্তু এ বিবাহে যে ধুম ধাম হইতে লাগিল তাহার এক আনাও সে বিবাহে হয় নাই। বহু গ্রামের বহু লোক সেচ্ছায় কার্য্য করিতেছেন, প্রত্যেকেই আনন্দ উৎসাহে উৎফুল্ল, সকলেই যেন নিজেরই কার্য্য করিতেছেন।—

গানি মিঞা এমন ভাবে যজ্ঞেশ্বর বাবুর বাটীটী সাজাইয়া দিলেন, আসর এমন প্রস্তুত করিয়া দিলেন যে লোকে তাহার জাঁকজমক ও সুচারু বন্দোবস্ত দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন।—

সভা প্রস্তুত হইতেই সুবোধ সিংহ আসিয়া গান জুড়িয়া দিল ; আজ যেন তাহার খ্যাপাম কোথায় উড়িয়া গিয়াছে, সে তাহার মধুর কণ্ঠ হইতে যেন অমিয় বর্ষন করিতে লাগিল :—

সারা জীবন ধ'রে কত সাধনায়,
তোমার প্রতিমাখানি রচেছি হিয়ায় !
কত শরত বসন্তে স্বপনে জাগন্তে
খুঁজেছি তোমায় সাঁঝে গভীর নিশায়।
যুগ যুগ অনশনে দিবানিশি খুঁজেছি
বুকভাঙ্গা আঁখিজলে তব স্মৃতি পূজেছি,—
স্বরগের সুখরাশি, উঠেছে হৃদয়ে ভাসি,
পুলক-মাধুরী ঢালা চির বেদনায়।
হেরেছি ও আঁখি দুটী সুনীল আকাশে
শুনেছি তোমার বাণী মলয় বাতাসে,
তারাদের দলে দলে, মেঘেদের কোলে কোলে,
হেরেছি সে কান্তি মধু জোছনায়।
চাহিনি তোমারে কভু, দুবাহু মাঝারে,
দূর হ'তে ভালবেসে, এসেছি তোমারে,
( আজি ) নিয়ে স্বরগের হাসি, আপন খুসীতে ভাসি,
এসেছ-বেসেছ ভাল এই অভাগায়।—

তোমারে হৃদয়ে পাবো কখনো তা ভাবিনি
ভালোবাসি তাই ভালোবাসি দিবা যামিনী,
(এসো) করুণার আলো জ্বালি, মুছে দাও সব কালি,
কমল ফুটাও আজি মম আঙিনায়
সকল সাধনা মম, সমাধি লভুক আজি
তোমার পবিত্র প্রেম-ভালবাসায়—

যাঁহারা বরযাত্র তাঁহারাই কন্যাযাত্র, ভেদাভেদ নাই।

গ্রামেই বর ও কন্যা দুয়েরই বাটী; তাই বরযাত্র যজ্ঞেশ্বর বাবুর যে কয়খানি গ্রাম নিজস্ব ছিল, সেই সব গ্রাম ঘুরিয়া কন্যা পক্ষীয়ের বাটীতে আসিলেন।—

শোভাযাত্রার মধ্যে লাঠী খেলার ধুম পড়িয়া গিয়াছিল।—এ উৎসবে যজ্ঞেশ্বর বাবুর উৎসাহ দেখা যায় নাই; তাঁহার মুখে কেহ হাসি দেখিতে পান নাই; তিনি নির্ব্বাক হইয়া ছিলেন;—কিন্তু যখন মিশ্রিত বর ও কন্যাযাত্র গগনভেদী "বন্দে মাতরম্" রবে বিপুল আনন্দে তরঙ্গের পর তরঙ্গের মত দলে দলে সে সুসজ্জিত বিরাট সভায় প্রবেশ করিতে লাগিলেন তখন তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না; সম্মুখে আনন্দোৎসহিত গানি মিঞাকে পাইয়া তাঁহাকে বক্ষে চাপিয়া ধরিলেন আর তাঁহার দুই চক্ষু দিয়া আনন্দাশ্রু ঝরিতে লাগিল; পরে বামাচরণের মুখ চুম্বন করিয়া পণ্ডিত মহাশয়ের পদতলে লুটিয়া পড়িলেন।—পণ্ডিত মহাশয় তাঁহাকে তুলিয়া লইয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন—ধর্ম্মে যেন তোমার মতি স্থির হয়, তোমার বৈভব

দরিদ্র নারায়ণের সেবায়, দেশোন্নতিতে নিয়োজিত হউক।—অন্যায়ের বিরুদ্ধে তুমি সততই সর্ব্বাগ্রে দাঁড়িও, ম্যাজিনীর সুনীতি "whenever you see wrong by your side, and do not strive against it, you betray your duty" যেন তোমার নীতি হয়, তুমি অন্যায়ের ঘোরতম বিরোধী হয়ো। স্বামী দয়ানন্দের বাণী—"He who looks on injustice perpetrated before his eyes and keeps mute......is the greatest sinner" যেন সর্ব্বদাই তোমার স্মরণ থাকে।

শুভলগ্নে সুচারুরূপে সুশৃঙ্খলায় শুভকর্ম্ম সুসম্পন্ন হইয়া গেল।—

হরিধন ভট্টাচার্য্য, রামনিধি চক্রবর্ত্তী, হারাধন ঘোষাল, নিত্যানন্দ তর্কলঙ্কার প্রভৃতি গ্রামের কুচক্রীগণ দল পাকাইয়া "চণ্ডালের ঘরে মুসলমানী বিয়ে" ইত্যাদি বিবিধরূপ বদনাম রাষ্ট্র করিয়া নানারূপ চক্রান্ত করিয়াও কোনও ক্ষতি করিতে না পারিয়া শেষে যখন দেখিলেন যে বর বা কন্যা পক্ষীয়েরা তাঁহাদিগকে পাইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন না, এ মহোৎসবে তাঁহারাই বাদ পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা, যখন বিশুদ্ধ গো-মহিষ-দুগ্ধ-জাত-নবনীত-সমুদ্ভূত-ঘৃত-পক্ব-রজত শুভ্র-গোধুমচূর্ণ-প্রস্তুত অখণ্ড মণ্ডলাকার পূর্ণ চন্দ্রবৎ লুচী রাশির ও ছানাজাত শালগ্রাম শালাবৎ সুগোলাকার সুমিষ্ট রসপূর্ণ গোল্লা মণ্ডা-মিঠাই, ক্ষীর, দই, পায়েশ সন্দেশাদি বহু সুখাদ্যের

সুখাস্বাদনাশায় তাঁহাদের বদন বিবর পুনঃ পুনঃ অতিরিক্ত রস প্লাবিত হইতে লাগিল—তখন আবার "আহা! যেন জানকীর বিবাহ" বলিয়া সুর বদলাইয়া বন্ধু, বান্ধব, আত্মীয় কুটুম্ব, পুত্রকন্যাদি সমভিব্যাহারে ভোজন পংক্তিতে বসিয়া পড়িলেন। তর্কলঙ্কার মহাশয় এমন ছাঁদা বাঁধিয়া লইয়া গিয়াছিলেন যে তিনি সপরিবারে সাত দিনেও তাহা শেষ করিতে পারেন নাই।

এ বিবাহের পর হইতে যজ্ঞেশ্বর বাবুর অনুতাপ আরম্ভ হইল—"এত দিন কেন কুসংসর্গে ভুলিয়াছিলাম, এত দিন কেন দরিদ্রদিগকে মানুষ ব'লে গণ্য করি নাই; এত দিন যে জগতের কত উপকার করিতে পারিতাম, কেন করি নাই?" অনুতাপে তাঁহার দেহ মন পুণ্যময় হইয়া গেল।—তিনি কালীচরণকে অত্যন্ত ভাল বাসিতে লাগিলেন; গ্রামের উন্নতির জন্য শ্রমিক সঙ্ঘে পাঁচ সহস্র মুদ্রা দিলেন; বেদ ও গীতা তিনি হৃদয়ঙ্গম করিতে লাগিলেন; সন্দেহ স্থলে পণ্ডিত মহাশয় ও বামাচরণ বাবুর পরামর্শ লইতেন আর ফলাফলের জন্য করুণাময়ের উপর বিশ্বাস রাখিয়া বিবেকানুসারে সৎকর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন।—

এ বিবাহ ক্ষেত্রে পণ্ডিত দিগম্বর চৌধুরী মহাশয় স্বয়ং ছাত্রবর্গ সমভিব্যহারে তথাকথিত ছোট জাতির পংক্তির মধ্যে বসিয়া ভোজন করিয়াছিলেন। এবং সেই অবধি সুবর্ণপুর গ্রাম হইতে ছুঁয়াছুৎ, "জাত গেল, ধর্ম্ম গেল, মিশো না, ছুঁইওনা" ভাব দূর হইয়াছিল।

সেই অবধি সুবর্ণপুরের হিন্দুরা বিজয়া ও হোলীর দিন উৎসবান্তে যেমন প্রত্যেক হিন্দুর সহিত মিলিত হইয়া প্রণাম আলিঙ্গন আশার্ব্বাদ করিতেন সেইরূপ প্রত্যেক মুসলমানেরও সঙ্গে মিলিত হইয়া সম্মান প্রীতি ও স্নেহের আদান প্রদান করিতে লাগিলেন; মুসলমানরাও ইদ্ উৎসবের পর প্রত্যেকে প্রত্যেক হিন্দুর সহিত মিলিত হইয়া সেলাম-আলেকুম ও আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন; সেই অবধি সুবর্ণপুরের ইতর ভদ্র, হিন্দু, মুসলমান, সকলে জাতি-ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে মিলিত হইয়া প্রতি সপ্তাহে একদিন ঈশ্বরের কাছে স্বদেশের মুক্তির জন্য, এ মিলিত মহাজাতির উন্নতির জন্য, সর্ব্বসাধারণের হিতের জন্য, শ্রমিক সঙ্ঘের মহাশক্তি লাভের জন্য প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।—

—ওঁ নমঃ নরসিংহায়—